সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

রেমিট্যান্স-যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণার শেষ কোথায়? কি করছে দূতাবাসগুলো?

মহিউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশে দালাল অর্থাৎ আদম ব্যবসায়ীদের (বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করছে বিমানের নিউইয়র্ক ফ্লাইট

ঢাকা : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহুল প্রতীক্ষিত (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

|| Weekly Bangladesh || New York, Vol. 30 • Issue 06 • Thursday, 16 July 2026 • ০১ শ্রাবণ ১৪৩৩, ০২ সফর ১৪৪৮

বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা সবই মিথ্যাচার-ধাপ্পাবাজি

ভারত ছেড়ে পালাবার ফন্দি আঁটছেন হাসিনা

ঢাকা : মৃত্যুদণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে শেখ হাসিনা আর কখনই ফিরতে পারবেন না বাংলাদেশে। তার ফেরার সকল দরজা বন্ধ। বিভিন্ন মাধ্যমে দেশে ফেরার ঘোষণা দিলেও সবই তার ধাপ্পাবাজি। তিনি জেনে শুনে এধরণের মিথ্যা তথ্য প্রচার করছেন। উল্টো তিনি চেষ্টা করছেন ভারত ছেড়ে অন্য যে কোন (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

দীর্ঘ হচ্ছে আওয়ামী মন্ত্রী-এমপিদের কারাজীবন

ঢাকা : গণঅভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের সরকার পতনের পর একে একে গ্রেপ্তার হতে থাকেন দলটির সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি), মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীসহ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৮
কারা হচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী

রয়টার্স : ২০২৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থীরা এখনই প্রাথমিক প্রস্তুতি (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

শিরোপার লড়াইয়ে রোববার স্পেন-আর্জেন্টিনা মুখোমুখি

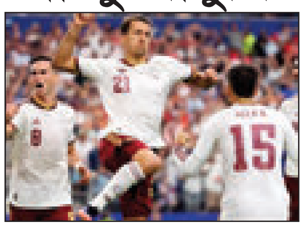

বাংলাদেশ রিপোর্ট : চার বছর আগে কাতারে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মুকুট জয়ের পর এবার আরেকটি ইতিহাসের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে ১৬ বছর পর আবারও বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

সরকারের সুবিধাজনক অবস্থার অসুবিধা

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি দেশ পরিচালনার সুযোগ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সংবিধানে আবারও কেয়ারটেকার সরকার ও গণভোট

ঢাকা : অবশেষে সংবিধানে ফিরল কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা ও গণভোট। এ-সংক্রান্ত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আংশিক বাতিল করে হাই কোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ রায় দেন। এ রায়ের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

মিড-টার্মের আগে তিন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাধীন ফেডারেল সংস্থা নির্বাচন সহায়তা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
OUR GROUP OF COMPANIES
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেভ $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU
VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
GREE MECHANICAL YONKERS
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি
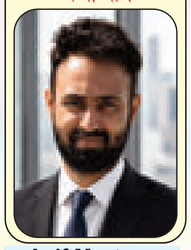
Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্রাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা

- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণা হাসিনার রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি

শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে সদলবলে দেশে ফেরার ঘোষণা দেওয়ায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর পলাতক নেতাকর্মীরা নড়েচড়ে বসছেন। যারা এতদিন গর্তে লুকিয়ে ছিলেন, তারা গর্ত থেকে মাথা বের করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বিরোধী, বিশেষ করে যারা চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে জড়িত ছিল এবং শেখ হাসিনার সরকারের পতন ও তাকে দলবলসহ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে, তাদেরকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। শেখ হাসিনা তার ঘোষণাটি দিয়েছেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সঙ্গে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে। তার পালিয়ে যাওয়ার দুই বছর পূর্তিতে এমন একটি ঘোষণায় দেশে-বিদেশে আওয়ামী মহল উচ্ছ্বসিত হলেও আওয়ামী লীগ বিরোধীরা হাসিনার ঘোষণাকে তেমন গুরুত্ব সহকারে নেয়নি। এটিকে তারা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি এবং বিদেশে অবস্থানরত ও দেশে আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করার একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করছে। শেখ হাসিনা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের ইতোমধ্যে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বা আইসিটি। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর কোনো সংবাদ বাংলাদেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক কোনো মিডিয়ায় ছাপানো বা সম্প্রচার না করার জন্য আইসিটির নির্দেশনা থাকলেও শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা প্রচারের বাইরে ছিল না। শেখ হাসিনা তার নিজ দেশ ফেরত আসবেন, এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু যে অপরাধে তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত তাকে আসতে হলে একজন দণ্ডিত অপরাধী হিসেবেই আসতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর ভারতের কাছে একাধিকবার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ জানিয়েছে দুই দেশের মধ্যে অপরাধী প্রত্যর্পন চুক্তির আওতায়। ভারত তা গ্রাহ্য করেননি, বরং শেখ হাসিনাকে সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ বিরোধী ও বাংলাদেশ সরকার বিরোধী প্রচারণা চালানো এবং তার প্রতিপক্ষদের হুমকি দেওয়ার জন্য।

ভারত সরকার হাসিনার মুখ বন্ধ করার কোনো চেষ্টা তো করেইনি, বরং হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন ধরনের জামিন-অযোগ্য মামলার শত শত আসামীকে নির্বিঘ্নে ভারতের বিভিন্ন বিচরণ করা ও বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানোর সুযোগ দিয়ে। ভারত এক্ষেত্রে আদৌ সৎ প্রতিবেশি-সুলভ আচরণ করেনি। শেখ হাসিনা তার সাক্ষাৎকারে কেবল তার দেশে ফেরার ঘোষণা নয়, এক ইউটিউব বার্তায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে টার্গেট করে অতীতের মতো স্বভাব-সুলভ বিষোদগার করেছেন। দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মুখে প্রতিশোধমূলক উচ্চারণ আইনের দৃষ্টিতে খুব স্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসেই অনেক অপরাধীর বিচার হয়েছে তাদের অনুপস্থিতিতে। বিদেশে অবস্থানরত অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। কিন্তু কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী দেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে, প্রতিপক্ষকে হুমকি অব্যাহতভাবে হুমকি দিয়েছে, এমন দেখা যায়নি। তারা বরং সর্বক্ষণ আড়ালে-আবডালে অবস্থান করেছে তাদেরকে আশ্রয় প্রদানকারী দেশ কখন তাদের গ্রেফতার করে দেশে ফেরত পাঠায়, এই ভয়ে। কিন্তু শেখ হাসিনার দম্ভ তার নিজের দম্ভ নয়, ভারতের আসকারা পেয়েই যে, তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সোচ্চার তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভারত আর কত প্রশ্রয় দেবে শেখ হাসিনা ও তার দলকে। ভারত কেন ভাবে যে, শেখ হাসিনা ছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশিসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠবে না? এ ধরনের ভাবনার মধ্যে অবশ্যই ভারতের দুরভিসন্ধি রয়েছে। ভারতকে এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। বাংলাদেশের একটি আদালত শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। তিনি ভারতীয় নিরাপত্তাধীনে রয়েছেন, তাকে বাংলাদেশ সরকারের হাতে প্রত্যর্পণ করেই ভারত এটা প্রমাণ করার সুযোগ নিতে পারত যে, বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করতে তাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ভারত সরকার তা না করে বাংলাদেশের সঙ্গে আরও বেশি মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করছে। শেখ হাসিনা তার দেশে আসতেই পারেন। তবে তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অবশ্যই আইনের বিধান অনুযায়ী তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

নামাজের সময়সূচি

১৬-২২ জুলাই ২০২৬ — ০২-০৮ সফর ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৬ জুলাই	৪.০৩	৫.৩৮	০১.০২	৬.০০	৮.২৫	১০.০০
১৭ জুলাই	৪.০৪	৫.৩৯	০১.০২	৬.০০	৮.২৫	৯.৫৯
১৮ জুলাই	৪.০৬	৫.৪০	০১.০২	৬.০০	৮.২৪	৯.৫৮
১৯ জুলাই	৪.০৭	৫.৪১	০১.০২	৬.০০	৮.২৩	৯.৫৭
২০ জুলাই	৪.০৮	৫.৪২	০১.০২	৬.০০	৮.২৩	৯.৫৬
২১ জুলাই	৪.০৯	৫.৪৩	০১.০২	৬.০০	৮.২২	৯.৫৫
২২ জুলাই	৪.১১	৫.৪৩	০১.০২	৬.০০	৮.২১	৯.৫৪

উপসম্পাদকীয়

দেশে ঢুকতে এত অস্থির হলে পালালেন কেন?

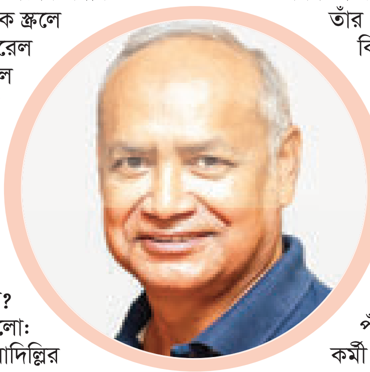

মহিউদ্দিন আহমদ

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। অনেকেই টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে আছি। দুপুর ১২টার পর থেকে স্ক্রলে ভাসছে একটা খবরড়সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ভাষণ দেবেন। বিকেল চারটার দিকে তিনি এলেন মাইক্রোফোনের সামনে। ঘোষণা দিলেন, শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। বললেন, 'আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে কাজ পরিচালনা করব। ধৈর্য ধরেন, সময় দেন।' তারপর আমরা জানতে পারলাম, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি বিমান তাঁকে ভারতে রেখে এসেছে। কিন্তু কোথায়?
পরদিন ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় খবর ছাপা হলো: 'শেখ হাসিনাকে বহনকারী উড়োজাহাজ নয়াদিল্লির কাছে গাজিয়াবাদে সেনাবাহিনীর হিন্দন বিমানঘাঁটিতে স্থানীয় সময় ৫টা ৩৬ মিনিটে অবতরণ করে। এ সময় ভারতের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাঁকে স্বাগত জানান।'
ওয়াশিংটন পোস্ট-এর সংবাদটি ছিল এ রকম: 'কয়েক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভকারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে কয়েক শ মানুষ নিহত হওয়ার পর শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।' সূত্র: মহিউদ্দিন আহমদ, হাসিনা, বাতিঘর।
এর পর থেকে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এখন কোথায় কীভাবে আছেন, এ নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। মাঝেমধ্যে তাঁর অডিও বার্তা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে শোনা যায়। তার কতটা সত্য আর কতটা এআই দিয়ে বানানো, বোঝা মুশকিল। তিনি নাকি যেকোনো সময় দেশে ঢুকে পড়তে পারেন। এখানে প্রশ্ন হলো, দেশে ঢুকে পড়তে এত অস্থির হলে তিনি দেশ ছেড়ে গেলেন কেন?
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, 'নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।' কথা যেন কেমন কেমন। হাসিনার হাতে ছিল রাষ্ট্রের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ। পুলিশ, র্যাব, এসএসএফ, সামরিক বাহিনী সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। আর ছিল তাঁর হাজার হাজার সমর্থক, যাদের লাঠিসোঁটা আর আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হতে দেখা গেছে। এসব ছবি কিছু কিছু ছাপা হয়েছে আমাদের পত্রিকায়। দেখা গেছে টিভি চ্যানেলে।
তাঁর ও তাঁর সমর্থকদের দাবি, তাঁর নাকি পাহাড়সম জনপ্রিয়তা। এ সত্ত্বেও তিনি এ দেশে নিজেকে নিরাপদ মনে করলেন না! তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানাতে হাজার পাঁচেক লোকও গণভবনের সামনে হাজির হলো না! প্রাণ বাঁচাতে ভারতে চলে গেলেন!
হাসিনা এখন ভারতে। সম্ভবত নয়াদিল্লিতে কঠোর পাহারা, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মধ্যে আছেন। একটি প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে আসছেড়তিনি কি নির্বাসনে? তাঁকে কি জোর করে দেশছাড়া করা হয়েছে? নাকি তিনি স্বেচ্ছায় গেছেন? এ নিয়ে একটা সন্দেহ আছে। কেননা এর আগেও তিনি নির্বাসনে গেছেন।
১৯৭৫ সালের আগস্ট হত্যাকাণ্ড ও একদলীয় বাকশাল সরকারের পতনের পর তিনি ভারতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন প্রায় ছয় বছর। তিনি প্রায়ই বলার চেষ্টা করেছেন, ওই সময় তাঁকে দেশে আসতে দেওয়া হয়নি। তাঁর এ কথা তাঁর দলের লোকেরাও বিশ্বাস করেন। আসলে কি তাই?
বাকশাল চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সপরিবার নিহত হওয়ার সময় হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা ছিলেন ব্রাসেলসে। সেখান থেকে তিনি আসেন জার্মানির বন শহরে। বাংলাদেশের অনেক লোক ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন।
পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে জাসদের কয়েক শ কর্মী সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছিলেন। তাঁদের আবেদন গ্রাহ্য হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে দেশে ফিরে আসেন, অনেকেই থেকে যান।
হাসিনা কেন জার্মানি কিংবা ইউরোপের অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নেননি, কেন ভারতে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করলেন, এ নিয়ে রহস্য থেকেই গেছে।
আসলেই কি হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন, নাকি ছিলেন দীর্ঘমেয়াদি ভিসায়, এটি জানা দরকার। রাজনৈতিক আশ্রয় পেতে হলে নিজ দেশের পাসপোর্ট সারেন্ডার করতে হয়। তিনি কি সেটি করেছিলেন? করেননি।
দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন হাসিনা ও তাঁর স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার আবেদনক্রমে তাঁদের পাসপোর্ট নবায়ন করেছিল। ভারতীয় মুদ্রায় ৩১ টাকা ১০ পয়সা ফি দিয়ে হাসিনা ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিলে পাওয়া তাঁর পাসপোর্ট (নম্বর বি-০৯৬২৩১)

নবায়ন করেছেন ১৯৭৯ সালের ২৬ নভেম্বর। কিন্তু তাঁর পাসপোর্টে কোনো ভারতীয় ভিসা ছিল না। তিনি ইউরোপ কিংবা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনো চেষ্টা বা উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। কখনো শুনিনি, তাঁকে বন কিংবা দিল্লি বিমানবন্দরে বিমানে উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছে, অথবা বিমানে ওঠার পর ঢাকা বিমানবন্দর দিয়ে তাঁকে ঢুকতে না দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
শেখ হাসিনা ছিলেন স্বেচ্ছানির্বাসনে। এক বিদেশি সাংবাদিক বলেছিলেন, দেশে ফিরতে সরকারিভাবে কোনো বিধিনিষেধ নেই। তিনি নিজেই ফিরছেন না। বলেছিলেন, 'কী হবে দেশে গিয়ে? (বিচিত্রা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১)' ১৯৮১ সালের মে মাসে দেশে ফিরে তিনি বলে বেড়াতেন, তাঁকে সরকার দেশে আসতে দিচ্ছিল না। তিনি যে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন, এ তথ্য তিনি গোপন করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর রাজনীতিরই অংশ।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট হাসিনা দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাসনে যান। তিনি পদত্যাগ করেছেন নাকি করেননি, তাঁকে কি জোর করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাকি তিনি স্বেচ্ছায় গেছেন, এটা কি একটা আপসের (নেগোশিয়েটেড) প্রস্থান, নাকি প্রাণভয়ে পালিয়েছেনড়এসব নিয়ে আছে অনেক প্রশ্ন।
শেখ হাসিনাসহ অনেকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এবং মামলা সচল রয়েছে। একটি মামলায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। বিচারটা যেভাবে তড়িঘড়ি করে করা হয়েছে, এ নিয়ে প্রশ্ন *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ভোগ্যবস্তুতে পরিণত কেন নারী-শিশু

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

হিংস্রতা, মানুষের পশু প্রবৃত্তি মাত্রা ছাড়াচ্ছে। ঘরের ভিতরে তিন মাস বয়সের শিশুর বিপদের খবরও বড় খবরের অংশ বটে। তবে তাই বলে তা কিন্তু ছোট খবর নয়। যেমন এই খবরটি, যার শিরোনাম 'বাচ্চারে থামা, নইলে মাইরা ফালামু।' ভিতরের খবর, আওয়াজটি শুধু হুমকি ছিল না, ঘটনাটি সত্যি সত্যি ঘটেছে। ঢাকার মিরপুরের বর্ধনবাড়ি এলাকায় মায়ের পাশে শুয়ে শিশুটি কান্নাকাটি করছিল। তাতে যুবক স্বামীটির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। বিরক্ত হয়ে তিনি শিশুটির মাকে ধমক দিয়ে শিশুর কান্না থামাতে বলেন। শিশুসন্তানের কান্না থামাতে মা প্রাণপণ চেষ্টা করেন, সফল হননি। ওই ব্যক্তি তখন শিশুটিকে সত্যি সত্যি গলা টিপে মেরে ফেলেন। যুবকটি ইতিঃপূর্বে মাদক মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঘটনার এক সপ্তাহ আগে জামিনে ছাড়া পান এবং তিন মাসের সন্তানসহ মেয়েটিকে বিয়ে করেন। পরবর্তী ঘটনা সংবাদ হয়েছে গণমাধ্যমে।

ইতালিপ্রবাসী বড় ভাই খুন করেছেন আপন ছোট ভাইকে এবং খুনের ছবি ভিডিওতে ধারণ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশে, পরিবারের সদস্যদের কাছে। কারণ অন্য কিছু নয়, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ। বড় ভাই হুমায়ূন কবির ইতালিতে যান ১১ বছর আগে। ছোট ভাইকেও তিনি-ই সেখানে নিয়ে যান, ৩ বছর হবে। বড় ভাই হুমায়ূনের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিলে ছোট ভাই নয়ন আপত্তি করেন। বড় ভাইকে নয়ন যে টাকা দিয়েছিলেন, তা-ও ফেরত চান। ছোট ভাইয়ের বড় রকমের এই স্পর্ধা বড় ভাইয়ের পক্ষে হজম করা কঠিন হওয়াতেই ছোট ভাইকে তিনি খুন করেন। মুন্সিগঞ্জ নিবাসী তাদের পিতা দেলোয়ার ফকির স্বভাবতই পুত্র-হত্যার বিচার চেয়েছেন। কিন্তু কার কাছে? উল্লেখ্য ওই পিতার একমাত্র কন্যার স্বামীও থাকেন ইতালিতে।

স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিজ হাতে হত্যা করেছেন অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এক বাংলাদেশি। তবে পালাননি, নিজেই খবর দিয়েছেন পুলিশকে। বয়স তার ৪৭। না, স্ত্রীর কোনো অপরাধ ছিল না। অপরাধ ছিল তাদের দুই ছেলেরই। যাদের একজনের বয়স ৫, অন্যজনের ১২। জন্মাবধি তারা অসুস্থ ছিল; আক্রান্ত ছিল অটিজমে। ঘটনা সিডনি শহরের। ধারণা করা হচ্ছে যে বাংলাদেশি ভদ্রলোক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই আরেক শহর, পার্থে-ঘটা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা। গত জানুয়ারিতে ঘটনাটি ঘটে। অস্ট্রেলিয়ান এক দম্পতি তাদের দুই অটেস্টিক পুত্র (বয়স ১৪ ও ১৬) হত্যা করেন। অসুস্থ সন্তানের দায়ভার সারা জীবন বহন করাতে নিশ্চয়ই তাদেরও আপত্তি ছিল। অনুপ্রেরণাদানকারী এবং অনুপ্রাণিত দুই ঘটনার ভিতর অবশ্য কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান দম্পতি সন্তান-হত্যার পর আর জীবিত থাকেনি। আত্মহত্যা করে পুত্র-হত্যাজনিত গ্লানির অবসান ঘটিয়েছে। তুলনায় বাংলাদেশির ঘটনাটি যে কিছুটা উন্নত কিংবা মানবেতর; সেটা না-মেনে উপায় নেই।

পাশাপাশি খবর এই রকমের যে কাপাসিয়ার ফোরকান মিয়া তার স্ত্রী, তিন কন্যাসন্তান ও শ্যালককে (অর্থাৎ মোট পাঁচজনকে) নেশাজাতীয় দ্রব্যের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে নিজ হাতে জবাই করেন। তার অভিযোগ স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত ছিলেন; এবং প্রেমিকের মাধ্যমে ফোরকানের কষ্টার্জিত টাকা বেহাত হয়ে যেত। এ নিয়ে তিনি নাকি স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেন। তবে ফোরকান নিজেও যে মাদকাসক্ত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নওগাঁর খবর। সেখানে দুই সন্তানসহ এক দম্পতির রক্তাক্ত লাশ পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে হত্যাকাণ্ডের কারণ জমিজমার ভাগাভাগি নিয়ে পারিবারিক বিরোধ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহত হাবিবুর রহমানের পিতা, দুই বোন ও এক বোনের ছেলেকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

ওদিকে গণপিটুনিও চলছে। মানিকগঞ্জে শিশুহত্যার ঘটনায় গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে দুজন। সেই সঙ্গে একজন গুরুতর আহত। ঘটনার বিবরণ এই রকমের : বনপারিল গ্রামের মুকুল মিয়ার ৯ বছর বয়সি কন্যা আতিকা গিয়েছিল প্রতিবেশী এক পরিবারের বিয়েবাড়িতে। বিকালবেলা সে বাড়িতে ফিরছিল। তার কানে ছিল স্বর্ণের দুল, গলায় স্বর্ণের চেইন। ওই দুই বস্তুর লোভেই হবে, তাকে অপহরণ করা হয়। আতিকা নিখোঁজ হয়েছে, এ খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে; মাইকিংও করা হয়। খোঁজাখুঁজিতে বাড়ির পাশের ভুট্টাখেতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আতিকার লাশ পাওয়া গেছে। প্রতিবেশী এক শিশু জানায় যে নাঈম (১৫) নামের এক কিশোরের সঙ্গে আতিকাকে সে দেখেছে কথা বলতে। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে নাঈম তার অপরাধ স্বীকার করে এবং তার দেখানো ভুট্টাখেতেই মৃত অবস্থায় আতিকাকে পাওয়া যায়। পুলিশ অভিযুক্ত পুত্র, তার পিতা ও পিতার এক ভাইকে আটক করে। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে ক্ষিপ্ত জনতা অভিযুক্ত নাঈমদের বাড়ি ঘেরাও করে। গণ-প্রহারে নাঈমের পিতা অটোরিকশাচালক পান্নু মিয়া (৪৫) ও তার ভাই ফজলু মিয়া (২৮) নিহত হন। অভিযুক্তের এক ভাইও গুরুতর আহত। নাঈম হেফাজতে রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের প্রয়োজন পড়েছিল।

গত ২৬ মে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি খবর ছিল এই রকম : ১. চুয়াডাঙ্গায় এক যুবকের (২১) দ্বারা সত্তর-উত্তীর্ণ বৃদ্ধা ধর্ষিত। মহিলা নিজেই মামলা করেছেন। বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি মেয়ের বাড়িতে। ফেরার সময় ভ্যানগাড়ি থেকে নামেন শহরের এক হাস-পাতালের সামনে। রাত তখন ১২টা হবে। তার সঙ্গে তরকারি ও মাংসে ভরা একটি ব্যাগ ছিল। পরিচিত এক যুবক এগিয়ে আসেন ব্যাগটি বহন করে মহিলাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন এই প্রস্তাব নিয়ে। মহিলা সম্মত হন। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে মহিলার অভিযোগ একা পেয়ে যুবকটি তাকে ধর্ষণ করেন। অভিযুক্ত যুবকটিকে যথারীতি আটক করেছে পুলিশ। ২. যশোরের কেশবপুরে প্রতিবেশীর বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়েছিল এক শিশু। সেখানেই সে ধর্ষিত হয়েছে। ৩. নাটোরে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আটক করা হয়েছে দুজনকে। তারা পরস্পর পিতা এবং পুত্র। মেয়েটির বাড়ির পাশের দোকানে কাজ করত পিতা ও পুত্র দুজনেই। রাতে নিজেদের বাড়িতে মেয়েটি একাই ছিল। সেই সুযোগে পিতা মেয়েটির ঘরে ঢোকে এবং তাকে ধর্ষণ করে। পরের দিন সকালে দোকানে কাজে এসে তার পুত্রও মেয়েটির একাকিত্বের সুযোগ নেয়। এবং আগের রাতে বাবা যা করেছে সকালে ছেলেও সে কাজই সম্পন্ন করেন। [পিতার পথ ধরে আগুয়ান হতে পুত্রের আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি।] ৪. গাজীপুরের শ্রীপুরে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন মসজিদের এক ইমাম। স্থানীয় লোকজন ইমামকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে এনে পুলিশে সোপর্দ করে। ৫. হবিগঞ্জে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ১০ বছরের এক শিশু বিকালবেলা দোকানে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গ্রামেরই এক বাসিন্দা তার এক সঙ্গীর সঙ্গে মিলে শিশুটিকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে ধর্ষণ করে। শিশুটির চিৎকার শুনে লোকজন ধাওয়া করলে বীরপুরুষেরা পালিয়ে যায়। অন্য পাষণ্ডদের মতো এই দুটিও নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে; কিন্তু ভুক্তভোগীদের যে সর্বনাশটি ঘটে গেছে তার ক্ষতিপূরণ কী কোনোভাবেই সম্ভব?

গত ৭ জুনের দুটি খবর। ময়মনসিংহের ভালুকায় সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ৮০ বছর বয়সি বৃদ্ধ গ্রেপ্তার। শিশুটি দোকানে যাচ্ছিল শ্যাম্পু কিনতে। পথিমধ্যে ফালু মিয়া তাকে ফুসলে অন্যত্র নিয়ে ধর্ষণ করে। দ্বিতীয় খবরটি গাইবান্ধার। সেখানে এক কিশোরীকে তার বাড়ির উঠান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে চার যুবক দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। রাত ১২টার দিকে ওই কিশোরী নিজেদের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলছিল। চারটি যুবক পেছন থেকে এসে মুখ চেপে ধরে তাকে পার্শ্ববর্তী বিলের ধারে নিয়ে যায়। তারা তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং তাকে ধর্ষণ করে। কিশোরীর চিৎকারে লোকজন তাড়া করলে ধর্ষকদের তিনজন ধরা পড়ে, একজন *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm
আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

জুলাই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ : রাজনৈতিক শক্তির দ্বন্দ্ব ও বিদেশী প্রভাব

মাসুম খলিলী

যেকোনো বিপ্লবের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটি শুরু হয় তার চূড়ান্ত বিজয়ের পর। স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটানো অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু জরাজীর্ণ রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে ফেলে তাকে নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো জটিল চ্যালেঞ্জ। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, নব্বইয়ের দশকে পূর্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক রূপান্তর কিংবা এক দশক আগের আরব বসন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বিপ্লব-উত্তর সময়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বৈশ্বিক শক্তির প্রভাব একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবও সেই বাস্তবতার বাইরে নয়। এই আন্দোলন কেবল দীর্ঘমেয়াদি কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটায়নি; বরং এটি রাষ্ট্রের বৈধতা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ক্ষমতার জবাবদিহি এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অধিকার নিয়ে মৌলিক কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছে। ছাত্র ও তরুণদের সুনির্দিষ্ট দাবিতে শুরু হওয়া এই আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এক অভূতপূর্ব জাতীয় গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। তবে আন্দোলনের সেই রাজপথের উত্তাপ ও আবেগকে একটি টেকসই, নিয়মতান্ত্রিক ও কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর করাই এখন দেশের মূল চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের সামনে আজ একটিই ঐতিহাসিক প্রশ্ন, জুলাই বিপ্লব কি একটি নতুন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা করবে? নাকি এটি অতীতের মতোই ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অভ্যন্তরীণ বিভাজন এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তার মূল তেজ ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেবল ক্ষমতার দৃশ্যমান রদবদলকে বিপ্লব বলা যায় না। বিপ্লব তখনই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়, যখন রাজনীতির পাশাপাশি রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো, বিচারব্যবস্থা, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার এবং সমগ্র শাসনব্যবস্থার গভীরে একটি ইতিবাচক ও স্থায়ী পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। এই মানদণ্ডে জুলাই বিপ্লবের সাফল্য মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি, কারণ এই রূপান্তরপ্রক্রিয়া এখনো চলমান। গণ-অভ্যুত্থানের মূল অঙ্গীকার কেবল সরকার পরিবর্তন ছিল না; বরং একটি প্রকৃত জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রগঠন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত আমলাতন্ত্র ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিশ্চিত করা এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করাই ছিল এর আসল লক্ষ্য।

রাজনৈতিক শক্তির সমীকরণ ও রাষ্ট্র সংস্কারের অগ্রাধিকার : বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তিনটি ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি সমান্তরালভাবে সক্রিয়, যাদের আন্তঃসম্পর্ক ও ভারসাম্য ভবিষ্যতের রাজনীতি নির্ধারণ করবে :

ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলো : দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে টিকে থাকা দলগুলোর সুসংগঠিত দলীয় নেটওয়ার্ক, ব্যাপক গণভিত্তি এবং দীর্ঘ নির্বাচনী অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তারা অপরিহার্য শক্তি।

বিপ্লব থেকে উঠে আসা নতুন প্রজন্ম : জুলাই আন্দোলনের গর্ভ থেকে উদ্ভূত তরুণ ও ছাত্র নেতৃত্ব, যারা প্রচলিত রুগ্‌ণ রাজনৈতিক ধারার আমূল পরিবর্তন চায়। তারা রাজনীতিতে স্বচ্ছতা, সার্বিক অংশগ্রহণ এবং গুণগত পরিবর্তনের পক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার।

নাগরিক সমাজ ও পেশাজীবী শ্রেণী : দলীয় রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরের মানবাধিকারকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও নীতিনির্ধারক গোষ্ঠী, যারা রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো তৈরিতে কাজ করছেন।

এই তিন শক্তির মধ্যে যদি কৌশলগত বোঝাপড়া ও রাজনৈতিক সমঝোতা বজায় থাকে, তবে দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ সুগম হবে। পক্ষান্তরে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক অনাস্থা, দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার টানাপড়েন

বাড়লে জাতীয় রাজনীতি আবারো দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা ও অচলাবস্থার দিকে ধাবিত হতে পারে।

জুলাই বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি সফলতা নির্ভর করবে রাষ্ট্রের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ও টেকসই সংস্কারের ওপর। কেবল শাসক বদল নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল কাঠামোকে জবাবদিহিমূলক, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রূপ দেয়াই এই সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য।

এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া। সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফেরানোর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই পথ কিছুটা প্রশস্ত হয়েছে। একই সাথে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করে নির্বাহী বিভাগীয় হস্তক্ষেপমুক্ত বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা পুরোপুরি ফিরে আসে।

জনপ্রশাসনকে দলীয় আনুগত্যের আবর্ত থেকে বের করে এনে যোগ্যতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে, যাতে রাষ্ট্রের সেবা সব নাগরিকের জন্য সমভাবে নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আমূল সংস্কার করে তাদের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, জনবান্ধব, জবাবদিহিমূলক এবং মানবাধিকারসম্মত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা অতীব জরুরি।

একইভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন করে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে, যাতে যেকোনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রভাবমুক্তভাবে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যায়। এর পাশাপাশি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন গণমাধ্যমের অধিকার নিশ্চিত করা, সব ধরনের দমনমূলক আইন বাতিল বা পরিমার্জন এবং মুক্ত সাংবাদিকতার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাও এই নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য শর্ত। এসব সংস্কার বাস্তবায়ন হলে শুধু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই শক্তিশালী হবে না; বরং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ রুদ্ধ হবে এবং জুলাই বিপ্লবের মূল চেতনা- জবাবদিহি, ন্যায়বিচার ও সুশাসন- বাস্তব রূপ লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি ও শক্তির প্রতিযোগিতা : বাংলাদেশ আর দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ কোনো সাধারণ ভূখণ্ডমাত্র নয়; ভূরাজনীতি ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এর কৌশলগত গুরুত্ব বহুগুণ বেড়েছে। ফলে বিশ্বশক্তিগুলোর নজরও এখানে গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়েছে। এর সাথে নানা প্রভাবশালী পক্ষের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি : ভারতের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তাদের সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করা হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের শান্তি বজায় রাখা, সীমান্ত নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সংযোগ, নদীর পানি বণ্টন এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য- সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সহযোগিতা দিল্লির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই বর্ণনার সাথে এই প্রতিবেশী দেশটির বাস্তব আচরণের পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ সমমর্যাদা ও স্বার্থের ভিত্তিতে এই সহযোগিতা বজায় রাখতে চায়। কিন্তু দিল্লি চায় তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও কৌশলগত বিষয়গুলোর দিকনির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করবে। আগের সরকার ১৭ বছর এই দিকনির্দেশনা মেনে নিয়েছিল। ঢাকার নতুন সরকার সম্ভবত সেটি চাইছে না। তবে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় দিল্লিকে তাদের কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতি পুনর্মূল্যায়ন করতে হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও কৌশলগত সমীকরণ : যুক্তরাষ্ট্রের নীতি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার তাগিদ। অন্য দিকে বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে পাওয়ার তাগিদও ওয়াশিংটনের কাছে বেশ স্পষ্ট।

চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থান : চীনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে বন্দর, সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও মেগা অবকাঠামোগত প্রকল্পে তাদের বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে। চীন সাধারণত ক্ষমতায় যে-ই থাকুক না কেন, বাণিজ্য ও প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে। অন্য দিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল মনোযোগ বাংলাদেশের রফতানি বাজার, শ্রম অধিকার, টেকসই সুশাসন ও মানবাধিকার রক্ষার ওপর।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দুর্বলতার কারণে বিদেশী হস্তক্ষেপের নজির নতুন নয়। তবে ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, কোনো রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্র যখন অভ্যন্তরীণ বৈধতার জন্য নিজের জনগণের স্থলাভিষিক্ত করে বিদেশী শক্তির সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে, তখন জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র দুর্বল হতে বাধ্য।

তাই বাংলাদেশকে কোনো নির্দিষ্ট পরাশক্তি ব্লকে না ঝুঁকে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি স্বাধীন, ভারসাম্যপূর্ণ ও আত্মমর্যাদাশীল পররাষ্ট্রনীতি লালন করতে হবে।

তরুণদের আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পথ : কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবই অর্থনৈতিক সাফল্য ও জনকল্যাণমূলক ফলাফল ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। রাজনৈতিক রূপান্তরের পর যদি শিল্প উৎপাদন, বৈদেশিক বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, রফতানি প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির মতো মৌলিক অর্থনৈতিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন না আসে, তবে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা দ্রুত হতাশায় পরিণত হতে পারে। ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয়; বরং পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। একটি কার্যকর অর্থনৈতিক নীতি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করাই নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের স্থায়িত্বের প্রধান পূর্বশর্ত।

একই সাথে জুলাই বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল তরুণ প্রজন্ম। তাই তাদের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন কেবল কোনো সাময়িক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতারও অপরিহার্য শর্ত। তরুণদের প্রধান দাবির মধ্যে রয়েছে- মেধাভিত্তিক সুযোগ, যেখানে স্বজনপ্রীতি, বৈষম্য ও অস্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়ার বদলে যোগ্যতার মূল্যায়ন থাকবে; প্রকাশ্য বাকস্বাধীনতা, যাতে নাগরিকরা জনপরিসরে নির্ভয়ে মত প্রকাশ করতে পারেন এবং আইনের কঠোর শাসন, যেখানে ব্যক্তি বা দলীয় পরিচয় নয়, আইনের সমতাই হবে বিচারব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১১ সালের আরব বসন্তের পর মিসর পুনরায় সামরিক প্রভাবাধীন রাজনৈতিক কাঠামোয় ফেরত যায়, আর লিবিয়া ও ইয়েমেন স্থায়ী গৃহযুদ্ধে নিপতিত হয়। বিপরীত দিকে, নব্বইয়ের দশকে পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্রের মতো দেশগুলো দ্রুত প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং নিয়মিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সাফল্য পেয়েছিল। বাংলাদেশের জন্য প্রধান শিক্ষা হলো, বিপ্লবকে ধরে রাখতে হলে ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করতে হবে।

বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী ভবিষ্যৎ মূলত তিনটি সম্ভাব্য পথের যেকোনো একটি বেছে নিতে পারে :

১. ইতিবাচক পথ : যেখানে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ করিডর কেন গুরুত্বপূর্ণ

এম সাখাওয়াত হোসেন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাম্প্রতিক চীন সফর শুধু একটি নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় সফর নয়; বরং এটি দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গত ২২ থেকে ২৪ জুন অনুষ্ঠিত এই সফরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অবকাঠামো, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং একাধিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। তবে সফরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বৈঠক।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনা, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত, ইরান-ইসরায়েল সংকট এবং হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে অনিশ্চয়তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে শক্তির ভারসাম্যের প্রশ্নও আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের নতুন মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক পর্যায়ে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে।

সফরে একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও সফরের আগে যেসব কৌশলগত প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল, সেগুলোর সব বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। তবু বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের ধারণা, কিছু বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে নীতিগত সমঝোতা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। এর মধ্যে মোংলা বন্দর সম্প্রসারণ, সেখানে চীনা বিনিয়োগ, শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ও রয়েছে।

তবে সফরের পর সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে চীনের প্রস্তাবিত চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক করিডর। এটি বাস্তবায়িত হলে শুধু তিন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগের নতুন পথই তৈরি হবে না, বরং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক সংযোগ এবং বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক ভূরাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে।

এই ধারণা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। ১৯৯০-এর

দশকে কুনমিং ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার (বিসিআইএম) অর্থনৈতিক করিডরের ধারণা সামনে আসে। পরবর্তী সময়ে চার দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্য ছিল কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মান্দালয় ও কুনমিংকে একটি অর্থনৈতিক ও পরিবহন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করা। কিন্তু রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। বিশেষ করে ভারতের অনীহার কারণে বিসিআইএম কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে।

বর্তমান প্রস্তাবটি সেই বিসিআইএম ধারণারই একটি পরিবর্তিত রূপ বলে মনে করা হচ্ছে। এখানে ভারত নেই; বরং বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনকে নিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় অর্থনৈতিক করিডর গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে। যদিও এখনো এর আনুষ্ঠানিক রুট প্রকাশ করা হয়নি। বিভিন্ন বিশ্লেষণে ধারণা করা হচ্ছে, এটি বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে মিয়ানমারের রাখাইন ও মান্দালয় হয়ে চীনের ইউনান প্রদেশের কুনমিং পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চল বহু শতাব্দী ধরে দক্ষিণ এশিয়া ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল।

এই করিডর বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক লাভ কম নয়। মোংলা বন্দর, চট্টগ্রাম বন্দর, বে টার্মিনাল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো আঞ্চলিক সরবরাহব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে এটি দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি স্বাভাবিক সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে পারে।

এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ শুধু ট্রানজিট সুবিধা প্রদানকারী দেশ নয়, বরং আঞ্চলিক উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রেও পরিণত হতে পারে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, রপ্তানি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সংযোগ বৃদ্ধি করা। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানো এবং আঞ্চলিক উৎপাদন শৃঙ্খলের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের করিডর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের ঘোষিত 'পূর্বমুখী নীতি' বাস্তবায়নেও এটি কার্যকর হতে পারে।

অন্যদিকে, এই প্রস্তাবকে ঘিরে ভারতের কৌশলগত বিশ্লেষকদের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। তাঁদের একাংশের মতে, এই করিডর বাস্তবায়িত হলে বঙ্গোপসাগরে চীনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে এবং এর ফলে ভারতের নিরাপত্তা পরিবেশে নতুন চাপ সৃষ্টি হতে পারে। কেউ কেউ এটিকে ভারতকে ঘিরে চীনের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অংশ হিসেবেও ব্যাখ্যা করছেন।

তবে এই ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। কারণ, চীন ইতিমধ্যে মিয়ানমারের কিয়াউকফিউ গভীর সমুদ্রবন্দর, তেল ও গ্যাস পাইপলাইন এবং চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের ওপর চীনের নির্ভরশীলতা নেই।

ফলে বাংলাদেশ হয়ে নতুন একটি করিডর নির্মাণকে শুধু ভারতকে ঘিরে ফেলার কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করা বাস্তবতার পূর্ণ প্রতিফলন নয়। বরং এটি আঞ্চলিক বাণিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও কার্যকর করার একটি অর্থনৈতিক উদ্যোগ হিসেবেও দেখা যেতে পারে।একইভাবে মনে রাখতে হবে, ভারতও নিজস্ব আঞ্চলিক সংযোগ কৌশল বাস্তবায়নে সক্রিয়।

'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির আওতায় ভারত-মিয়ানমার-থাইল্যান্ড মহাসড়ক, কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট প্রকল্প এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক যোগাযোগ সম্প্রসারণ শুধু চীনের কৌশল নয়; ভারতও একই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। তাই এ ধরনের প্রকল্পকে কেবল ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য আড়ালে থেকে যায়।

(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিষ্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহঃ
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেষ্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন, ভৌগোলিক বাস্তবতা ও পরিবেশগত সংকট

ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশ মূলত একটি বন্যাপ্রবণ নিম্নভূমি, যা আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে নিচু। দেশের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা এবং পূর্ব দিকে মিয়ানমার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এ ভূখণ্ডকে দুই দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এ অববাহিকার উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রধান তিনটি নদী হলো-পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা। নদীগুলোর ক্যাচমেন্ট এরিয়া বা পানির উৎস অঞ্চল প্রায় ১৫ লাখ বর্গকিলোমিটার, যা থেকে সংগৃহীত বিপুল পানিপ্রবাহ মাত্র ১ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ বাংলাদেশের উপর দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে।এ ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণে বর্ষা মৌসুমে ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় বৃষ্টি হলে এ দেশের বেশিরভাগ এলাকা নিমজ্জিত হয়ে যায়। বড় ধরনের বন্যা হলে দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমি প্লাবিত হয়। এটি এ প্লাবনভূমির একটি চিরায়ত প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রতিবছরই এখানে কম-বেশি বন্যা হয় এবং ২০ থেকে ৫০ বছর পরপর ১৯৮৮, ১৯৯৮, ১৯৯৯ বা ২০০৪ সালের মতো বড় ধরনের বন্যা দেখা দেয়। এর বাইরে ২০২২ সালে সিলেটের বন্যার মতো কিছু আঞ্চলিক বন্যাও হয়ে থাকে। বন্যার মূল কারণ এ নিম্নাঞ্চল এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত। অতিবৃষ্টি সারা ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় হলে বড় বন্যা হয়, আর আংশিক বৃষ্টি হলে সৃষ্টি হয় আঞ্চলিক বন্যা। যেমন, সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামে একটি নিম্নচাপের কারণে গত ৪২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু এ অল্প সময়ে বিপুল বৃষ্টিপাতের পানি নিষ্কাশন করার ক্ষমতা আমাদের বর্তমান ড্রেনেজ সিস্টেমের নেই।

বাংলাদেশ যখন প্রাকৃতিকভাবে একটি নদীমাতৃক দেশ ছিল, তখন অসংখ্য নদী ও খাল মানবদেহের রক্তবাহী শিরার মতো প্রতিটি অঞ্চল থেকে পানি টেনে নিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে বহু নদী ও খাল ভরাট করে ফেলা হয়েছে। এ দেশের ভূপ্রকৃতি উত্তর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমেই ঢালু। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দিনাজপুর অঞ্চল যেখানে ৩৬ থেকে ৪০ মিটার উঁচু, সেখানে বঙ্গোপসাগর সম্পূর্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান্তরালে অবস্থিত। ফলে অতীতে পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টির পানি কোনো বাধা ছাড়াই এ ঢাল বেয়ে সাগরে চলে যেত। উন্নয়ন ও শস্যের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নদীগুলোর প্লাবনভূমিতে ডিকে প্রজেক্ট, মেঘনা-ধনাগোদা প্রজেক্ট এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বা এমবাংকমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর একটি মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব এখন স্পষ্ট। পলি জমে বা সিল্টেশন হয়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে গেছে এবং খালের উপর বাড়িঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে বন্যার পানি এখন আর প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, কেবল নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। আগে স্বাভাবিক বর্ষায় প্লাবনভূমিতে পানি উঠত এবং পলি জমে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এখন অনেক প্লাবনভূমিতে পানি ঢোকার সুযোগই নেই।

নদী ও খালের পানি ধারণ ও নিষ্কাশন ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে অল্প সময়ে বেশি বৃষ্টি হলেই বিভিন্ন এলাকায় বন্যা ও শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ঢাকা শহরের ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত চমৎকার। এর কেন্দ্রভাগ বেশ উঁচু এবং পুরোনো মাটিতে গঠিত হওয়ায় তা সাধারণত বন্যায় প্লাবিত হয় না। অন্যদিকে এর পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল তুলনামূলক নিচু। অতীতে ঢাকা শহর যখন ছোট ছিল, তখন ভারি বৃষ্টি হলে পানি প্রাকৃতিকভাবেই এ তিন দিকের নিচু জলাভূমিতে চলে যেত এবং সেখান থেকে বালু, শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদী হয়ে দ্রুত নিষ্কাশিত হতো। কিন্তু বর্তমানে এ নিচু জলাভূমি ও খাল ভরাট করে অপরিকল্পিত আবাসন ও উপশহর গড়ে তোলা হয়েছে। তার ওপর পলিথিন ও অপচনশীল বর্জ্য ফেলে শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় পানি জমে যায়, যাকে 'আরবান ফ্লাডিং' বা নগর বন্যা বলা হচ্ছে। এখন প্রাকৃতিকভাবে পানি সরার পথ না থাকায় কৃত্রিম পাম্প স্টেশনের মাধ্যমে পানি সেচে সরাতে হচ্ছে। এ পাম্পগুলো চালানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ পেট্রোলিয়াম বা জ্বালানি তেল পোড়াতে হচ্ছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

চট্টগ্রাম শহরের ভূপ্রকৃতি ও সংকট ঢাকার চেয়ে ভিন্ন। ঢাকা সমতল ভূমি হলেও চট্টগ্রাম মূলত পাহাড় ও উপত্যকার সমন্বয়ে গঠিত। পাহাড়ে বৃষ্টি হলে ঢলের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ মাটি ও পলি সরাসরি শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থায় এসে পড়ে। ফলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যেসব বক্স কালভার্ট বা ড্রেন তৈরি করা হয়েছে, তা এক বছরের মধ্যেই পলিতে সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে যায়। চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকার প্রজেক্টের মধ্যে ১০ হাজার কোটি টাকাই খরচ হয়ে গেছে; কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। এর বড় কারণ, এ মেগা প্রজেক্ট করার সময় চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটার মেকানিজমকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় শহরের পানি দীর্ঘ সময় নদীতে বা সাগরে নামতে পারে না, অনেক সময় ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত পানি অবরুদ্ধ থাকে।

জলাবদ্ধতার এ সমস্যা এখন শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামেও দেখা দিয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও অপরিকল্পিতভাবে খাল ভরাট করে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের নদী ও ভূমিরূপ প্রাকৃতিকভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়িভাবে অসংখ্য সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু উত্তরের পানি যে দক্ষিণের দিকে নেমে যাবে, তার জন্য এ আড়াআড়ি সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্রিজ, কালভার্ট বা ওপেনিং রাখা হয়নি। ফলে আড়াআড়ি সড়কগুলো বাঁধের মতো কাজ করছে এবং অল্প বৃষ্টিতেই পুরো গ্রামে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়ে দেশটা একটি অবরুদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মডেল নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে হবে এবং একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়িভাবে নির্মিত বড় বড় রাস্তাগুলোর ক্ষেত্রে জলবিজ্ঞানসম্মত মডেলিং করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ বৃষ্টিপাত হতে পারে, তা হিসাব করে সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত সেতু ও কালভার্ট রাখতে হবে, যাতে পানি দ্রুত নেমে যেতে পারে। আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে পরিবেশ ও ভূপ্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে (অ্যাডাপটেশন) বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকৃতির নিজস্ব মেকানিজম, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশকে রক্ষা করে যদি উন্নয়ন করা যায়, তবেই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। বর্তমান পরিবেশের এ নাজুক অবস্থাকে বিবেচনা না করে এবং সচেতনতা তৈরি না করে যদি সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত রাখে, তাহলে তা থেকে কোনো সুফল আসবে না।

ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান : অধ্যাপক, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও জলবায়ু সহনশীলতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রেমিট্যান্সের হিসাব আছে, প্রবাসীর কষ্টের হিসাব

সেলিম রেজা

বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি নাগরিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত, যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অভিবাসী উৎসদেশ হিসেবে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশে পরিণত করেছে (আইওএম, ২০২৫)। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২৫২৬ অর্থবছরে প্রবাসীরা বৈধ পথে দেশে ৩৫ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এবং আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রেমিট্যান্সগ্রাহী দেশ।

প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানি ব্যয়, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং লাখো পরিবারের জীবিকাড়সব ক্ষেত্রেই প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই তাঁদের বলা হয় 'রেমিট্যান্সযোদ্ধা'। রাষ্ট্র তাঁদের অবদানকে সম্মান জানায়, উন্নয়নের পরিসংখ্যানে তাঁদের পাঠানো অর্থের হিসাব তুলে ধরে।

কিন্তু সংখ্যার এই সাফল্যের আড়ালে যে মানুষটি আছেন, তাঁর গল্প কতটা বলা হয়? তপ্ত মরুভূমি, নির্মাণশ্রমের ধুলামাখা পরিবেশ কিংবা কারখানার দীর্ঘ শিফটে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত প্রতিটি ডলারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, মানসিক চাপ ও অসংখ্য ব্যক্তিগত ত্যাগ। আমরা রেমিট্যান্সের পরিমাণ গণনা করি, কিন্তু সেই রেমিট্যান্সের মানবিক মূল্য খুব কমই হিসাব করি। অথচ অভিবাসনের প্রকৃত গল্প শুধু অর্থনীতির নয়; এটি মানুষের জীবন, সম্পর্ক ও ত্যাগেরও গল্প।

রেমিট্যান্সের আড়ালে থাকা মানবিক মূল্য

আন্তর্জাতিক অভিবাসন গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো 'সোশ্যাল কস্ট অব মাইগ্রেশন', অর্থাৎ অভিবাসনের সামাজিক মূল্য। অভিবাসন শুধু আয় বাড়ায় না; এটি পরিবার, সামাজিক সম্পর্ক, লিঙ্গভূমিকা, সন্তান প্রতিপালন ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অভিবাসনগবেষক হাইন ডে হাস দেখিয়েছেন, অভিবাসনকে শুধু উন্নয়নের সাফল্য বা শুধু সংকট হিসেবে দেখা যায় না; এটি একই সঙ্গে সুযোগ ও ত্যাগের বাস্তবতা।

একইভাবে স্টিফেন ক্যাসলস মনে করেন, অভিবাসন কখনোই শুধু একজন মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া নয়; এটি পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককেও বদলে দেয়। বাংলাদেশে এই সামাজিক মূল্য নিয়ে আলোচনা এখনো সীমিত। আমরা রেমিট্যান্সের হিসাব রাখি, কিন্তু সেই অর্থের পেছনে থাকা মানুষের ক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক চাপের মূল্য খুব কমই বিবেচনা করি।

এই বাস্তবতার সবচেয়ে নির্মম দিকটি প্রতিফলিত হয় প্রবাসীদের মৃত্যুর পরিসংখ্যানে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে বিদেশ থেকে ৪ হাজার ৮১৩ জন বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে ফিরেছে, যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৩৮ হাজার অভিবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে এসেছে; তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ৪০ বছরের কম বয়সী কর্মক্ষম তরুণ। এই পরিসংখ্যান মনে করিয়ে দেয়, অভিবাসনের প্রকৃত মূল্য শুধু রেমিট্যান্সে নয়; মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পর্ক ও মর্যাদার মধ্যেও নিহিত।

রেমিট্যান্সের চমকপ্রদ সংখ্যার পেছনে লুকিয়ে আছে হাজারো নীরব কান্না, অজস্র অপূর্ণতা ও অসংখ্য ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের গল্প। সাম্প্রতিক একটি সামাজিক গবেষণার অংশ হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কিছু কষ্টের দিক সম্পর্কে জেনেছি, যা নিচে উপস্থাপন করছি।

দূরত্ব যখন সম্পর্ককে বদলে দেয়

প্রবাসজীবনের সবচেয়ে কঠিন বাস্তবতা হলো দীর্ঘ পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা। অনেক প্রবাসী শ্রমিক ৫, ৭, এমনকি ১০ বছর পর্যন্ত পরিবার থেকে দূরে থাকেন; অনেকের জন্য বছরে একবার ছুটিতেও দেশে ফেরা সম্ভব হয় না। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি ধীরে ধীরে পরিবারের আবেগীয় বন্ধনকে বদলে দেয়। সন্তান বড় হয় বাবার সান্নিধ্য ছাড়া, স্ত্রীকে একাই সংসারের অধিকাংশ দায়িত্ব বহন করতে হয়, আর বৃদ্ধ মাবাবার অসুস্থতার সময় ছেলের উপস্থিতি থাকে শুধু ফোনের ওপারে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো দেখা যায় ভিডিও কলে, কিন্তু অনুভব করা যায় না স্পর্শে।

অনেক পরিবার এই বাস্তবতাকে অসাধারণ দৃঢ়তায় সামলে নেয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা, যোগাযোগের ঘাটতি, মানসিক একাকিত্ব এবং সামাজিক চাপ সম্পর্ককে দুর্বল করে। দাম্পত্যে অবিশ্বাস তৈরি হয়, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ঘটে, কখনো নতুন সম্পর্কও গড়ে ওঠে।

এসব ঘটনাকে কেবল ব্যক্তিগত বা নৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখলে বাস্তবতা আড়াল হয়ে যায়। এগুলো প্রায়ই প্রবাসী কর্মীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি, মানসিক চাপ, দুর্বল যোগাযোগ এবং সামাজিক সহায়তার অভাবের সম্মিলিত ফল, যা কখনো কখনো তাঁর পরিবারকে ভঙ্গুর করে তোলে।

বাবা যখন শুধু অর্থের উৎস হয়ে ওঠেন : সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, সন্তানের সুস্থ বিকাশে অর্থের মতোই বাবার উপস্থিতিও অপরিহার্য। কিন্তু বহু প্রবাসী বাবার সন্তান বড় হয় বাবার সান্নিধ্য ছাড়াই। তাঁরা জানেন, বাবা অর্থ পাঠান; কিন্তু তাঁর সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্ক, স্মৃতি ও আবেগের বন্ধন গড়ে ওঠে না। ফলে অনেকের কাছে বাবা ধীরে ধীরে একজন অভিভাবকের চেয়ে অর্থের উৎসে পরিণত হন। সন্তান বাবার কষ্ট, ত্যাগ ও সংগ্রাম সম্পর্কে খুব কমই জানে। কোনো চাহিদা পূরণ না হলে সে ক্ষুব্ধ হয়, অথচ বুঝতে পারে না সেই অর্থ উপার্জনের জন্য বাবা প্রতিদিন দীর্ঘ সময় কঠোর পরিশ্রম করেন। নিয়মিত অর্থ পাঠানো সম্ভব হলেও সন্তানের স্কুলের প্রথম দিন, অসুস্থতার রাত,
কৈশোরের সংকট কিংবা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোয় বাবার পাশে থাকা সম্ভব হয় না। এ অনুপস্থিতি ধীরে ধীরে সম্পর্কের ভাষা বদলে দেয়ড়অনেক সন্তান বাবাকে ভালোবাসে, কিন্তু তাঁকে সত্যিকার অর্থে চেনে না। এই আবেগগত দূরত্বের প্রভাব পরিবারেও পড়ে। সন্তানের পড়াশোনা, নৈতিক শিক্ষা, বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক আচরণে বাবার সরাসরি ভূমিকা সীমিত হয়ে যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শাসন, দিকনির্দেশনা ও মূল্যবোধের চর্চা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এটি শুধু একটি পারিবারিক সমস্যা নয়; বরং এমন একটি সামাজিক বাস্তবতা, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক ও নৈতিক বিকাশেও পড়তে পারে।

অসীম প্রত্যাশার ভারে নুয়ে পড়া প্রবাসী : বাংলাদেশে এখনো অনেকের ধারণা, বিদেশ মানেই অঢেল অর্থ। তাই একজন প্রবাসী শ্রমিকের আয়কে ঘিরে পরিবারের প্রত্যাশার শেষ থাকে নাড়বাড়ি নির্মাণ, জমি কেনা, ব্যবসায় বিনিয়োগ, সন্তানের পড়াশোনা, আত্মীয়ের চিকিৎসা বা বিয়ের খরচড়সবকিছুর দায় যেন তাঁর একার। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।

অধিকাংশ প্রবাসী শ্রমিক সীমিত আয়ে কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যাপন করেন। অনেকেই ছোট কক্ষে গাদাগাদি করে থাকেন, প্রতিকূল আবহাওয়ায় দীর্ঘ সময় কাজ করেন এবং নিজের প্রয়োজন কমিয়ে পরিবারের জন্য বেশি অর্থ পাঠান। অনেক সময় নিজের চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাবার কিংবা পর্যাপ্ত বিশ্রামও তাঁদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। বিদেশে চাকরি হারানো, বেতন বিলম্বিত হওয়া বা অসুস্থ হয়ে পড়াও তাঁদের জীবনের বাস্তবতা।

সমস্যা শুরু হয় যখন ভালোবাসা ও দায়িত্বের জায়গায় প্রত্যাশা অধিকারবোধে পরিণত হয়। প্রবাসী মানুষটি অর্থ পাঠান পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই অর্থকে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

অদৃশ্য দূরত্বের সংসার
দাম্পত্যে শরীরের নৈকট্য নয়, আত্মার সহযাত্রাও

ড. আব্দুস সাত্তার

মানুষ পৃথিবীতে আসে একা, আবার একদিন একাই চলে যায় অনন্তের পথে। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানের দীর্ঘ যাত্রাপথে মানুষ খোঁজে আরেকটি হৃদয়ের উষ্ণতা, একটি নির্ভরতার আশ্রয়, এমন একজন মানুষড়্যার কাছে নিজের আনন্দ, বেদনা, দুর্বলতা, স্বপ্ন ও নীরবতা নিঃসংকোচে তুলে রাখা যায়। সেই মানবিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই সংসারের জন্ম। সংসার কেবল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি দুটি মানুষের দীর্ঘ সহযাত্রা। এটি শুধু একই ছাদের নিচে বসবাসের নাম নয়, বরং দুটি আলাদা সত্তার মধ্যে এক গভীর আত্মিক সেতুবন্ধন তৈরি করার সাধনা। যেখানে থাকে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, মমতা, বন্ধুত্ব, ক্ষমা এবং একে অপরের অস্তিত্বকে সম্মান করার মানসিকতা।

তবু জীবনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়গুলোর একটি হলোড় একই ছাদের নিচে থেকেও অনেক মানুষ একে অপরের কাছে পৌঁছাতে পারে না। একই বিছানায় ঘুমায়, একই টেবিলে বসে খাবার খায়, সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেড়তবুও তাদের হৃদয়ের মাঝখানে থেকে যায় এক অদৃশ্য দূরত্ব। বাইরের পৃথিবী দেখে একটি পূর্ণ সংসার; কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেখানে জমে থাকে এক ধরনের নীরব শূন্যতা। দুটি মানুষ পাশাপাশি হাঁটে, অথচ তাদের অনুভূতির পথ আলাদা হয়ে যায়। তারা কথা বলে, কিন্তু কথার গভীরে পৌঁছায় না। তারা একে অপরকে দেখে, কিন্তু একে অপরকে অনুভব করতে পারে না। এই অদৃশ্য দূরত্বই আধুনিক দাম্পত্যের অন্যতম বড় সংকট। দাম্পত্যের অর্থ কি শুধুই একই বিছানায় ঘুমানো? একই ঘরে থাকা? একই খাবার ভাগ করে নেওয়া? নাকি এর বাইরেও আছে এমন এক গভীর সত্য, যা দুটি মানুষকে সত্যিকার অর্থে জীবনসঙ্গীতে পরিণত করে? রবীন্দ্রনাথের একটি গভীর উপলব্ধি ছিল, ‘বন্ধন যদি থাকে, তবে সে হোক ভালোবাসার; শৃঙ্খলের নয়।’

দাম্পত্যের ক্ষেত্রেও এই সত্য অত্যন্ত প্রযোজ্য। কারণ সম্পর্ক কখনো শুধু অধিকার দিয়ে টিকে থাকে না; টিকে থাকে ভালোবাসার স্বাধীন বাতাসে। একজন মানুষকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র

সত্তা হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যেই সম্পর্কের সৌন্দর্য। বিবাহ দুটি মানুষকে সামাজিক পরিচয় দেয়, কিন্তু সত্যিকারের জীবনসঙ্গী হওয়ার পথ শুরু হয় তার পর থেকে। বিয়ের দিন মানুষ একে অপরকে পায়, কিন্তু সংসারের দীর্ঘ পথে চলতে চলতে মানুষ একে অপরকে অর্জন করে। এই অর্জন কোনো কাগজে লেখা থাকে না। এটি লেখা থাকে প্রতিদিনের আচরণে, ছোট ছোট যত্নে, নিঃশব্দ ত্যাগে, আন্তরিক ক্ষমায় এবং একে অপরের প্রতি অবিচল বিশ্বাসে। আজকের ব্যস্ত পৃথিবীতে মানুষ অনেক সময় সংসারকে একটি অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে। সকাল শুরু হয় দায়িত্ব দিয়ে, দিন শেষ হয় ক্লান্তি দিয়ে। একসময়ের উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে রুটিনে পরিণত হয়। ভালোবাসা থাকে, কিন্তু তার প্রকাশ কমে যায়। যত্ন থাকে, কিন্তু তার ভাষা হারিয়ে যায়।

একসময় ‘তুমি কেমন আছ?’ প্রশ্নটিও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কারণ ধরে নেওয়া হয়ড়সে তো পাশেই আছে, তার আবার খবর নেওয়ার কী আছে? কিন্তু মানুষের হৃদয় এত সহজ নয়। একজন মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অনেক সময় অর্থ, সম্পদ বা বাহ্যিক নিরাপত্তার চেয়েও গভীর কিছু। মানুষ চায় তাকে বোঝা হোক। তার কথা শোনা হোক। তার নীরবতার ভাষা কেউ একজন পড়ুক। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ আছে, যাদের পাশে মানুষ আছে, কিন্তু তাদের মনের কথা শোনার কেউ নেই। তারা সংসারে থাকে, কিন্তু আশ্রয়ে থাকে না। তারা সম্পর্কের মধ্যে থাকে, কিন্তু সংযোগের বাইরে থাকে। মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক এরিক ফ্রম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ঞযব অৎঃ ড়ভ খড়ারহম-এ লিখেছিলেনড়

‘ভালোবাসা কোনো অনুভূতি মাত্র নয়; এটি একটি শিল্প, যা অনুশীলন, দায়িত্ব, শ্রদ্ধা এবং গভীর মনোযোগ দাবি করে।’ ভালোবাসা সত্যিই একটি শিল্প। কারণ ভালোবাসা শুধু আবেগের মুহূর্তে প্রকাশিত হয় না; এটি প্রতিদিনের আচরণে প্রকাশ পায়। একজন মানুষের ক্লান্তি বুঝতে পারা, তার দুর্বলতাকে গ্রহণ করা, তার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, এসবই ভালোবাসার পরিণত রূপ। অনেকেই মনে করেন, শারীরিক ঘনিষ্ঠতাই সম্পর্কের গভীরতার প্রধান প্রমাণ। অথচ শরীরের নৈকট্য ভালোবাসার একটি ভাষা মাত্র; ভালোবাসার সম্পূর্ণ অভিধান নয়। একটি আলিঙ্গন কখনো শুধু শরীরের কাছে আসা নয়; কখনো তা নিরাপত্তার অনুভূতি। একটি হাত ধরা কখনো শুধু স্পর্শ নয়; কখনো তা আশ্বাস–‘আমি তোমার পাশে আছি।’ ভালোবাসার স্পর্শ আর কামনার স্পর্শ এক নয়। কামনা শরীরকে স্পর্শ করে, কিন্তু ভালোবাসা মানুষের সমগ্র অস্তিত্বকে স্পর্শ করে। কামনা মুহূর্তের তৃষ্ণা মেটাতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার স্পর্শ দীর্ঘদিনের ক্লান্তি দূর করতে পারে। অনেক দম্পতি বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকেন, কিন্তু তারা একে অপরকে নতুন করে আবিষ্কার করা বন্ধ করে দেন। একসময় সম্পর্ক অভ্যাসে পরিণত হয়। আর অভ্যাস যখন যত্ন হারায়, তখন তা আর ভালোবাসার বিকল্প হতে পারে না। যে সম্পর্কে প্রশ্ন নেই, কৌতূহল নেই, নতুন করে জানার আগ্রহ নেই, সেই সম্পর্ক ধীরে ধীরে শুধু দায়িত্বের কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়। আমরা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের খবর রাখি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দূরের মানুষের জীবন দেখি। কিন্তু যে মানুষটি প্রতিদিন আমাদের পাশে থাকে, তার চোখের ক্লান্তি অনেক সময় পড়তে পারি না। আমরা যোগাযোগের যুগে বাস করছি, কিন্তু সংযোগের সংকটে ভুগছি। হাজার মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

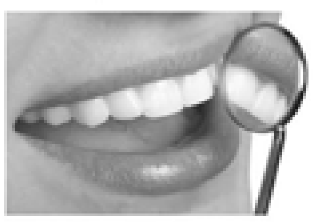

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

দীনকে আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করুন

জাফর আহমাদ

দীন মানে জীবন ব্যবস্থা। মানুষের দৈনন্দিন জীবন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। সেই ভোর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে শুরু করে প্রথম রাত অবদি ঘুম যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়। অসংখ্য পেশা ও কাজের সাথে মানুষ জড়িত। এর মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কিছু আছে পারস্পরিক লেনদেনের সাথে জড়িত।এর মধ্যে কিছু বিষয় আছে পারস্পরিক আদান প্রদান হয় এবং কিছু বিষয় আছে পরিশ্রম ও কথার ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত। এভাবে মানুষের জীবন চক্র পরিচালিত হয়। মানুষের সামগ্রীক কাজ ও কথাকে দীন বলা হয়। এই জীবনের দু'টো ধারা রয়েছে। এক, বৈধ, হালাল ও নৈতিকতা সম্পন্ন। দুই, অবৈধ, হারাম ও নীতি বহির্ভূত। নীতি বহির্ভূত কাজ ও কথা বিভিন্ন মানুষের তৈরী জীবন ব্যবস্থার আলোকে পরিচালিত হয়। এখানে নীতি ও নৈতিকতা নাই, একটি বল্গাহীন জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে বলে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই নিজের জীবনকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে গড়ে তুলতে হবে। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অন্য কোন ম তবা পথের অনুসরণ গ্রহণযোগ্য নয়। সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দীন।"(সুরা বাইয়্যেনা:৫) এটি ঐ দিন যা মুহাম্মদ সা: পেশ করেছেন। আহলি কিতাবদর কাছে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং তাদের কাছে যেসব নবী এসেছিলেন তারাও তাদেরকে সেই একই দীনের তালীম দিয়েছিলেন। যদিও তারা বাতিল-আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে বিকৃতি সাধন করেছিল এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ-কর্মের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও আল্লাহ তার কোনটিরও হুকুম দেননি। সব সময় সত্য ও সঠিক দীন একটিই ছিল। আর সেটি হচ্ছে; একমাত্র আল্লাহর গোলামী করতে হবে। তাঁর গোলামীর সাথে আর কারো গোলামীর মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে একমাত্র আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর ফরমানের অনুগত হতে হবে। সালাত কায়েম করতে হবে। যাকাত দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলে দাও আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম হচ্ছে, প্রত্যেক ইবাদাত নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখো এবং নিজের দীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে নিয়ে তাঁকেই ডাকো। যেভাবে তিনি এখন সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আবার সৃষ্টি করা হবেও।"(সুরা আরাফ:২৯)

কাজেই কারো বানানো অর্থহীন রীতি-আনুষ্ঠানিকতার সাথে আল্লাহর দীনর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি যে দীনের শিক্ষা দিয়েছেন তার মূলনীতি হচ্ছে:

এক, মানুষের নিজের জীবনকে সত্য,সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দুই, ইবাদাতের ক্ষেত্রে সঠিক লক্ষ্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে অর্থাৎ তার ইবাদাতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন দিকে ফিরে তার অনুগত্য, দাসত্ব, হীনতা ও দীনতার সামান্যতম প্রকাশও ঘটতে পারবে না। তিন, পথনির্দেশনা, সাহায্য, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্যে একমাত্র আল্লাহরই কাছে দু'আ চাইতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এসব বিষয়ের জন্যে দু'আ প্রার্থীকে পূর্বাহ্নেই নিজের দীন তথা সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা কুফরী, শিরক, গোনাহ ও অন্যের গোলামীর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। কিন্তু সাহায্য চাওয়া হবে আল্লাহর কাছে এ বলে, হে আল্লাহ! তোমার বিদ্রোহে আমাকে সাহায্য করো, এমনটি যেন না হয়। চার, এ মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এ দনিয়ায় সে যেভাবে জন্ম নিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি জগতেও তার জনম হবে এবং সেখানে আল্লাহর কাছে তার সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে নবী! বলে দাও, হে লোকেরা! যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের গোলামী করো আমি তাদের গোলামী করি না বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর গোলামী করি যার করতলে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।"(সুরা ইউনুস:১০৪) ইয়াতাওয়াফ্ফকুম শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, যার করতলে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু। অর্থাৎ তোমাদের প্রাণ যে সত্তার করতলগত, যিনি তোমাদের ওপর এমনই পূর্ণাঙ্গ শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী যে, যতক্ষণ তিনি ইচ্ছা করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জীবনী শক্তি লাভ করতে পারো এবং তার ইশারা হবার সাথে সাথেই তোমাদের নিজেদের প্রাণ সেই প্রাণ স্রষ্টার হাতে সোপর্দ করে দিতে হয়, আমি কেবলমাত্র সেই সত্তারই উপাসনা, বন্দেগী ও দাসত্ব এবং আনুগত্য করার ও হুকুম মেনে চলার কথা বলি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমাকে মু'মিনদের অন্তরভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিসঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। এবং কখনো মুশরিকদেও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"(সুরা ইউনুস:১০৫) এই দাবী যে আগের দাবী থেকে আরো জোরালো তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য।বক্তব্য এভাবে বললে বর্ণনাভঙ্গী ঢিলেঢালা হতো যে, তুমি এ দীন অবলম্বন করো অথবা এ দীনের পথে চলো। কিংবা এ দীনের অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাও। কিন্তু মহান আল্লাহ এ দীনকে অবিচল ও তেজোদীপ্ত অনুগত্যের শব্দাবলীর মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আকিম ওয়াজহাকা শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, তোমার চেহেরাকে স্থিও কওে দাও। এর অর্থ তুমি একই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। নড়াচড়া করো না এবং এদিক ওদিক ফিরো না। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যেয়ো না। একেবারে নাক বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলো, যে পথ তোমাকে দেখানো হয়েছে। এটি বড়ই শক্ত বাঁধন ছিল। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। এর ওপর আরো একটু বাড়তি বাঁধন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হানিফা' অর্থাৎ সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র একদিকে মুখ করে থাকো।

কাজেই দাবী হচ্ছে, এ দীন বা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপাসনা, আরাধনা, ইবাদাত-বন্দেগী, দাসত্ব,আনুগত্য করতে ও হুকুম মেনে চলতে হবে। এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম সম্পর্কও ঝুঁকে পড়াও যাবে না। যেসব পথ তুমি ইতিপূর্বে পরিত্যাগ করে এসেছো এ পথে এসে সেই ভুল পথগুলোর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখবে না *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের অবদান

মুফতি ওমর বিন নাসির

ইদানীং যখন ইসলামকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলমানদের চিত্র বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়, আর মুসলিম দেশগুলোকে স্থবির, পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে অবমূল্যায়নের চেষ্টা চলে, তখন আমাদের নৈতিক ও বৌদ্ধিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় এসব অপপ্রচারের সামনে সত্যকে তুলে ধরা।

শুধু আবেগে নয়, তথ্য, ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন যে, ইসলামী সভ্যতা শুধু একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি নয়, এটি ছিল এক পূর্ণাঙ্গ মানবিক সংস্কৃতি, যা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, শিল্প, সাহিত্য, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসামান্য অবদান রেখেছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে শুরু করে আন্দালুস, বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা ও সমরকন্দ পর্যন্ত ইতিহাসের যে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হয়েছে, তা আজও সমগ্র মানবজাতির জন্য এক গর্বের স্মারক। গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দার্শনিক চিন্তাচর্চা, ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহু শাখায় মুসলিম মনীষীদের অবদান অনস্বীকার্য।মুসলিম জাতি শুধুই একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়, বরং এমন এক মহান উম্মাহ, যাদের কথা আল্লাহ তাআলা কোরআনে ঘোষণা করে বলেন : 'তোমরা উত্তম জাতি, যাদের মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)সুতরাং যদি এই গৌরবময় ইতিহাসকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হতো তাহলে আজকের জটিল বিশ্ববাস্তবতায়ও ইসলামী চিন্তাধারা ও সভ্যতা যে কতটা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়, তা সহজেই প্রতীয়মান হতো। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান 'পড়ো' শব্দটি দিয়েই কোরআনের প্রথম ওহি শুরু হয়েছে, যা প্রমাণ করে, ইসলামে জ্ঞান অর্জন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই আদর্শ ধারণ করেই মুসলিমরা ইতিহাসের পাতায় শিক্ষাক্ষেত্রে অমোচনীয় অবদান রেখেছেন।

মুসলিম পণ্ডিতরা শুধু ধর্মীয় শিক্ষায় নয়, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ নানা ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চার নতুন দ্বার উন্মোচন করেন। গবেষণা ও আবিষ্কারের লক্ষ্যে তাঁরা দীর্ঘ ভ্রমণ করতেন এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণগুলো পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থে আবার নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করতেন। বিশেষভাবে মুসলমানরা যে বিষয়টিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন তা হলো পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির সূচনা। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে যে গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তার প্রাথমিক কাঠামোটি মুসলিম বিজ্ঞানীরাই তৈরি করেছিলেন।

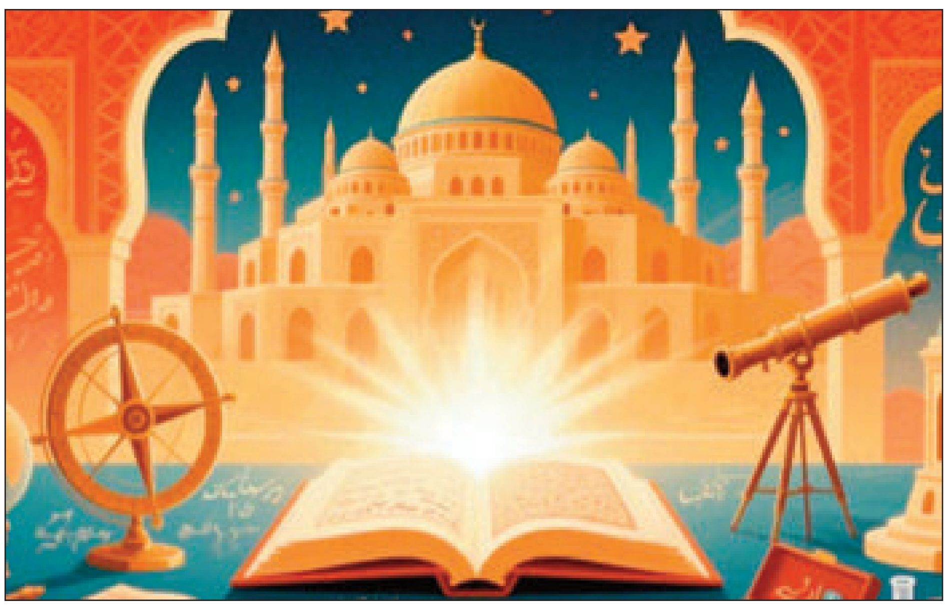

এই পদ্ধতিতে রয়েছে পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্ন উত্থাপন, সুনির্দিষ্ট পরিমাপ, তত্ত্বের অনুমান, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ, ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ধাপে ধাপে গবেষণার এই রীতি পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের হাতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান হিসেবে রূপ লাভ করে। এখানে তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলোড়

চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান

ইসলামের শিক্ষায় যেমন আত্মার পবিত্রতার গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি দেহের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ এমন কোনো রোগ পাঠাননি, যার প্রতিকারও তিনি নাজিল করেননি।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৬৭৮) এই হাদিস মুসলমানদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মুসলিম চিকিৎসাবিদরা রোগের প্রতিকার অনুসন্ধানকে ইবাদতের অংশ মনে করে চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা ও গবেষণায় ব্রত হয়েছিলেন। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কোয়ারেন্টিন বা আলাদা করে রাখার পদ্ধতি প্রথম কার্যকরভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি বলেন, 'যদি কোথাও প্লেগ মহামারি দেখা দেয়, সেখানে প্রবেশ কোরো না। আর যদি তোমরা সেই স্থানে অবস্থান করো, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ো না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৭২৮)

বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলোর একটি হলো হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা। ইসলামের প্রথম যুগে চিকিৎসাসেবা ছিল নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ঘরানার হাতে সীমাবদ্ধ; কিন্তু মুসলমানরা তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। ইতিহাসে প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক, যিনি প্রথমে কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মুসলমানরা অসংখ্য হাসপাতাল গড়ে তোলেন, যেগুলোকে 'বিমারিস্তান' (অর্থাৎ অসুস্থদের জন্য ঘর) বলা হতো। এই বিমারিস্তানগুলোতে চিকিৎসা ছিল বিনামূল্যে, ছিল ওষুধ সরবরাহেরও ব্যবস্থা, এমনকি মানসিক রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড এবং নারী চিকিৎসার জন্য নারী ডাক্তারও নিয়োগ করা হতো। এসব ব্যবস্থা ছিল একেবারে আধুনিক হাসপাতালের পূর্ণরূপ, যা বিশ্বের অন্য কোনো সভ্যতায় তখন কল্পনাও করা হয়নি।

বিশ্ববরেণ্য মুসলিম চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু বকর আল-রাজি (রহ.)। তিনি ছিলেন একাধারে একজন চিকিৎসক, দার্শনিক ও গবেষক। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আল-হাওয়ি'। তিনি প্রায় ৩০টি চিকিৎসা সম্পর্কিত তত্ত্ব-তথ্য বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। আরেক কিংবদন্তি চিকিৎসক হলেন ইবনে সিনা, যাঁকে 'চিকিৎসাবিদ্যার রাজপুত্র' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর অমর গ্রন্থ 'আল-কানুন ফি তিব্ব' সাত শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার চিকিৎসাবিদ্যায় পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে চিকিৎসার মৌলিক নীতি, রোগের শ্রেণিবিন্যাস এবং চিকিৎসাপদ্ধতি সুচারুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের স্বর্ণযুগে আরো বহু জ্ঞানী চিকিৎসক ও গবেষক মানবতার কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম আবু কাসিম জাহরাবি ইতিহাসের প্রথম আধুনিক সার্জন হিসেবে খ্যাত। তিনি অস্ত্রোপচার পদ্ধতির ওপর বিশাল রচনা 'আত-তাসরিফ' গ্রন্থে উপস্থাপন করেন। ইবনু নাফিস, যিনি প্রথম মানুষ হিসেবে হৃদযন্ত্র ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া (পালমোনারি সার্কুলেশন) ব্যাখ্যা করেন। আল-বিরুনিড়একজন বহুমুখী জ্ঞানী, যিনি চিকিৎসার পাশাপাশি ফার্মাকোলজিতে (ঔষধবিজ্ঞান) বিশেষ অবদান রাখেন।

(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

ছায়ামূর্তি

শিকদার বাসির

আষাঢ়ের সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আকাশজুড়ে মেঘের দল যেন অস্থির, ঠিক যেন কেউ তাদের পিছু ধাওয়া করছে। দূরে কোথাও গরজে উঠল যেন বজ্রড়গুড়ুগুড়ু,গুড়ুগুড়ুড়এক অদ্ভুত ছন্দে।
রাসেল জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে তার বুকের ভেতর জমে থাকা অদ্ভুত অস্বস্তিটা আরও ঘনীভূত হচ্ছিল।গত তিন দিন ধরে সে একই শব্দ শুনছেড়গুড়ুগুড়ু।
কিন্তু আজকের শব্দটা আলাদা। আজ যেন শব্দের ভেতর কেউ আছে। রাসেল জানালার কাচে হাত রাখতেই কাচটা হালকা কেঁপে উঠল। বৃষ্টির ফোঁটার ভেতর দিয়ে সে দেখলড় সামনের খালি মাঠে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি।
মাথা নেই।
হাত নেই।
শুধু কুয়াশার মতো দেহ, আর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সেই গুড়ুগুড়ু শব্দ।রাসেল চোখ মুছে আবার তাকাল।
ছায়াটা এবার আরও কাছে।
আরও স্পষ্ট।
আরও ভয়ংকর।হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল।
মাঠ নিস্তব্ধ।
বৃষ্টি থেমে গেছে।
মেঘ থমকে আছে।রাসেল বুঝল, নিঃশব্দতা কখনো কখনো শব্দের চেয়েও বেশি ভয়ানক।ঠিক তখনই তার পেছনে কেউ ফিসফিস করে বললড়
“তুই শুনতে পাচ্ছিস, তাই না?”রাসেল ঘুরে দাঁড়াল।
কেউ নেই।
কিন্তু ঘরের ভেতর হালকা কুয়াশা জমতে শুরু করেছে।কুয়াশার ভেতর থেকে ভেসে এল আরেকটা গুড়ুগুড়ু।
এবার শব্দটা যেন তার বুকের ভেতরেই বাজছে।রাসেল দৌড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।
মাঠের দিকে তাকাতেই তার বুক কেঁপে উঠল,
ছায়ামূর্তিটা এবার আকাশে ভাসছে।
আর তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বজ্রের মতো গর্জন। হঠাৎ আকাশ ফেটে গেল এক ঝলক আলোয়।
রাসেল দেখল ছায়ামূর্তির বুকের ভেতর আসলে একটা দরজা।
দরজার ওপারে ঘূর্ণায়মান অন্ধকার।
আর সেই অন্ধকারের ভেতর অসংখ্য মুখ, কেউ চিৎকার করছে, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে।রাসেল বুঝল, এটা কোনো ভূত নয়।
এটা কোনো মানুষও নয়।
এটা আষাঢ়ের আকাশে জন্ম নেওয়া এক গল্প-সংগ্রাহক।
যে মানুষের বুকের ভেতর জমে থাকা অদ্ভুত গল্পগুলো টেনে নেয়।ছায়ামূর্তিটা হাত বাড়াল–
অথবা যা হাতের মতো দেখাচ্ছিল।রাসেল অনুভব করলড়তার মাথার ভেতর জমে থাকা সব অদ্ভুত স্মৃতি, ভয়, স্বপ্ন, অস্বস্তি–সবকিছু যেন টেনে নেওয়া হচ্ছে।
সে চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না।শেষবারের মতো সে দেখল–
ছায়ামূর্তির বুকের দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
আর তার নিজের গল্পড়তার নিজের ভয়ড়সেই অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে।আকাশ আবার গর্জে উঠলড়
গুড়ুগুড়ু, গুড়ুগুড়ু।এবার শব্দটা ঠিক রাসেল এর নিজের মতো শোনাল।

কবিতা

প্রিয় বিদ্যালয়

মাসুদ রানা

আমার গাঁয়ের বাড়ির পাশে বিদ্যালয়ে আছে,
সকাল হলে ছেলে মেয়ে পড়ার জন্য আসে।
ছোট্ট ছোট্ট ফুলের মতো কত শিশু আসে,
তারাই একদিন বড় হয়ে সুনাম খ্যার্তি ভাসে।
সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হয়েছে বড় ডাক্তার,
শিক্ষার আলো দেয়ার জন্য হয়েছে বড় টিচার।
কেউ হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কেউ বা ব্যারিস্টার দেশের,
চারিদিকে সুনাম আছে আমাদের বিদ্যালয়।
কত ছেলে মেয়ে আসে রয়ছে স্মৃতিমাখা ,
বিদায়বেলা বিদ্যালয়ের সবার ছবি আঁকা।
বিদ্যালয়ের প্রিয় শিক্ষক আলাউদ্দিন স্যার,
ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়েছে জ্ঞানের আলো তার।
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগুলো ছিলো অনেক ভালো,
সবার প্রতি নজর ছিল সুশিক্ষায় দিল আলো।
বাবার মত শাসন করতো বাসতো ভীষন ভালো,
সমাজের ওই উন্নয়ন করে দূর করবে কালো।
শৈশবের ওই বিদ্যালয়টা ভীষণ মনে পড়ে,
সবাই মিলে স্কুলে যেতাম বুকে বইয়ে ধরে।
বর্ষা হলে তলিয়ে যেত বিদ্যালয়ের ওই মাঠ,
কলা গাছের ভেঁপা দিয়ে পারাপার রাস্তা ঘাট।

বহুরূপ ঝড়

মুস্তফা হাবীব

কালবৈশাখী ঝড়ে গাছপালা ভাঙে
মাঠের ফসল তছনছ করে
জলের উত্তাল ঢেউয়ে ডুবে যায় পালতোলা নৌকা
উড়ায় গরীবের খরকুটোর ঘরের ছাউনি।
আবার নতুন গাছের আবাদ হয়
মাঠ ভরে যায় সোনালি শস্যে
দুঃখ ভুলে মাঝি নতুন স্বপ্নে গড়ে পানসি নৌকা
ছন ও হোগলপাতায় নতুন ঘর বাঁধে প্রান্তিকজন।
যেসব বেগানা ঝড়ে মানুষের মন ভাঙে
হৃদয় পুড়ে ছাড়খার হয়, স্বপ্ন ও আশালতার মৃত্যু ঘটে
অথবা ভাঙে পাঁজরের হাড়
সেইসব ঝড়ের রূপকাণ্ড সবাই দেখতে পায়না
একমাত্র ভুক্তভোগীই ভোগে নরক যন্ত্রণা।
এখন আমি এমন ঝড়ের মুখোমুখি
একমাত্র স্রষ্টাই জানে সেই ঝড়ের গোপন কাসুন্দি!

ডান-বাম

কাজী হারুণ

ডান-বাম সবকিছু বুঝি,
তারপরও ঘুরে ফিরে শান্তিটা খুঁজি।
কার কথায় কী গুটি,
কে খায় পানি দিয়ে আদা-জল-রুটি।
সব বুঝি, তাও খুঁজি;
শান্তির দেবদূত -চিন্তাতে চোখ বুজি।
কোথা পাই সেই জন,
যেই জন কথা রাখে, নহে মহাজন।
জানি, সব বৃথাই রোদন;
দাঁতালের চাতালে নাই মমতার সৃজন।
কখনোই হবে না বোধন,
তবুও হরষে মাতি -হয় যদি প্রিয়জন।
ব্যথা যার, তার মাথা;
কোথাকায় দিতে হবে মলমের ছাতা,
যে জানে সেই প্রিয়জন;
নীরব সাক্ষী হয়েই বলে সত্য কথন।
কোথায় সত্য প্রদীপ,
ঝড়েও নিভে না যাঁর ক্ষীণকায় দীপ।
খুঁজি সেই আলোকজন,
বিশাল বিবেক যাঁর, নয় সে কৃপণ।
তবু আশাহীন প্রাণে,
মানুষই খুঁজি মানুষের কল্যাণী গানে।
যেদিন মিলবে সে জন,
শান্তির আনন্দে গাইবো হৃদয়ের গান।

নদীর কাছে বর্ষা

মামুন সরকার

বর্ষা এলে নদী জেগে ওঠে
স্রোত ফিরে পায় আপন গান
দুই কূল ছুঁয়ে বয়ে চলে জল
আকাশ নামে তার বুকে।
ঢেউয়ের ভাঁজে রোদের স্মৃতি
বৃষ্টির ছোঁয়ায় নতুন উচ্ছ্বাস
নৌকার দাঁড়ে বাজে ছন্দ
তীর জুড়ে জেগে ওঠে জীবন।
নদী জানে পথ থেমে থাকে না
বাঁক বদলায়, গন্তব্য নয়
বর্ষাও জানে, ঝরে পড়াই ধর্ম
দিতে জানলেই পূর্ণতা আসে।
তাই নদীর কাছে শিখি আমি
চলার নামই জীবনের সুর
বর্ষা আসে, বর্ষা চলে যায়
ভালোবাসা রয়ে যায় স্রোতের মতো।

বিপথের পাসপোর্ট

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

ক্যাম্পাসে দাঁড়ালে এখন আর সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে না,কেবল ধ্বংস দেখি।
জ্ঞানের প্রাসাদ এখন গোশালাখানা।
স্বপ্নে গড়া প্রাসাদে আজ প্রতিধ্বনিত হয় কুৎসিত চিৎকার।
অশ্লীল ভাষার বুলেটে কানে তালা লাগে।
বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যায়।
স্যার ছাত্রের দূরত্ব ঘুচতে ঘুচতে এখন এক অচেনা সীমায়
এসে পৌঁছেছে ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।
বইয়ের পাতার অক্ষর মুছে গেছে ছোপ ছোপ রক্তের দাগে।
মানুষ হওয়ার পাঠ নিতে এসে জন্ম নিচ্ছে বুনো আচরণ!
মানবিক মূল্যবোধ নিভৃতে ক্ষয়ে যায়।
এই লজ্জায় আজ বহন করতেও সংকোচ জাগে।
কাগজের ডিগ্রি গুলো এখন বিপথের পাসপোর্ট।
চোখের সামনে একটি প্রজন্মের অপমৃত্যু দেখি।
বাতাসে জমে থাকে হাহাকার, চারপাশ শ্মশানের চেয়েও নীরব।
সেই নীরবতার বুকে অব্যক্ত বেদনার ঢেউ।
অন্ধকারে হাতড়ে মরি।
নিঃশ্বাস নিতেই এখন কষ্ট লাগে।
তবে কি,আমাদের শিক্ষাই আজ পরাজিত?

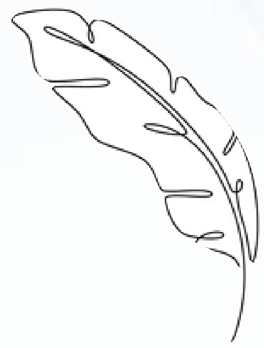

নিরুদ্দেশ মাঝি

আশা মনি

মন মাঝিরে ডাকিস কেনো
পাড়ে ভিড়ে তরী,
চুপি চুপি উজান পানে
ডাকিস ‘স্বপন পরী’।
ডাক শুনিলে মন মন্দিরে
উঠে প্রলয় ঝড়,
শ্রাবণ ঢেউয়ে প্রেম কলসে
ভরাই প্রেমাদর।
তুই তো ডাকিস সুরে সুরে
গানের কিনারায়,
আমি ফিরে ডাকি লাজে
চোখের ইশারায়।
দেখলে যে তোর বদন খানি
কমে জ্বালাতন,
প্রেম নদীর ও পাড়ে বসে
হয় যে আলাপন।
ঘুম ঘোরে এই স্বপন দেখে
উঠলো জেগে পরী,
উজান,ভাঁটি খুঁজে মরে
পায়না মাঝির তরী।

ভোগান্তি

মজনু মিয়া

বর্ষাকালের চরম দশা ভোগান্তি খুব বাড়ায়
চারিদিকে দুঃখ দুর্দশা জল ঢুকেছে আড়ায়।
বাড়ি ঘর তলিয়ে গেছে অনাহারে মানুষ জন
বৃষ্টি জল বাড়তেই থাকে ভারাক্রান্ত দেহ মন।
আষাঢ় শ্রাবণ এমনই হয় সাবধানতা থাকা চাই
সরকারেরও এ বিষয়ে নজর রাখতে হবে তাই।
ক্ষয়ক্ষতি হয় মানুষ জন দুর্যোগ প্রবণ এলাকায়
দেশ ও দশের সহায়তা জরুরি থাকা তায়।
বাঁচবে মানুষ বাঁচবে দেশ এগিয়ে যাই সবিশেষ
মানুষ মানুষের জন্য দুহাত বাড়িয়ে হই ধন্য।

মেঘের রোদনে স্মৃতিরা ভিজে

জহিরুল হক বিদ্যুৎ

শ্রাবণ মেঘের ঘ্রাণে বিষাদের ছায়া
মাঠের তটিনী কাঁদে অঝোর ধারায়,
মদির গহিন অঙ্গে জমে গেছে মায়া
ভিজে যায় কত কথা মেঘের ছায়ায়।
আকাশের ওই বুকে জ্বলে দীপ্ত রেখা
সজল বাতাসে বাজে বিরহের সুর,
স্মৃতিগুলো ফিরে ফিরে বারবার দেখা
অজানা পথের সীমা রয়ে যায় দূর।
বকুল ঝরেছে ওই ভিজে আঙিনায়
স্মরণে মগ্ন সুধায় বাজে সুরে বাঁশি,
বেদনা মিশেছে মেঘে কিসের মায়ায়
স্মৃতিরা হারায় দূরে কেড়ে নিয়ে হাসি।
মেঘের রোদন যেন আঁখি ভরা জল
স্মৃতিরা ডুবিছে সেথা প্রেমের অতল।

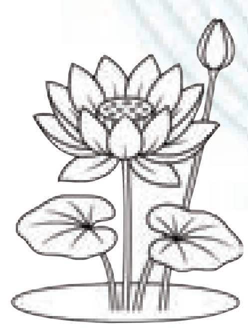

গরমে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা, সতর্কতা জারি

বাংলাদেশ ডেস্ক : কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবারও আঘাত হেনেছে তীব্র তাপপ্রবাহ। রেকর্ড ছোঁয়া তাপমাত্রা, উচ্চ আর্দ্রতা এবং বায়ুর মানের অবনতিতে দুর্ভোগে পড়েছেন কোটি কোটি মানুষ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কানাডার একাধিক প্রদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে তাপপ্রবাহ-সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কানাডার অন্টারিও, কুইবেকের একটি অংশ, ম্যানিটোবা ও নর্থওয়েস্ট টেরিটরিজসহ কয়েকটি প্রদেশে চরম তাপমাত্রার সতর্কতা বহাল রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উচ্চচাপ বলয়ের প্রভাবে তাপপ্রবাহটি পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বুধবার পর্যন্ত কানাডার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মিডওয়েস্ট ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র গরম অব্যাহত থাকতে পারে। কানাডার বৃহত্তম শহর টরন্টোতে মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। রেকর্ড না হলেও তীব্র গরমে জনজীবন ব্যাহত হয়। গরমে রেললাইনের অবস্থা খারাপ হওয়ায় উপশহরগামী ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হয়। একই সঙ্গে এনভায়রনমেন্ট কানাডা সতর্ক করে জানিয়েছে, গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে বায়ুর মান আরও খারাপ হতে পারে।

এদিকে মধ্য ও পূর্ব কানাডায় কয়েক দিনের মধ্যে একটি শীতল বায়ুপ্রবাহ প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও বজ্রঝড়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একই ধরনের আবহাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের কিছু এলাকাকেও প্রভাবিত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলোসহ বিভিন্ন শহরেও বুধবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা বহাল রয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, শিকাগোতে তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, নিউইয়র্কে প্রায় ৩৮ ডিগ্রি এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে। উচ্চ আর্দ্রতার কারণে অনুভূত তাপমাত্রা আরও বেশি হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন আবহাওয়াবিদরা। চলতি সপ্তাহের শুরুতে মন্টানার বিলিংস শহরে তাপমাত্রা ১১১ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছে আগের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভেঙে দেয়। একইভাবে ইউটাহর সল্ট লেক সিটিতেও ১০৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা শহরটির আগের সর্বোচ্চ রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশটির পূর্ব উপকূল ও মিডওয়েস্ট অঞ্চলে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ দেখা দেয়। তখন প্রায় ১৬ কোটি ৫০ লাখ মানুষ চরম গরমে আক্রান্ত হন এবং অন্তত ৪৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। প্রচণ্ড গরমের কারণে ওয়াশিংটন ডিসির স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডসহ বেশ কয়েকটি আয়োজনও বাতিল করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহ আগের তুলনায় আরও ঘন ঘন, তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ইতোমধ্যে প্রায় ১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো না গেলে ভবিষ্যতে এমন চরম আবহাওয়া আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন তারা। সূত্র : বিবিসি

PCA & HHA
FREE
TRAINING
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফ্রি
Bestcare
Home care, your care
প্রশিক্ষন এর
বিস্তারিত জানতে কল করুন..
516-666-5802, 516-731-3770
১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি
Queens
70-50 Austin Street, Suite 130 Forest Hills, NY 11375
Nassau
50 Clinton Street, Suite 201 Hempstead, NY 11550
Bronx
4119 White Plains Road Bronx, NY 10466
Corporate
Brooklyn
1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210
Highbridge
1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452
Manhattan
Staten Island
60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301
Westchester
35 East Grassy Sprain Road, Yonkers, NY 10710
Suffolk
97 West Main Street Bay Shore, NY 11706
Eastern Suffolk
630 Middle Country Road Selden, NY 11784
নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

LAW OFFICES
WWW.MOINLAW.COM
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• লেড পয়জনিং
ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50% OFF FOR
GRAND Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

ভালো ঘুম সুস্থ মন

ডা. নাফিসা আবেদীন : ভালো ঘুম আর মানসিক স্বাস্থ্য একে অপরের পরিপূরক। ঘুমের অভাবে ইমোশনাল ফাংশনিং ব্যাহত হয়। আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মস্তিষ্কের দুটো অংশ থাকে। ঘুমের অভাবে মস্তিষ্কের এই দুই অংশ অনেকটাই ছোট হয়ে যায়, ফলে কর্মক্ষমতাও ব্যাহত হয়। এতে আবেগ নিয়ন্ত্রণের পুরো পদ্ধতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘুমের ব্যাঘাতকে অনেক মানসিক রোগের ক্ষেত্রে একটি কারণ বা উপসর্গ হিসেবে ধরা হয়। ডিপ্রেশন ছাড়া অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রেও ঘুমের অভাব দেখা যায়। যারা ক্রনিক ইনসমনিয়ায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে 'ঘুম আসছে না' এই বিষয়টিও অ্যাংজাইটির কারণ হতে পারে। নানা ধরনের সোম্যাটোফর্ম ডিজঅর্ডার বা সাইকোটিক ডিজঅর্ডারেরও অন্যতম কারণ হতে পারে ঘুমের অভাব।

ঘুমকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঘুম আসার পর্যায়, ঘুম আসার পরের পরিস্থিতি (এই সময় ঘুম থাকছে না চলে যাচ্ছে, সেটা খেয়াল করা দরকার) ও সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যাওয়া (একে বলে আর্লি মর্নিং অ্যাওয়েকেনিং, ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আর ঘুম আসতে চায় না)।

অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যে বারবার দুঃস্বপ্ন দেখা বা ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে হবে ঘুম গভীর হচ্ছে না। ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় আর্লি মর্নিং অ্যাওয়েকেনিং দেখা দেয়। সকালে উঠে ক্লান্তিবোধও যায় না। অতিরিক্ত ঘুম কিন্তু অনেক সময় ক্লান্তি থেকে আসে। মস্তিষ্ক যদি ক্লান্ত থাকে তাহলে সারাদিন ঘুম পাবে। এটি ডিপ্রেশনের অন্যতম সংকেত। যদি খুব বেশি মানসিক চাপে ভোগেন, তাহলে মস্তিষ্ক সেই অতিরিক্ত চাপ না নিতে পেরে ঘুমিয়ে পড়বে। অনেক বাচ্চাই পরীক্ষার আগে ঘুমিয়ে পড়ে। এর কারণও এই অতিরিক্ত চাপ। এটি কিন্তু আসলে 'আ ফর্ম অব অ্যাভয়েডেন্স'। ঘুমালে তো আর মানসিক চিন্তাভাবনা করতে হবে না। ভালো ঘুম হলে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আবার মন ভালো থাকলে ঘুম হবে নির্বিঘ্নে। কম ঘুমের সঙ্গে যেমন মানসিক সমস্যার যোগাযোগ আছে, তেমনি ডিপ্রেশনের ফলে ঘুমের পরিমাণ বাড়ে। ডিপ্রেশনে যেমন ঘুম কমতে পারে, তেমন ঘুম বেড়েও যেতে পারে। তবে সারাদিন ঘুম পেলে বা ক্লান্ত লাগলে আরও কিছু শারীরিক সমস্যার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, আমরা যতই ক্লান্ত হই না কেন সাত-আট ঘণ্টার ঘুম যথেষ্ট। এরচেয়ে বেশি ঘুম হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কতটা ঘুমাবেন, কীভাবে ঘুমাবেন : জরুরি হলো প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানোর চেষ্টা করা। হয়তো প্রতিদিনই নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘুমাচ্ছেন কিন্তু সময় নির্দিষ্ট নয়। কোনো দিন রাত ১০টা থেকে ভোর ৪টা আর কোনো দিন রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ঘুমালেন, এটা ঠিক নয়। সময় মেনে চললে স্লিপ সাইকেল ঠিক রাখা সম্ভব। আপনি যদি নিজেই সেই সাইকেল ওলটপালট করেন, তাহলে ঘুমাতে গেলেও ঘুম আসতে চায় না।

যাদের সপ্তাহে একেক দিন একেক রকমের শিফট ডিউটি, তাদের ক্ষেত্রে স্লিপ প্যাটার্ন অনেকটাই ব্যাহত হয়। ফলে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি স্ট্রেসড থাকার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেশি। সাধারণভাবে প্রতিদিন মোটামুটি ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমের দরকার। তারচেয়ে বেশি বা কম ঘুমানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। যারা নাইট শিফটের কারণে একেক সময় ঘুমাতে যান, তাদের জন্য কোয়ালিটি অব স্লিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সময়টুকু ঘুমাচ্ছেন, সেটুকু যেন নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারেন। বিছানায় শোয়ার ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ঘুম এলে তা ভালো লক্ষণ। এর তুলনায় বেশি সময় লাগলে হয়তো মানসিক সমস্যার পূর্ব লক্ষণ হতে পারে।

ভালো ঘুম হয়েছে বুঝবেন কীভাবে : সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ লাগবে, শরীরে ক্লান্তির কোনো ছাপ থাকবে না। ঘুম ভালো হলে 'কোয়ালিটি অব ওয়ার্ক' অনেক গুণ বেড়ে যায়। অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করেন বেশি করে। ফলে ডিপ্রেশন বা মন খারাপও কম হয়। যে কোনো ধরনের উত্তেজনা, মানসিক বা শারীরিক এড়িয়ে চলতে হবে। ক্যাফেইন, অ্যালকোহল, সিগারেট এড়িয়ে চলতে হবে ঘুমানোর আগে। মস্তিষ্কের বিশ্রাম এতে ব্যাহত হয়। মোবাইল বন্ধ করে না শুতে পারলেও ইন্টারনেট বন্ধ রাখুন।

দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথার রোগীর জন্য পরামর্শ

ডা. মোহাম্মদ আলী : মানুষের শরীরে সাধারণত যতগুলো জটিল সমস্যা হয় তার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথা অন্যতম। একজন দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথার রোগী জানেন তাঁর জীবনে কী ঘটে যাচ্ছে। এ কারণে কোমর ব্যথার রোগীরা বিষণ্নতা, উদ্বেগ ইত্যাদি মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকেন। অনেকে ভাবেন এই ব্যথা তাঁর জীবনে অভিশাপ। কোমর ব্যথার রোগীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেন অনেকেই। হাতুড়ে চিকিৎসক থেকে শুরু করে অনেক স্বাস্থ্য পেশাজীবী কোমর ব্যথার রোগীকে মনগড়া চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এমন অনেক দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথার রোগী পাওয়া যায়, যিনি বছরব্যাপী ব্যথার ওষুধ সেবন করে কিডনি বিকল করে ফেলেছেন অথবা পেটে আলসার তৈরি হয়ে গেছে। উন্নত বিশ্বে কোমর ব্যথা চিকিৎসা হয় নীতিমালা মেনে। বাংলাদেশে কোমর ব্যথা রোগীর চিকিৎসায় কোনো নীতিমালা মেনে চলা হয় না। এমনকি, কোনো সরকারি নীতিমালাও নেই। বাংলাদেশে কোমর ব্যথা রোগী নিয়ে কোনো উন্নত গবেষণা হয় না। ফলে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথার রোগী সহসাই অবহেলিত ও ভুল চিকিৎসার শিকার হন।

কী উদ্যোগ প্রয়োজন : কোমর ব্যথা নিয়ে উন্নতমানের প্রচুর গবেষণা দরকার। বাংলাদেশে কোমর ব্যথা রোগের চিকিৎসা নিয়ে যেসব ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে তা একেবারেই অপ্রতুল ও আন্তর্জাতিকমানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়াও এ দেশে কোমর ব্যথার চিকিৎসায় ব্যবহৃত পদ্ধতি যেমনপূর্ণ বিশ্রাম, ব্যথার ওষুধ, শর্টওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ থেরাপি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অগ্রহণযোগ্য। আন্তর্জাতিক গবেষণা থেকে দেখা যায়, দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথার চিকিৎসায় উন্নত ফিজিওথেরাপি সবচেয়ে কার্যকর। এ কারণে কোমর ব্যথার রোগীর সুচিকিৎসায় প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ।

রোগী কী করবেন : সচেতন হতে হবে। কোথায় সঠিক চিকিৎসা পাওয়া যায়, তা খুঁজে বের করা রোগীরই দায়িত্ব। ব্যথার ওষুধ সেবনের মনোভাব পরিহার করতে হবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে কোমর ব্যথায় ভুগছেন, তারা মনে রাখবেন বিশ্রাম ব্যথা কমাতে নয় বরং বাড়াতে সাহায্য করবে। কোমরে বেল্ট ব্যবহার করবেন না। ফিজিওথেরাপির নামে বাংলাদেশে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় (যেমন: শর্টওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ) তা অকার্যকর। অনেকে দীর্ঘমেয়াদি কোমর ব্যথার রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসার কথা বলে থাকেন; যা অগ্রহণযোগ্য তো বটেই; আন্তর্জাতিক নীতিমালায় এটি একটি নিষিদ্ধ চিকিৎসা পদ্ধতি।

উন্নত চিকিৎসার কী উদ্যোগ আছে : অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং হাসনা হেনা পেইন রিসার্চ সেন্টার যৌথভাবে কোমর ব্যথা রোগীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করছে। এই গবেষণা সফল হলে দেশে কোমর ব্যথা চিকিৎসায় নতুন ও কার্যকরী দ্বার উন্মোচন হবে।

লেখক : কোমর ব্যথাবিষয়ক গবেষক ও চিকিৎসক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

শিরোপার লড়াইয়ে রোববার স্পেন-আর্জেন্টিনা মুখোমুখি

(প্রথম পাতার পর)

স্পেন স্বপ্ন দেখছে দ্বিতীয় বিশ্ব শিরোপার। দুই ফুটবল পরাশক্তির এই বহুল প্রতীক্ষিত মহারণ বসছে আগামী ১৯ জুলাই নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। একদিকে লিওনেল মেসির অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে লামিন ইয়ামালদের তারুণ্যের ঝলক–সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি হতে যাচ্ছে আধুনিক ফুটবলের অন্যতম আকর্ষণীয় ফাইনাল।

সেমিফাইনালে নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছে আর্জেন্টিনা। শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিছিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তের দুই গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে লিওনেল স্কালোনির দল।

নকআউট পর্বে এটি আর্জেন্টিনার টানা চতুর্থ কামব্যাক জয়। প্রথমে কেপ ভার্দের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ে ফিরে এসে জয়, এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে মিসরের বিপক্ষে ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন, সেমিফাইনালের আগে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে লিড হারিয়ে আবারও জয়–সবশেষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও একই দৃশ্যপট।

বুধবার (১৫ জুলাই) আটলান্টায় অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালের প্রথমার্ধ ছিল রক্ষণাত্মক ও শারীরিক লড়াইয়ে ভরপুর। দুই দলই আক্রমণের চেয়ে ফাউলেই বেশি মনোযোগী ছিল। বিরতির পর ম্যাচের ৫৫ মিনিটে মর্গান রজার্সের দারুণ ক্রস থেকে ওয়ান-টাচ ফিনিশে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন তরুণ ফরোয়ার্ড অ্যান্তোনিও গর্ডন।

গোল হজমের পরই আক্রমণের গতি বাড়ায় আর্জেন্টিনা। একের পর এক আক্রমণে ইংল্যান্ডের রক্ষণকে চাপে ফেললেও জর্ডান পিকফোর্ড ও ডিফেন্ডাররা বারবার বিপদ সামাল দেন। তবে ম্যাচের ৮৫ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক দূরপাল্লার শটে সমতা ফেরান এনজো ফার্নান্দেজ। পিকফোর্ডের ঝাঁপও বল ঠেকাতে পারেনি।

ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর অপেক্ষায়, তখনই আসে শেষ নাটকীয় মুহূর্ত। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে লিওনেল মেসির নিখুঁত ক্রসে আনমার্কড অবস্থায় হেডে জয়সূচক গোল করেন লাওতারো মার্টিনেজ। সেই গোলেই ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) অন্য সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে স্পেন। ইউরো চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে কিলিয়ান এমবাপ্পে, উসমান ডেম্বেলে ও মাইকেল অলিসেকে নিয়ে গড়া ফ্রান্সের শক্তিশালী আক্রমণভাগ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে স্পেনের সংগঠিত রক্ষণে।

ডালাসে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ২২ মিনিটে লামিন ইয়ামালের ওপর লুকাস দিনিয়ের ফাউলে পেনাল্টি পায় স্পেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে দেন মাইকেল ওয়ারসাবাল। বিরতির পর ৫৪ মিনিটে দানি অলমোর পাস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাইট ব্যাক পেদ্রো পোরো। দুই গোল পিছিয়ে পড়ার পরও ম্যাচে ছন্দ খুঁজে পায়নি ফ্রান্স। বল দখল প্রায় সমান থাকলেও স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমনকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি দিদিয়ের দেশমের শিষ্যরা। অন্যদিকে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল নিজেদের পরিকল্পিত পজিশনাল ফুটবল, ছোট ছোট পাস এবং নিখুঁত ম্যাচ ম্যানেজমেন্টে শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করে।

২০১০ সালের পর প্রথমবার এবং ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে স্পেন। এবার তাদের সামনে অপেক্ষা করছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

আগামী ১৯ জুলাই, নিউইয়র্ক সময় বিকেল ৩টায় মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত এই ফাইনাল। একদিকে মেসির সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপ মঞ্চ, অন্যদিকে ইয়ামালদের নতুন যুগের সূচনা–বিশ্ব ফুটবল এখন অপেক্ষা করছে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়নের নাম জানার। এর আগে ১৮ জুলাই তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স।

বিশ্বকাপে একের পর এক ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ এখন শুধু শিরোপার লড়াই নয়, ইতিহাস নতুন করে লেখারও মঞ্চ হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত এবারের আসরে ইতোমধ্যেই ভেঙেছে একাধিক বিশ্বকাপের রেকর্ড। লিওনেল মেসি ও কি-লিয়ান এমবাপ্পে ব্যক্তিগত গোলরেকর্ডে নতুন ইতিহাস গড়েছেন, অন্যদিকে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোল করা দেশের তালিকায় আব-ারও শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছে ব্রাজিল। সেমিফাইনালে ওঠার পথে প্রথম ছয় ম্যাচে আট গোল করেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্যারিয়ারে ২১ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন তিনি। এতদিন সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় জার্মান কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসে শীর্ষে থাকলেও, এবার তাকে ছাড়িয়ে গেছেন মেসি। একইভাবে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পেও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। ছয় ম্যাচে আট গোল করে তিনি বিশ্বকাপে নিজের মোট গোলসংখ্যা ২০-এ উন্নীত করেছেন। এর ফলে ক্লোসেকেও পেছনে ফেলে বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন এমবাপ্পে। দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড নিয়েও হয়েছে পালাবদল। কুরাসাওয়ের বিপক্ষে ৭-১ ব্যবধানে জয়ের পর একসময় ব্রাজিলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল জার্মানি। তবে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে গোল করে ব্রাজিল আবারও শীর্ষস্থান পুনর্দখল করেছে। বর্তমানে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের মোট গোল ২৪৭টি, জার্মানির ২৪৩। তালিকায় তৃ তীয় স্থানে রয়েছে আর্জেন্টিনা, তাদের গোলসংখ্যা ১৬৯। এদিকে এবারের বিশ্বকাপ নিজেও একটি নতুন ইতিহাস। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে বিশ্বকাপ, যা ১৯৯৮ সাল থেকে প্রচলিত ৩২ দলের আসরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বড়।

বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাসেও ব্রাজিলই সবচেয়ে সফল দেশ। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সেলেসাওদের পর রয়েছে জার্মানি ও ইতালি, যাদের শিরোপা চারটি করে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা তিনবার, আর ফ্রান্স ও উরুগুয়ে দুবার করে বিশ্বকাপ জিতেছে। ইংল্যান্ড ও স্পেনের ঝুলিতে রয়েছে একটি করে শিরোপা। এবারের সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়া চার দল- আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ড সবগুলোই আগের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ফলে নিশ্চিতভাবেই এবারও পুরোনো কোনো চ্যাম্পিয়নই ট্রফি জিতবে। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সময় মাঠে থাকার রেকর্ডও নিজের দখলে রেখেছেন মেসি। ৩২টি ম্যাচে তিনি খেলেছেন মোট ২ হাজার ৮৪৪ মিনিট, যা দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইতালির কিংবদন্তি পাওলো মালদিনির চেয়ে ৬২৮ মিনিট বেশি। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (২,২০৬

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মতো খেলতে পারিনি : এমবাপ্পে

স্পোর্টস ডেস্ক : স্পেনের কাছে ২-০ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর নিজেদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছেন ফ্রান্স অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। ম্যাচশেষে তিনি বলেন, 'আজ রাতে আমরা যা করেছি, তা কোনোভাবেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের মানের ছিল না। আমরা প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত দুই দিক থেকেই ব্যর্থ হয়েছি।' এমবাপ্পে আরও বলেন, 'বল পুনরুদ্ধার করার পরও আমাদের আক্রমণ, পাস এবং প্রথম স্পর্শ; এসব কিছুই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের উপযুক্ত ছিল না। সত্যি বলতে, বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার মতো যা দরকার, তা আমাদের মধ্যে ছিল না।' স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচে এমবাপ্পে লক্ষ্যে একটি শটও রাখতে পারেননি। পুরো ম্যাচজুড়ে মার্ক কুকুরেয়া, আয়মেরিক লাপোর্তে ও উনাই সিমনের দৃঢ় প্রতিরোধে কার্যত নিষ্প্রভ ছিলেন ফ্রান্সের এই তারকা।

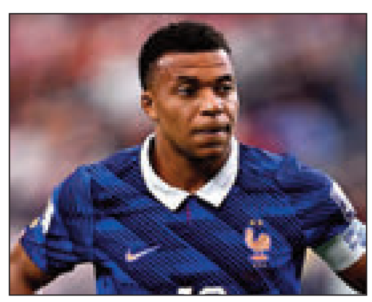

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্রাপসি ফাইলিংয়ে পারদর্শী এটর্নী গেহি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ইমিগ্রেশন বিশেষ করে পলিটিক্যাল এসাইলাম, ডিপোর্টশেন ও সিটিজেনশীপ সহ অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী এটর্নী নরেশ গেহি। এছাড়া ব্যাংক্রাপসী ফাইলের ক্ষেত্রে তার রয়েছে দক্ষতা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। এটর্নী নরেশ গেহি নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে আইনী সহায়তা করে ইতোমধ্যেই তিনি কুড়িয়েছেন ব্যাপক জনপ্রিয়তা। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা ও ওজোন পার্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় তার রয়েছে তিনটি অফিস। এসব অফিসে আছে বাংলায় কথা বলার জন্য কর্মকর্তা। গ্রাহকদের বিনামূল্যে পরামর্শ এবং তূলনামূলকভাবে কম ফি নেয়ার কারণে তার রয়েছে বিশেষ সুনাম। তাছাড়া এটর্নী নরেশ গেহি তার সেবার মধ্য দিয়ে বড় ধরণের বিশ্বস্থতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন কমিউনিটিতে। এটর্নী গেহির মাধ্যমে যারা সুফল পেয়েছেন তারা তাদের পরিচিতজনকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন তার শরনাপন্ন হতে।

বিভিন্ন জটিল মামলার জট ছাড়িয়ে, ডিপোর্টেশনের খড়গ নেমে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের ডিপোর্টশনের জাল থেকে বের করে এনে গ্রীন কার্ড প্রাপ্তিতে সহায়তা করাসহ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের বহু এসাইলাম বা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুরের সফলতা লাভের মধ্য দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান আইনজীবী নরেশ গেহি। অফিস উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, তাদের এই প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ল' ফার্মগুলোর অন্যতম। গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে তারা বিশেষ করে ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি ও আনডকুমেন্টেড মানুষকে নানা রকম আইনি সহায়তা দিয়ে আসছেন। তারা ইমিগ্রেশন, গ্রিন কার্ড, ডিপোর্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ক্রেডিট কার্ড ম্যাটার, পারিবারিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক কম খরচে আইনি সেবা দিয়ে থাকেন। গেহির মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার মাধ্যমে কমিউনিটির সেবা করা।

নরেশ গেহির আইনি কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র এসাইলাম প্রার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক্ষেত্রে তিনি ও তার প্রতিষ্ঠান কনস্যুলার প্রসেসিং, ফ্রড ওয়েভার, ফিয়াঁসে ভিসা, পারিবারিক নির্যাতিতা, বিবাহ সূত্রে ইমিগ্রেশন, ইমিগ্রেশন বণ্ড ও ডিটেনশন, চাকুরি সূত্রে ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করাসহ সকল বিষয়ে ক্লায়েন্টদের তুলনামূলকভাবে কম মাশুলে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করছে। এমনকি বিভিন্ন বাংলাভাষীসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী ক্লায়েন্টদের ইমিগ্রেশন অফিসগুলোতে এবং ইমিগ্রেশন জজের কোর্টে ইংরেজি বলতে অসুবিধা হলে তাদেরকে ক্লায়েন্টদের নিজ নিজ ভাষায় ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে নরেশ গেহির অফিস। এমনকি প্রয়োজনে ইন্টারভিউয়ের সময় পাশে থাকেন, যাতে ভুক্তভোগীরা সাহস রেখে ইন্ট্রেভিউয়ের মুখোমুখি হতে পারেন।

নরেশ গেহি ব্যাংক্রাপসি, ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত জটিলতা ও ঋণদানকারী সংস্থার দ্বারা ঝামেলা সৃষ্টির সমস্যা, পার্সেনাল ইনজুরি, ক্রিমিনাল কেস, ডিভোর্স ও ফ্যামিলি ল' বিষয়ক মামলা নিস্পত্তিতেও পারদর্শী এবং এসব ক্ষেত্রেও তার প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অসামান্য। নরেশ গেহি আমেরিকান ইমিগ্রেশন লইয়ার্স এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং এসোসিয়েশন অফ ডিপোর্টেশন ডিফেন্স এটর্নিজ এর সদস্য হিসেবে সুনামের সঙ্গে ভূমিকা পালন করছেন। তার অফিস সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত খোলা থাকে। তার সাথে পরামর্শ করতে চাইলে তিনি ও তার সহকর্মীরা বিনা ফি'তে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং সন্ধ্যার পরও তারা এপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে উপস্থিত থেকে তাদের সেবা প্রদান করেন।

নরেশ গেহি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে তাদের তিনটি অফিস রয়েছে। ভারতেও তাদের অফিস আছে। ফরেস্ট হিলের অফিস জ্যাকসন হাইটসে স্থানান্তরের বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে যাতে আরও বেশি মানুষকে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়, সে জন্য অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। ফরেস্ট হিলের চেয়ে জ্যাকসন হাইটসে আসতে মানুষের সুবিধা বেশি। তবে ফরেস্ট হিল অফিসের টেলিফোন নম্বর (৭১৮-২৬৩-৫৯৯৯) অপরিবর্তিত থাকবে। তিন হাজার বর্গফুটের নতুন অফিসে ছয়জন ল'ইয়ার আছেন। প্রত্যেকের আলাদা চেম্বার রুম রয়েছে। ক্লায়েন্টদের জন্য রয়েছে সকল গোপনীয়তা রক্ষা করে কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ। এ ছাড়া ইন্টারভিউয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে ইন্টারভিউ রুম। এটর্নি গেহি জানান, জ্যামাইকা এভিনিউয়ের ১৭৩ স্ট্রিটে লিবার্টি এভিনিউয়ের ওজন পার্কে তাদের অফিস রয়েছে। রোববার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুটি অফিসই খোলা থাকে। যেকোনো অফিসে কেউ সেবা নিতে চাইলে নথিপত্রসহ সরাসরি অথবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারেন। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, নেপালিসহ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার সুযোগ রয়েছে। তিনি আরো জানান, তাদের ল' ফার্মে ইমিগ্রেশন, বাংকক্রাপসি, ক্রেডিট ম্যাটার ছাড়াও ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, চাইল্ড কাস্টডি, সিটিজেনশিপ, ভিসা প্রসেসিং, ডিটেনশন, প্রিয়ন্সে ভিসাসহ লেবার ল', ডেট-সংক্রান্ত আইনজীবী এবং বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ এটর্নি রয়েছেন।

উল্লেখ্য, এটর্নি নরেশ গেরি প্রতিষ্ঠিত "গেহি এণ্ড এসোসিয়েটস" নিউইয়র্কে তিনটি অফিস থেকে ছয় জন এটর্নিসহ প্যারালিগ্যাল ও অন্যান্য ৩৫ জন ষ্টাফ মেম্বার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনটি অফিসের অবস্থান হচ্ছে: ১৭৩-২৯ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ (ফোন: ৭১৮-৭৬৪-৬৯১১), ১০৪-০৫ লিবার্টি এভিনিউ, ওজোন পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৪১৭ (ফোন: ৭১৮-৫৭৭-০৭১১)। আমেরিকান ইমিগ্রেশন এটর্নি হিসেবে খ্যাতির অধিকারী গেহি অ্যান্ড এসোসিয়েটস এর জ্যাকসন হাইটস অফিস গত ১২ অক্টোবর সোমবার উদ্বোধন করা হয়েছে। এ অফিস অবস্থিত নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত অন্যতম এলাকা জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউয়ের ৭৪ স্ট্রিটে। গেহি অ্যান্ড এসোসিয়েটস এর ফরেস্ট হিলসের অফিসটিই মূলত জ্যাকসন হাইটসে স্থানান্তর করা হয়েছে। অফিসগুলোর মধ্যে জ্যামাইকা এভিনিউয়ের অফিসটি সদ্য চালু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন নরেশ গেহি। তার প্রথিষ্ঠানের এটর্নিরা যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি ষ্টেটেই আইনজীবী হিসেবে কাজ করার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত। গেহি এণ্ড এসোসিয়েটস এর কর্ম পরিধি, সাফল্য এবং তাদের আইনজীবী ও ষ্টাফ মেম্বারদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা ভিজিট করতে পারেন www.gehilaw.com ওয়েবসাইট এবং যোগাযোগ করতে পারেন ইমেইল: info@gehilaw.com এ।

কারা হচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী

(প্রথম পাতার পর)

শুরু করে দিয়েছেন। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হোয়াইট হাউসের ক্ষমতা পাওয়ার এই উন্মুক্ত লড়াইয়ে দলটির কোনো শীর্ষ নেতার নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এই লড়াইয়ে অংশ নিতে ডেমোক্রেটিক দলের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গভর্নর, সিনেটর এবং সাবেক প্রার্থীরা সেসব অঙ্গরাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন, যেগুলাতে প্রাথমিকভাবে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের (প্রাইমারি) ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তাঁরা বড় বড় দাতাগোষ্ঠীর মন জয়ের চেষ্টা করছেন এবং নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরে নতুন বই প্রকাশ করছেন। দুই মেয়াদের সীমাবদ্ধতার কারণে রিপাবলিকানদলীয় বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। তাই রিপাবলিকানদের নতুন প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যেই ডেমোক্র্যাটদের এই দৌড়ঝাঁপ। ২০২৮ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে এখনো কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেননি। তবে ভেতরে-ভেতরে জোরালো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ডেমোক্রেটিক দলের ভেতরে মনোনয়নের লড়াই মূলত এ বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরই চূড়ান্ত রূপ নিতে শুরু করবে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আছেন, তাঁদের পরিচয় ও অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা যাক।

গভর্নর : ডেমোক্রেটিক দলের বেশ কয়েকজন গভর্নরকে এই দৌড়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে রাজনৈতিক সফর, নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের পরিচিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁরা এখনই সবার নজর কাড়ছেন।

অ্যান্ডি বেশিয়ার : চলতি বছর অ্যান্ডি বেশিয়ার ডেমোক্রেটিক গভর্নরস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে পুরোপুরি রিপাবলিকানঅধ্যুষিত একটি অঙ্গরাজ্যে নিজের শাসনকালের সাফল্য দেশজুড়ে প্রচার করার বড় সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তাঁর পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটিতে (রাজনৈতিক তহবিল) বর্তমানে ১৮ লাখ ডলারের বেশি অর্থ জমা রয়েছে। ইতিমধ্যে অ্যান্ডি মনোনয়ন লড়াইয়ের শুরুর দিকের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত সাউথ ক্যারোলাইনা, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও আইওয়া সফর করেছেন। গত মে মাসে এমএস নাও টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম আলোচনায় থাকা নিয়ে অ্যান্ডি বলেন, 'আমি এই আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।'

সবল দিক: ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে যে কেনটাকি রাজ্যে ৩০ শতাংশের বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন, সেই কট্টর রিপাবলিকান রাজ্য থেকেই অ্যান্ডি দুবার গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন।

দুর্বল দিক: কেনটাকির বাইরে দেশজুড়ে তাঁর তেমন পরিচিতি নেই। তা ছাড়া রাজনীতিতে তাঁর সব দলের সঙ্গে মিলেমিশে চলার নীতি ডেমোক্রেটিক দলের কট্টর ভোটারদের মন নাও গলাতে পারে। জনমত জরিপগুলো বলছে, ডেমোক্র্যাটদের অনেকেই মনে করেন, তাঁদের দল ট্রাম্প এবং তাঁর নীতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তভাবে লড়াই করছে না।

গ্যাভিন নিউসম : ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম গত ফেব্রুয়ারিতে নিজের একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। তিনিও সাউথ ক্যারোলাইনা ও নিউ হ্যাম্পশায়ার সফর করেছেন। ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর রাজনৈতিক তহবিলে বর্তমানে ৪০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ জমা রয়েছে। গত অক্টোবরে সিবিএস নিউজ সানডে মর্নিং অনুষ্ঠানে নিউসম বলেছিলেন, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তিনি ২০২৮ সালের নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাববেন। গত জুনে নিউসম অভিযোগ করেন, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার কথা ভাবছেন বলেই ট্রাম্প রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিচার বিভাগকে দিয়ে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত করাচ্ছেন।

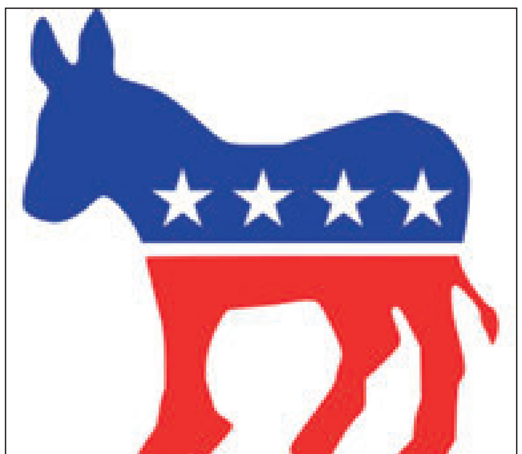

সবল দিক: ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা ও সরাসরি বিরোধিতার মাধ্যমে নিউসম দেশজুড়ে নিজের একটি জোরালো পরিচিতি তৈরি করতে পেরেছেন।

দুর্বল দিক: পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়াতে জ্বালানি তেলের দাম, করের হার এবং গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নিউসম নির্বাচনে দাঁড়ালে রিপাবলিকানরা নিশ্চিতভাবেই ক্যালিফোর্নিয়ার এসব সমস্যাকে তাঁর ব্যর্থতা হিসেবে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানাবে।

জে বি প্রিৎসকার : ইলিনয়ের গভর্নর জে বি প্রিৎসকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সফর করেছেন। ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা তিনি পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি। গত এপ্রিলে তিনি জানান, বর্তমানে তিনি ২০২৬ সালের গভর্নর নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার প্রচারে মগ্ন। তবে একই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, '২০২৮ সালের নির্বাচনে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় থাকব। কারণ, সেই নির্বাচনে আমাদের হারলে চলবে না।'

সবল দিক: যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড ও ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তা মোতায়েনের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে প্রিৎসকার দেশজুড়ে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। এ ছাড়া বিশ্বখ্যাত হায়াত হোটেল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ায় তিনি নিজে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ফলে নির্বাচনী তহবিলের জন্য তাঁকে দাতাদের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হবে না।

দুর্বল দিক: তাঁর এই বিপুল সম্পত্তিই আবার বিরোধীদের জন্য বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অর্থনৈতিক সংকটে থাকা সাধারণ ভোটারদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ ননড়এমন ধুয়া তুলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে আক্রমণ করতে পারেন।

জশ শাপিরো : পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জশ শাপিরো চলতি বছর নিজের একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। আগামী নভেম্বরের গভর্নর নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার লড়াইয়ের জন্য বর্তমানে তাঁর তহবিলে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার নগদ জমা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনা নিয়ে গত এপ্রিলে জানতে চাওয়া হলে শাপিরো বলেন, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর দেশের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের মধ্যে বড় আলোচনার প্রয়োজন হবে। তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি অবশ্যই সেই আলোচনার অংশ হব।'

সবল দিক: ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে পেনসিলভানিয়া রাজ্যে জিতেছিলেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণী দোদুল্যমান রাজ্যের জনপ্রিয় গভর্নর শাপিরো।

দুর্বল দিক: শাপিরো একজন ইহুদি এবং ডেমোক্রেটিক দলের ভেতর তাঁকে ইসরায়েলপন্থী নেতা হিসেবে দেখা হয়। গাজা ও ইরানের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে বর্তমানে ডেমোক্র্যাটদের একটি বড় অংশের মধ্যে ইসরায়েলবিরোধী ক্ষোভ বাড়ছে, যা শাপিরোর জন্য বড় বাধা হতে পারে। যদিও তিনি নিজে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান সরাসরি যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

অন্যান্য গভর্নর : সম্ভাব্য প্রার্থীদের এই তালিকায় মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস মুর এবং মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমারের নামও আলোচনায় রয়েছে। যদিও ওয়েস মুর জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচনে লড়বেন না। অন্যদিকে গত মে মাসে গ্রেচেন হুইটমারও প্রথমে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। তবে পরক্ষণেই নিজের মন্তব্য শুধরে নিয়ে চতুরতার সঙ্গে বলেন, রাজনীতিতে কখনোই 'কখনো নয়' বলতে নেই।

সাবেক জাতীয় প্রার্থী : অতীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়া ডেমোক্রেটিক দলের দুই শীর্ষ নেতা ইতিমধ্যেই ২০২৮ সালের হোয়াইট হাউসের দৌড়ের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছেন অথবা আবারও নির্বাচনে লড়ার বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন।

পিট বুটিগেগ : ২০২০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হওয়া পিট বুটিগেগ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটিতে বর্তমানে ৫০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ জমা রয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি শুরুর দিকের মনোনয়ন লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য আইওয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ার সফর করেছেন।

সবল দিক: বুটিগেগকে একজন চৌকস তার্কিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি কট্টর রক্ষণশীল ফক্স নিউজ চ্যানেলে গিয়ে সরাসরি *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বকাপের ফাইনালে কত মিনিটের বিরতি থাকবে, পারফর্ম করবেন কারা

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল এবার শুধু ফুটবলের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে না। দর্শকদের জন্য প্রথমবারের মতো রাখা হয়েছে সুপার বোলের আদলে বিশেষ বিরতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ফলে স্বাভাবিক ১৫ মিনিটের বদলে ফাইনালের বিরতি ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নি-উইয়র্কনিউ জার্সি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালের বিরতিতে প্রায় ১১ মিনিটের একটি বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান হবে। এতে অংশ নেবেন বিশ্বের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ম্যাডোনা, শাকিরা, জাস্টিন বিবার, বার্না বয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটিএস। এছাড়া অর্কেস্ট্রা পরিচালক গুস্তাভো দুদামেল ও পিএস-২২ কোরাসও অনুষ্ঠানে পরিবেশনা করবে। অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছেন বিশ্বখ্যাত ব্যান্ড কোল্ডপ্লের প্রধান গায়ক ক্রিস মার্টিন। ফিফার সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাফটাইমের বিরতি প্রায় ২০ মিনিট করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বিকল্প হিসেবে ১৫ মিনিটের স্বাভাবিক বিরতির পর অতিরিক্ত ১১ মিনিটের অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

এদিকে ফুটবলের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচের বিরতি সাধারণত ১৫ মিনিটের বেশি হওয়ার কথা নয়। ফলে ফিফার এই পরিকল্পনা নিয়ে ইতোমধ্যে ফুটবল অঙ্গনে আলোচনা শুরু হয়েছে। অবশ্য এমন আয়োজন একেবারে নতুন নয়। গত বছর নিউ জার্সিতেই অনুষ্ঠিত ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে বিরতির সময় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কারণে খেলা শুরু হতে ২৪ মিনিট সময় লেগেছিল। ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগেও থাকছে বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠান। সেখানে পারফর্ম করবেন টম ক্রুজ, রবি উইলিয়ামস, লরা পাওসিনি, নিকোল শেরজিঙ্গার ও জনপ্রিয় কনটেন্ট নির্মাতা আইশোস্পিড। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন জেনিফার হাডসন। স্থানীয় সময় বিকেল ৩টায় শুরু হবে বিশ্বকাপের ফাইনাল। বাংলাদেশ সময় ম্যাচটি শুরু হবে রাত ১টায়। এর আগে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টায় শুরু হবে জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠান। এদিকে প্রথম সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে স্পেন। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ হবে আর্জেন্টিনা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

একটি জার্সির ওজন কত?

স্পোর্টস ডেস্ক : একটি জার্সির ওজন কত? কয়েকশ গ্রাম। সামান্য কাপড়, কিছু সুতা, বুকের ওপর একটি প্রতীক, পেছনে একটি নাম আর একটি সংখ্যা। বিজ্ঞানের হিসাবে উত্তরটা খুব সহজ। একটি দাঁড়িপাল্লায় রাখলেই ওজন জানা যাবে। সেই জার্সি যখন কোনো দেশের জাতীয় দলের, তখন তার ওজন মাপার মতো কোনো দাঁড়িপাল্লা পৃথিবীতে নেই। ফুটবলার গায়ে জড়ান একটি দেশের ইতিহাস। জাতির যুদ্ধ, স্বাধীনতা, পরাজয়, বিজয়, সংস্কৃতি, কান্না, অহংকার আর কোটি মানুষের স্বপ্ন। বুকের ওপর ছোট্ট যে প্রতীকটি থাকে, সেটি একটি দেশের পরিচয়। পতাকা শুধু কাপড় নয়, জাতীয় দলের জার্সিও শুধু পোশাক নয়। জার্সির রঙের ভেতর লুকিয়ে থাকে স্বাধীনতার গল্প। যুদ্ধের ক্ষত। উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার স্মৃতি। দেশটির পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা। সেখানে জমা থাকে কয়েক প্রজন্মের অপেক্ষা। ব্রাজিলের হলুদ জার্সি দেখলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে পেলে, গারিঞ্চা, জিকো, রোমারিও, রোনালদোদের মুখ। হলুদ রঙের সঙ্গে মিশে আছে সাম্বার ছন্দ, মারাকানার কান্না, পাঁচটি বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাস।

আর্জেন্টিনার আকাশি-সাদা স্ট্রাইপের জার্সিতে বেঁচে আছেন দিয়েগো ম্যারাডোনা। আছে ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো। ২০১৪ সালের অপূর্ণতা। ২০২২ সালে লিওনেল মেসির হাতে বিশ্বকাপ ওঠার পর একটি দেশের কান্না। আনন্দের কান্না। প্রতিটি দেশের জার্সির পেছনে আছে এমন হাজার গল্প। কোথাও যুদ্ধ। কোথাও দারিদ্র্য। কোথাও রাজনৈতিক অস্থিরতা। কোথাও দীর্ঘ অপেক্ষা। কোথাও ফুটবলই একটি জাতির সবচেয়ে বড় আনন্দ। একটি শিশু যখন বাড়ির উঠানে বল নিয়ে খেলতে শুরু করে, সে শুধু স্বপ্ন দেখে। একদিন দেশের জার্সি পরবে। জাতীয় সংগীতের সময় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। গ্যালারিতে উড়বে তার দেশের পতাকা। সেই শিশুটি বড় হয়। কাদামাঠ পেরোয়। ভাঙা বুট পরে অনুশীলন করে। বাড়ি থেকে দূরে থাকে। হারে। দল থেকে বাদ পড়ে। চোটে মাসের পর মাস মাঠের বাইরে থাকে। তারপরেও একটি স্বপ্ন তাকে টেনে নিয়ে যায় দেশের জার্সি। একদিন ড্রেসিংরুমে তার সামনে রাখা হয় সেই জার্সিটি। *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

২০৩০ সাল থেকেই কি ৬৪ দলের বিশ্বকাপ শুরু হবে?

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর বিশ্বকাপের দলসংখ্যা ৬৪-তে উন্নীত করার সম্ভাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। তার মতে, বিশ্বকাপ শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলের জন্য নয়, বরং বিশ্বের সব দেশের জন্য উন্মুক্ত একটি স্বপ্নের মঞ্চ হওয়া উচিত। সুইজারল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ব্লু স্পোর্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইনফান্তিনো বলেন, বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে শুধু ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিষয় বিবেচনা করলে হবে না। এই প্রতিযোগিতা পুরো বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রতিটি দেশেরই এখানে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

তিনি জানান, ২০২৬ বিশ্বকাপের পর দল বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তার মতে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ফুটবলের মান আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। ছোট দেশগুলোকে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিলে তাদের ফুটবল উন্নয়নের প্রেরণাও বাড়বে। ইনফান্তিনো মনে করেন, প্রথমবারের মতো ৪৮ দল নিয়ে আয়োজিত ২০২৬ বিশ্বকাপ সফল হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি আফ্রিকার দলগুলোর পারফরম্যান্সের কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, এবারের আসরে আফ্রিকার ১০ দলের মধ্যে ৯টি দল নকআউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছে, যেখানে আগের বিশ্বকাপে মহাদেশটি থেকে মাত্র পাঁচটি দল অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ফিফা ২০১৭ সালে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ২০২৫ সালের এপ্রিলে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল ২০৩০ সাল থেকে ৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব দেয়। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপের প্রধান আয়োজক হিসেবে থাকছে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। বিশ্বকাপের শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে উদ্বোধনী ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়েতে। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল উরুগুয়ে। তবে ৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের ধারণার বিরোধিতাও রয়েছে। উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন এই প্রস্তাবকে 'খারাপ ধারণা' বলে মন্তব্য করেছেন। এএফসি সভাপতি শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল খলিফার আশঙ্কা, দল বাড়ালে প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। একইভাবে কনকাকাফ সভাপতি ভিক্টর মন্টাগ্লিয়ানি মনে করেন, ৬৪ দলের বিশ্বকাপ ফুটবলের সামগ্রিক কাঠামোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ টাস্কফোর্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ২০৩৮ বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য আগ্রহী হতে পারে এবং ৬৪ দলের আসর হলেও সেটি সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব। ফিফার বর্তমান অবস্থান হলো, সদস্যদের কাছ থেকে আসা যেকোনো প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালানো হবে। তবে আপাতত ৬৪ দলের বিশ্বকাপ চালুর বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবে ফিফা কাউন্সিল।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
Sleep and Lung Center
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

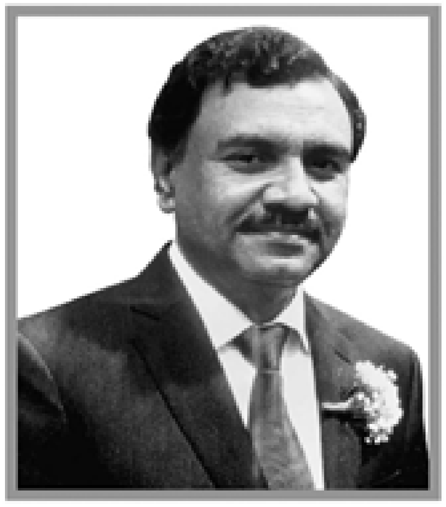

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

একটি জার্সির ওজন কত?

(১৮ পাতার পর)

পেছনে লেখা নিজের নাম। নিচে একটি নম্বর। সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কাপড়টিতে হাত বুলিয়ে দেয়।

হয়ত নিজের অজান্তেই চোখ ভিজে ওঠে। মনে পড়ে বাবা-মায়ের কথা। যে মা সন্তানের খেলা দেখতে মাঠের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছেন। যে বাবা নিজের প্রয়োজন কমিয়ে সন্তানের জন্য একজোড়া বুট কিনেছেন। মনে পড়ে প্রথম কোচের কথা। ছোট্ট শহরটির কথা। সেই মাঠটির কথা, যেখানে প্রথম বল ছুঁয়েছিল। সে জার্সিটি গায়ে তোলে। সেই মুহূর্তে কয়েকশ গ্রামের কাপড়টি হঠাৎ অনেক ভারী হয়ে যায়। ক্লাব একজন ফুটবলারকে বেতন দেয়। খ্যাতি দেয়। ট্রফি দেয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামে খেলার সুযোগ দেয়। জাতীয় দল তাকে এমন কিছু দেয়, যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। দেশের হয়ে দাঁড়ানোর অধিকার। জাতীয় সংগীত বাজে। এগারোজন ফুটবলার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্যামেরা এক মুখ থেকে আরেক মুখে যায়। কেউ চোখ বন্ধ করেন। কেউ আকাশের দিকে তাকান। কেউ ঠোঁট মিলিয়ে জাতীয় সংগীত গেয়ে যান। কারও চোখে জল। কেন? তার সামনে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে একটি দেশ। হাজার কিলোমিটার দূরের কোনো গ্রামে হয়ত একটি শিশু তার জার্সি পরে টেলিভিশনের সামনে বসে আছে। কোনো হাসপাতালে রোগীর পাশে বসে একজন মানুষ মোবাইল ফোনে ম্যাচ দেখছেন। কোনো প্রবাসী বহু বছর পর নিজের দেশের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো বৃদ্ধ হয়ত জীবনের শেষ বিশ্বকাপ দেখছেন। তারা কেউ মাঠে নেই। তবু তারা সবাই সেই এগারোজনের সঙ্গে খেলছেন। একটি গোল শুধু একটি গোল নয়। একজন স্ট্রাইকার যখন বল জালে পাঠান, স্টেডিয়াম কেঁপে ওঠে না। হাজার মাইল দূরের শহরে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। অচেনা মানুষ একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে। কোনো শিশু বাবার কাঁধে উঠে নাচে। কোনো বৃদ্ধের চোখে জল আসে। একটি ভুল শুধু একটি ভুলও নয়। একটি পেনাল্টি মিস। একটি ভুল পাস। একটি গোলকিপারের হাত ফসকে যাওয়া বল। কয়েক সেকেন্ডের একটি মুহূর্ত কখনো একজন ফুটবলারের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। শেষ বাঁশির পর তিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার জার্সি ঘামে ভেজা। চোখে জল। চারপাশে উৎসব কিংবা শোক। জার্সিটি আরও ভারী মনে হয়। কাঁদে একটি দেশ।

জার্সি এমন মানুষকেও পাশাপাশি দাঁড় করায়, যারা অন্য কোনো বিষয়ে একমত নন। রাজনৈতিক মত আলাদা। ভাষা আলাদা। অঞ্চল আলাদা। সামাজিক অবস্থান আলাদা। জাতীয় দল মাঠে নামলে তারা একই রঙের জার্সি পরেন। একই গোলে চিৎকার করেন। একই পরাজয়ে কাঁদেন। পরিচয় একটাই দেশ। একজন ফুটবলার সেই জার্সি পরে বিশ্বকাপ উঁচিয়ে ধরেন। কখনো ট্রফির পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে যান। কেউ ইতিহাসের নায়ক হন। কেউ ফিরে যান অপূর্ণতা নিয়ে। জার্সিটি থেকে যায়। এক প্রজন্মের হাত থেকে আরেক প্রজন্মের হাতে। কোনো বাবার আলমারিতে যত্ন করে রাখা পুরোনো জার্সিটি একদিন তার সন্তান হাতে নেয়। বাবা বলেন, 'এই জার্সি পরে আমি সেই ম্যাচটি দেখেছিলাম।' শুরু হয় একটি গল্প। সেই গল্পে থাকে একটি গোল। একটি হার। একটি রাত। একটি দেশের কান্না কিংবা আনন্দ। বছর চলে যায়। খেলোয়াড় বদলে যায়। নম্বর বদলায়। নকশা বদলায়। জার্সির ওজন বদলায় না। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম তার সঙ্গে যোগ করে নতুন স্বপ্ন। নতুন স্মৃতি। নতুন কান্না। বিশ্বকাপের শেষ রাতে ট্রফি পায় একটি দেশ। বাকিরা ফিরে যায় খালি হাতে। একটি দেশের জার্সি কখনো সত্যিই খালি হাতে ফেরে না। সঙ্গে নিয়ে ফেরে গল্প। কোনো বীরত্বের, কোনো ব্যর্থতার, কোনো অসমাপ্ত স্বপ্নের। একটি জাতীয় দলের জার্সির ওজন কত? উত্তর কোনো দাঁড়িপাল্লা দিতে পারবে না। তার ওজন একটি দেশের ইতিহাসের সমান। একটি জাতির যুদ্ধের সমান। একজন মায়ের প্রার্থনার সমান। একটি শিশুর স্বপ্নের সমান। কোটি মানুষের অপেক্ষার সমান।

প্রথমবার যে ইতিহাসের সাক্ষী হলো ফিফা বিশ্বকাপ

স্পোর্টস ডেস্ক : এবারের বিশ্বকাপ একের পর এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। ৪৮ দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রথম বিশ্বকাপ হওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টে দেখা গেছে দল ও খেলোয়াড়দের নানা অনন্য অর্জন। সেমিফাইনালের চার দল নিশ্চিত হওয়ার পর সামনে এসেছে আরেকটি বিরল রেকর্ড। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ফিফা র্যাংকিংয়ের শীর্ষ চারটি দল একই আসরের সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয়।। ১৯৯২ সালে র্যাংকিং চালু হওয়ার পর এর আগে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। ইতিহাসের এই নতুন অধ্যায়ের অংশ হওয়া চার দল হলো আর্জেন্টিনা, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। মজার বিষয় হলো, সেমিফাইনালে ওঠা এই চার দলের প্রত্যেকেরই রয়েছে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা। এর আগে মাত্র দুইবার বিশ্বকাপে এমন দেখা গিয়েছিল, যখন সেমিফাইনালে জায়গা পাওয়া চারটি দলই ছিল সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ১৯৭০ ও ১৯৯০ সালের আসরে এই নজির তৈরি হয়েছিল। ১৯৭০ বিশ্বকাপের শেষ চারে উঠেছিল চার সাবেক চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল, ইতালি, উরুগুয়ে ও পশ্চিম জার্মানি। আর ১৯৯০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট চার দল ছিল পশ্চিম জার্মানি, আর্জেন্টিনা, ইতালি ও ইংল্যান্ড।

Rx ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
Weekly Bangladesh

যুক্তরাষ্ট্রে মানবপাচারকারী বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ ডেস্ক : মানবপাচারকারী একটি আন্তঃদেশীয় চক্রের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষকে অবৈধভাবে পাচারের অভিযোগে বাংলাদেশি নাগরিক সাইফুল্লাহ আল-মামুনকে (৩৯) ব্রাজিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, গত ৮ জুলাই ব্রাজিল থেকে প্রত্যর্পণের পর মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) টেক্সাসের লারেডোতে আদালতে প্রথমবারের মতো হাজির করা হয় আল-মামুনকে। আদালতের নথি অনুযায়ী, আল-মামুন ও তার দুই সহযোগী,বাংলাদেশি নাগরিক মোহাম্মদ মিলন হোসেন (৪৬) এবং মোক্তার হোসেন (৩৮) দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর বিভিন্ন দেশ হয়ে বাংলাদেশিদের অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে সহায়তা করতেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, আল-মামুন ব্রাজিলের সাও পাওলোতে ভুক্তভোগীদের থাকার ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের যাত্রাপথ সমন্বয় করতেন। মোহাম্মদ মিলন হোসেন মেক্সিকোর তাপাচুলায় তাদের আশ্রয় দিয়ে মন্টেরে শহরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এরপর মোক্তার হোসেন মন্টেরেতে তাদের রাখতেন এবং কীভাবে রিও গ্রান্দে নদী পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন। নদী পার হওয়ার সময় অনেকে গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়েন। তদন্তে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশের আশায় ভুক্তভোগীরা বাংলাদেশে অবস্থানকারী বিভিন্ন দালালকে প্রায় দশ হাজার ডলার পর্যন্ত পরিশোধ করতেন।

২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর ব্রাজিলে গ্রেপ্তার হন সাই-ফুল্লাহ আল-মামুন। এর আগে একই মামলায় অভিযুক্ত মোহাম্মদ মিলন হোসেন ও মোক্তার হোসেন দোষ স্বীকার করেন। পরে তাদের প্রত্যেককে ৪৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আল-মামুনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ভুক্তভোগীদের অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করানোর ষড়যন্ত্র, একাধিক মানবপাচার এবং অবৈধ প্রবেশে উৎসাহ ও সহায়তার অভিযোগ আনা হয়েছে। সব অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে মানবপাচারের অভিযোগে তার সর্বনিম্ন পাঁচ বছর এবং সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এছাড়া ষড়যন্ত্রসংক্রান্ত অভিযোগে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। মামলাটি তদন্ত করছে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই)। তদন্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ, কলম্বিয়ার জাতীয় পুলিশ এবং ব্রাজিলে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারাও সহায়তা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, আন্তঃদেশীয় মানবপাচার চক্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স আলফা (জেটিএফএ)-এর আওতায় এ মামলার তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই টাস্কফোর্স যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে মানবপাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে কাজ করছে।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262
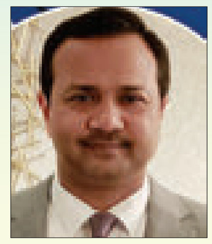
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
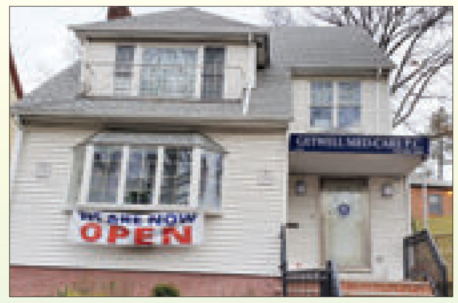

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Root Canal Therapy
Bonding
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

বিয়ে-বিচ্ছেদে কী পেয়েছিলেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল?

বাংলঅদেশ ডেস্ক: সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা এবং বিশ্বমঞ্চে অটিজম আন্দোলনের এক পরিচিত মুখ। স্বামী খন্দকার মাশরুর হোসেনের সঙ্গে দীর্ঘ ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষ করেছেন বিয়ে-বিচ্ছেদে। তবে খালি হাতে নয়, এই বিচ্ছেদের জন্য পেয়েছেন নগদ আড়াই লাখ ডলার, বর্তমান দরে যা তিন কোটি টাকার কিছু বেশি। নগদে এই 'অল্প' টাকা পেলেও স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছেন মার্কিন মুল্লুকের ফ্লোরিডায় দুটি বাড়ি, যেগুলোর বর্তমান বাজারদর প্রায় ১০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। টাইমস অব বাংলাদেশের হাতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি-সংক্রান্ত সরকারি রেকর্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালতের নথিতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। শেখ হাসিনার কন্যা পুতুল আর খন্দকার মাশরুর দুজনেই কানাডার পাসপোর্টধারী, সেদেশের নাগরিক। তবে তাদের বিয়ে হয় ঢাকায়, ১৯৯৫ সালে। শেখ হাসিনা তখন জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী। পুতুলের দাম্পত্য অশান্তি ও বিয়ে-বিচ্ছেদ ছিল বিগত আওয়ামী লীগ আমলে

আড়ালে-আবডালে মুখরোচক আলোচনার বিষয়। কখনো তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হয়নি, এমনকি কোনো গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যেমেও তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তি প্রকাশ হয়নি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে একটি আদালতে ২০২১ সালে করা পুতুল ও খন্দকার মাশরুর হোসেনের বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তির কপি এখন টাইমস অব বাংলাদেশের হাতে।

দুবাই আদালতের ফ্যামিলি গাইডেন্স অ্যান্ড রিফর্মেশন বিভাগে করা এই চুক্তি অনুসারে, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পুতুলকে নগদ আড়াই লাখ মার্কিন ডলার দেবেন খন্দকার মাশরুর রহমান। এর সঙ্গে দেবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় দুজনের যৌথ নামে থাকা দুটি বিশাল সম্পত্তি। এ দুটি সম্পত্তির একটি সেন্ট জনস কাউন্টির ফ্লোরিডার ফ্রুট কোভের ৪৫৬ বে পয়েন্ট ওয়ে'তে, অপরটি মেইটল্যান্ডের ৮৪৫ ইয়র্ক ওয়ে'তে অবস্থিত। চুক্তি অনুযায়ী, এই সম্পত্তি দুটি ফ্লোরিডার 'নেভা ইনকরপোরেটেড' নামের একটি লাভজনক সংস্থার কাছে হস্তান্তর করবেন খন্দকার মাশরুর হোসেন। এই নেভা ইনকরপোরেটেডের আইনি মালিক এবং একমাত্র সুবিধাভোগী হচ্ছেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল! এসব সম্পত্তির বাইরে পুতুলের বিয়েতে পাওয়া উপহার, বিয়ের সামগ্রী, ব্যক্তিগত আসবাবপত্র, পোশাক, অলঙ্কারসহ যাবতীয় স্মারকচিহ্নও ফেরত দেবেন খন্দকার মাশরুর হোসেন। আর পুতুল যেখানে বলবেন, সেখানে এসব সামগ্রী পৌঁছে দিতে হবে। প্রায় ১৩ কোটি ৫২ লাখ টাকার সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও সম্পত্তি পুতুলের কাছে হস্তান্তরের পর খন্দকার মাশরুর হোসেনের কাছে আর কী পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে, তা প্রাপ্ত নথি থেকে জানা যায়নি। একই সঙ্গে বাংলাদেশে তার নামে কোনো দৃশ্যমান ব্যবসা বা পেশাগত কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়নি। বিদেশেও তিনি কোনো ব্যবসা বা চাকরিতে যুক্ত ছিলেন, এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি। এ কারণে বিদেশে এই সম্পদ কীভাবে অর্জিত হয়েছিল, সে বিষয়ে প্রাপ্ত নথি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সরকারি নথি অনুযায়ী, সেন্ট জনস কাউন্টির বাড়িটি ২০০৫ সালের ১ নভেম্বর মাশরুর ও সায়মা যৌথ নামে কেনেন। ক্রয়মূল্য ছিল ২ লাখ ৪৫ হাজার ডলার। এটির বর্তমান বাজারমূল্য ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৪৪০ ডলার। মেইটল্যান্ডের বাড়িটিও তাদের যৌথ মালিকানায় ছিল। চার শয়নকক্ষ ও দুই বাথরুমবিশিষ্ট এই একতলা বাড়িটির বর্তমান বাজারমূল্য ৪ লাখ ৮৪ হাজার থেকে ৫ লাখ মার্কিন ডলারের মধ্যে। পুতুল-মাশরুরের ঘরে মোট চার সন্তান। তাদের মধ্যে চুক্তির সময় খন্দকার মাশরুর অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই সন্তানের অভিভাবক থাকবেন ঠিকই, তবে কাস্টডিয়ান বা জিম্মাদার হবেন পুতুল। তারা যেখানে চায় পড়াশোনা করবে, তাদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের যাবতীয় খরচ বহন করবেন মাশরুর। বিচ্ছেদের চুক্তিতে পুতুলের সাবেক স্বামী হয়ে যাওয়া খন্দকার মাশরুর হোসেন হলেন এক সময়ের প্রভাবশালী মন্ত্রী ফরিদপুরের ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ছেলে। অবশ্য আগে কখনো প্রভাবশালী দূরের কথা, রাজ-নীতিই করেননি খন্দকার মোশাররফ, বরং ছেলের বিয়ের সুবাদে হয়েছেন এমপি ও মন্ত্রী। ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ এক সময় দেশে মাঝারি পর্যায়ের আমলা হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ দিয়ে হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক আমলা। ছেলেকে বিয়ে করিয়েই শেখ হাসিনার বেয়াই হয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েন।

এক বছরের মাথায় ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-৩ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নও পেয়ে যান। তবে সেবার কিংবা ২০০১ সালের নির্বাচনে তার ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি। দুবারই পরাজিত হন বিএনপির চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের কাছে। তবে ২০০৯ সালে তার ভাগ্য খুলে যায়। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের নির্বাচনে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের বিপুল জয়ের সঙ্গে খন্দকার মোশাররফও জয়ী হন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভাতেও জায়গা পেয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই বলে কথা!

প্রথমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মোশাররফ। তবে মন্ত্রিসভায় ছিলেন প্রচণ্ড দাপুটে সদস্য। দ্বিতীয় দফা সরকারের এক পর্যায়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব পান তিনি।তখনো ঠিকঠাকই চলছিল সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও খন্দকার মাশরুর হোসেনের সংসার। তবে ২০১৯ সাল থেকেই সেই সংসারের ছন্দ কাটতে থাকে। এদিকে, ২০১৮ সালের নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়ে এমপি হলেও ২০১৯ সালের আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় আর জায়গা পাননি খন্দকার মোশাররফ হোসেন। অবশ্য তাকে দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য করে আওয়ামী লীগ। এদিকে, পুতুল-মাশরুরের দাম্পত্য সম্পর্ক যত অবনতি হতে থাকে, দেশে খন্দকার মোশাররফেরও কপাল ততই পুড়তে থাকে। ২০২০ থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চরম অবনতি হলে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলী থেকে বাদ পড়েন তিনি। ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ থেকেও তাকে বাদ দেওয়া হয়। সেই বছর থেকেই শুরু হয় খন্দকার মোশাররফ-বিরোধী অভিযান। ২০২১ সালে পুতুল আর মাশরুরের বিবাহ বিচ্ছেদের পর দুর্নীতি-দখলবাজি-টেন্ডারবাজির অভিযোগে মোশাররফ-ঘনিষ্ঠদের গ্রেপ্তার করতে থাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে তার ভাই খন্দকার মোহতেশাম হোসেন বাবরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আওয়ামী লীগের সকল পদ হারালেও এলজিআরডি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন, সেই পদ থেকেও তাকে বাদ দেওয়া হয়। সে বছরই দেশ ছেড়ে সুইজারল্যান্ড চলে যান খন্দকার মোশাররফ হোসেন। আওয়ামী লীগ আমলের শেষ দিকে সরকারি মনোনয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বড় পদে চাকরি বাগিয়েছিলেন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। অফিস করতেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অফিস ভারতের দিল্লিতে। তবে আওয়ামী লীগ পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আপত্তির মুখে তাকে অনির্দিষ্টকালের 'ছুটি' দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। শোনা যায় তিনি এখন কানাডার পাসপোর্টে দুবাইতে সন্তানদের কাছে আর দিল্লিতে মায়ের কাছে যাওয়া-আসা করেন।

আমেরিকার বাজারে কি আবারও বোয়াল পাবদা শিং মাছ পাওয়া যাবে?

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের কাছে বোয়াল, আইড়, পাবদা, টেংরা, শিং ও মাগুর মাছের চাহিদা বরাবরই বেশি। তবে কয়েক বছর ধরে এসব দেশীয় মাছ যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি গ্রোসারি স্টোরগুলোতে প্রায় দেখা যায় না। ফলে অনেক প্রবাসী কানাডা, বিশেষ করে টরন্টো থেকে এসব মাছ সংগ্রহ করছেন। এতে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশ থেকে এসব মাছ কেন আর যুক্তরাষ্ট্রে আসছে না? আবার কি আমদানি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিষয়টি কোনো একক নিষেধাজ্ঞার কারণে নয়। বরং যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য নিরাপত্তা আইন, আমদানি নীতিমালা এবং নির্দিষ্ট কিছু মাছের ক্ষেত্রে কঠোর পরিদর্শন ব্যবস্থার সঙ্গে এটি সম্পর্কিত।

২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে Siluriformes বা ক্যাটফিশ-জাতীয় মাছের আমদানির দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের অধীনস্থ ফুড সেফটি এন্ড ইন্সপেকশন সার্ভিস ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই শ্রেণির মধ্যে বোয়াল, আইড়, মাগুর, শিংসহ বাংলাদেশে জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি মাছ অন্তর্ভুক্ত। এসব মাছ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিদর্শন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের মানের সমতুল্য হিসেবে স্বীকৃত হতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ এখনো সেই সমতুল্য স্বীকৃতি পায়নি। ফলে বাংলাদেশ থেকে এসব ক্যাটফিশ-জাতীয় মাছ যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানির অনুমতি নেই। এ কারণেই দেশীয় বাজারে জনপ্রিয় হলেও বোয়াল, আইড়, শিং বা মাগুর মাছ যুক্তরাষ্ট্রের দোকানগুলোতে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে পাবদা ও টেংরা মাছের ক্ষেত্রেও খাদ্য নিরাপত্তা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, লেবেলিং এবং আমদানি-সংক্রান্ত বিভিন্ন শর্ত পূরণ করতে হয়। অতীতে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া কিছু মাছে খাদ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত অনিয়ম ধরা পড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নজরদারি আরও কঠোর করে। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ থেকে নিষিদ্ধভাবে ক্যাটফিশ-জাতীয় মাছ আমদানির অভিযোগে কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলাও হয়। ওই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়া এসব মাছ আমদানি করা আইনবিরোধী। বাংলাদেশি প্রবাসীদের একটি অংশ জানান, যুক্তরাষ্ট্রে এসব মাছ না পাওয়ায় অনেকে কানাডার টরন্টো থেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে সীমান্ত পার হয়ে খাদ্যপণ্য আনার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনের নিয়ম প্রযোজ্য। তাই অনুমতি ছাড়া বা ঘোষণা না দিয়ে এসব খাদ্যপণ্য বহন করলে তা জব্দ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাহলে কি ভবিষ্যতে আবার বাংলাদেশ থেকে এসব মাছ যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারে? বাংলাদেশের অর্থনীতি খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে তার জন্য বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড সেফটির নির্ধারিত খাদ্য নিরাপত্তা, পরিদর্শন, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ-সংক্রান্ত সব শর্ত পূরণ করে সমতুল্য স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে। এরপরই বাণিজ্যিকভাবে এসব মাছ রপ্তানির পথ খুলতে পারে।

এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বা বাংলাদেশ, কোনো দেশের কর্তৃপক্ষই বাংলাদেশ থেকে বোয়াল, আইড়, পাবদা, টেংরা, শিং বা মাগুর মাছের বাণিজ্যিক আমদানি পুনরায় চালুর বিষয়ে নতুন কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। ফলে আপাতত এসব দেশীয় মাছ আবার যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ফিরবে কি না, তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতে দুই দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আমদানি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের ওপর।

গাজা পুনর্গঠনে ১০০ কোটি ডলারের সহায়তার উদ্যোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার মানুষের জন্য জরুরি সহায়তা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে প্রায় ৮৮৩ দশমিক ৬ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার) বরাদ্দের একটি নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করেছে ইউরোপীয় কমিশন। 'টিম গাজা ইনিশিয়েটিভ' নামে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয় বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিন দাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে। ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছে, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিতে বিপর্যস্ত গাজা উপত্যকার মানুষের জন্য চলমান এবং পরিকল্পিত প্রাথমিক পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ সহায়তা দেবে। এ উদ্যোগে ইউরোপের ১২টি দেশের পাশাপাশি জাপান, বিশ্বব্যাংক এবং ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক অংশ নিয়েছে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রবিষয়ক শীর্ষ প্রতিনিধি কাজা কালাস এক বিবৃতিতে বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তিনি আরও বলেন, গাজার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, পুনরুদ্ধার এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে ধারাবাহিক আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। -আলজাজিরা

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বাজেট সময়োপযোগী ও জনকল্যাণমুখী

—মাওলানা মছব্বির

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশ হেফাজতে ইসলামের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও ঐতিহাসিক শাপলা চত্বর আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী মাওলানা এম.এ. করিম ইবনে মছব্বির ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এটি বর্তমান দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা, জনগণের প্রয়োজন এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত একটি সময়োপযোগী, বাস্তবধর্মী ও জনকল্যাণ-মুখী বাজেট। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "এই বাজেট কোনো অবাস্তব বা উচ্চাভিলাষী বাজেট নয়। বরং

দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কথা বিবেচনা করে একটি সুষম ও দায়িত্বশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে।"

তিনি আরও বলেন, "একটি দেশের বাজেট শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, বরং এটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা। বর্তমান বাজেটে জনকল্যাণ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে আমরা আশাবাদী।" মাওলানা করিম ইবনে মছব্বির মদ, তামাক ও অন্যান্য ক্ষতিকর পণ্যের ওপর কর ও মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "তামাক ও মাদকদ্রব্য মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবার এবং সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর ব্যবহার কমবে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে। এর ফলে মাদকাসক্তি, অপরাধপ্রবণতা ও সামাজিক অবক্ষয় হ্রাস পাবে। একটি সুস্থ, সচেতন ও নৈতিক সমাজ গঠনে এ ধরনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও নৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশও জরুরি। বাজেটে জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়ায় সরকার প্রশংসার দাবিদার।"

মাওলানা এম.এ. করিম ইবনে মছব্বির আশা প্রকাশ করেন যে, বাজেটে ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারবে। পরিশেষে তিনি ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের এই যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ উপদেষ্টা, সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক এবং সরকারের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

থেকে ডানে বাঁক নিয়ে খানিকটা বাঁ দিকে গেলেই একটি খোলা মাঠের পাশে বড়োসড় এক টিনশেড বাড়ি। এই বাড়ির তিনজন ছেলে-মেয়ে সদরুদ্দিন, সাবিনা এবং আমিনাকে পড়াতে হবে। টিউশনিটি জোগাড় করে দেন এরশাদ মাস্টার। এরশাদের সঙ্গে নুরুল ইসলামের লজিং মাস্টার মিজানের বন্ধুত্ব ছিল, যদিও এরশাদ বয়সে অনেক বড়ো, শুনেছি গ্রামে তার বউ, বাচ্চা আছে কিন্তু তিনি ঢাকায় লজিং থেকে চাকরি করেন। এও শুনেছি তিনি মাস্টার্স পাস করে কোনো একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি করেন। হিসেবটা কিছুতেই মিলছে না, মাস্টার ডিগ্রি পাস করা একজন মানুষ, প্রাইভেট ফার্মে ভালো চাকরি করেন, স্ত্রী, সন্তান আছে, তিনি লজিং থাকবেন কেন? তার তো ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া করে স্ত্রী, সন্তান নিয়ে সুখের সংসার পাতার কথা। শুধু তাই নয়, তিনি যে বাড়িতে লজিং থাকেন সেই বাড়ির বাচ্চাদের পড়াবার জন্য আমাকে প্রাইভেট টিউটর হিসেবে রাখা হয়েছে। এরশাদ মাস্টারের বিষয়টা বড়ই রহস্যময়।

একজন মাস্টার লজিং রাখার জন্য তো একটা ঘর দিতে হয়, তাকে তিনবেলা খাওয়াতে হয়, বেশ একটা খরচ আছে। এতোসব করে আবার বাচ্চাদের পড়াবার জন্য বাড়তি টাকা দিয়ে আরেকজন প্রাইভেট মাস্টার কেন রাখা হবে? অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই রহস্যের জট খুলে গেছে। এরশাদ মাস্টার এই বাড়িতে লজিং ছিলেন বটে, এখন তিনি এ-বাড়ির জামাই, তাদের বড়ো মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়েছেন। গ্রামে যে তার আরেকটি সংসার আছে এই কথাও নাকি সত্যি। রহস্য আরো একটি উন্মোচিত হয়েছে। আমাকে রাখা হয়েছে শুধু পড়াবার জন্য না, তাদের দ্বিতীয় কন্যা সাবিনার সম্ভাব্য পাত্র হিসেবে। এরশাদ মাস্টার নাকি অনেক ভেবে-চিন্তে আমাকে খুঁজে বের করেছেন।

সদরুদ্দিন দশম শ্রেণির ছাত্র। সাবিনা পড়ে অষ্টম শ্রেণিতে, আমিনা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। ওদের আদি বাড়ি লালবাগ, একেবারে খাঁটি ঢাকাইয়া। সদরুদ্দিনকে ওরা ডাকে ছাদ্দু, সাবিনাকে ছাবিনা, আমিনাকে আমিনাই ডাকে। ছাদ্দু এবং আমিনার গায়ের রং কুচকুচে কালো, সাবিনা ফর্শা এবং মিষ্টি চেহ-ারার একটি মেয়ে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়লেও নারীত্বের আভাস ওর দেহ ও মনে বিদ্যমান। আমিনা আমার সঙ্গে হেসে হেসে এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় দুলাভাইয়ের সঙ্গে রসিকতা করছে। সাবিনা আপ্রাণ চেষ্টা করে আমার সঙ্গে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলে আমাকে ইম্প্রেস করতে।

অল্প দিনের মধ্যেই আমি সব বুঝে ফেলি কিন্তু টিউশনিটা ছাড়তে পারছি না কারণ আমার টাকার দরকার। রোজ বিকেলে পড়াতে এলে মুগলাই পরোটা, ডালপুরি, নু-ডুলস, সেমাই, জর্দ্দা এমন নানান মুখরোচক নাশতা খেতে দেয়। মাঝে মাঝে ফালুদা, কুলফিসহ আরো নানান মজাদার ঢাকাইয়া খাবার-দাবার আসে। মালাই ভাসা চা তো আছেই। অনেকটা জামাই আদর। ছাদ্দুর মাথা ভর্তি গোবর। যত পড়াই, যত বোঝাই কিছুই ওর মাথায় ঢোকে না। সাবিনা প্রথম কিছুদিন ভালোই করছিল হঠাৎ কী হলো, সেও ভাইয়ের পথ ধরে। একদিনও হোমওয়ার্ক করছে না, পড়া ধরলে কিছুই পারে না, এমন কী আগের দিন কী পড়ালাম সেটাও মনে করতে পারে না। পড়া জিজ্ঞেস করলে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর মিষ্টি করে হাসে। ছাদ্দুকে পড়া না পারলে বেত্রাঘাত করি, মাঝে মাঝে সাবিনাকেও পিটাই কিন্তু অমন সুন্দর একটা মেয়েকে পিটাতে খুব মায়া লাগে। ছাদ্দুকে আঘাত করলে চিৎকার করে কিন্তু সাবিনা কোনো শব্দ করে না, শুধু ওর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আমিনা খুব শার্প, যা পড়া দেই সব ঠিক মত করে ফেলে। সাবিনা কেন হোম ওয়ার্ক করে নাই এই বিষয়ে রোজই আমিনা একটা কৈফিয়ত দেয়। আম্মির লগে লালবাগ গেছিল, ফুপ্পি আইছিল, আরো কত কী।

দুইদিন পরে ঈদ। আজ বৃষ্টি হয়েছে খুব। ভেবেছিলাম এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কাদা ঠেলে পড়াতে যাবো না কিন্তু না গেলে তো বেতনটা ঈদের আগে পাব না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাই। বেতনের টাকার সঙ্গে একটা ব্যাগ আমার হাতে তুলে দিল সাবিনার আম্মা। মাস্টার সা'ব আপনের ঈদের বখসিস। ব্যাগটা আমি আর ওখানে খুলি নাই। সত্যি কথা বলতে কী ঈদের আগে এইরকম অপ্রত্যাশিত একটা উপহারের প্যাকেট পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। বাসায় এসে আম্মাকে বলি, আম্মা আমার টিউশনি-বাড়ি থেকে ঈদের উপহার দিয়েছে। আম্মার সামনে প্যাকেটটা খুলে দেখি একটি পাঞ্জাবী, একটি স্যান্ডো গেঞ্জি আর একটি শাদা লুঙ্গি।

লুঙ্গি দেখে আমরা সবাই হাসতে হাসতে মরে যাই। ঈদের দিন মাস্টারকে লুঙ্গি উপহার দেয় এমন ঘটনা আর কখনো দেখিনি, শুনি-নওনি। ঈদের পর পড়াতে গেলে ওরা সবাই জিজ্ঞেস করে ঈদের উপহার আমার পছন্দ হয়েছে কী-না। আমি বলি, লুঙ্গি কি ঈদের উপহার? ছাদ্দু বলে, হ তো। বেবাকতেরেই তো আব্বা লুঙ্গি, পাঞ্জাবী আর গেঞ্জি দিছে, এরশাদ স্যাররে ভি। পরে আমি এরশাদ মাস্টারকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, এটা ঢাকাইয়া প্রথা। ওরা প্রতি ঈদে সবাইকে নতুন লুঙ্গি, পাঞ্জাবি আর গেঞ্জি উপহার দেয়। নতুন লুঙ্গি পরে সবাই ঈদের নামাজ পড়তে যায়। এই টিউশনিটা আমি খুব বেশি দিন করিনি। অল্প কিছুদিন পরেই ছেড়ে দিই। আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেয় কি-না এই ভয়ে না। ছেড়ে দিই, কারণ ওরা পড়ালেখায় একদমই মনোযোগী না। আমার ছাত্র-ছাত্রী ফেইল করবে এই অপবাদ আমি নিতে পারব না। ওটা ছেড়ে দিয়ে একটি নতুন টিউশনি নেই শাহজাদপুরে, ছাত্রের নাম সোহেল, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। দারুণ মেধাবী। ওকে পড়িয়ে খুব মজা পেয়েছি। খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। আমার জীবনে যত টিউশনি করেছি সম্ভবত সোহেলই ছিল সেরা ছাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন

(শেষ পাতার পর)

বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড চেয়েছেন প্রসিকিউটররা। মামলার তদন্তে গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া রক্তের দাগ, গুলি এবং অন্যান্য আলামতকে হত্যাকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তদন্তকারীরা।সম্প্রতি ফ্লোরিডার লেক কাউন্টির একটি গ্র্যান্ড জুরি শাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত প্রথম-ডিগ্রি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তপত্র গঠন করেছে। এর পরই ফ্লোরিডার পঞ্চম বিচারিক সার্কিটের স্টেট অ্যাটর্নির কার্যালয় জানায়, মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড চাওয়া হবে। তদন্তের তথ্য অনু-যায়ী, ২০২৫ সালের ২ মে মনিকা ইসলাম নিখোঁজ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাউন্ট ডোরা এলাকার একটি সড়কের পাশে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তে নিশ্চিত হয়, মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তদন্তকারীরা জানান, নিখোঁজ হওয়ার আগে মনিকা ইসলামকে সর্বশেষ শাহিদুল ইসলামের গাড়ির দিকে হেঁটে যেতে দেখা যায়। এরপর থেকেই তাঁকে আর জীবিত অবস্থায় কেউ দেখেননি।

মামলার তদন্তে আরও উঠে এসেছে, ঘটনার দিন সকালে শাহিদুল ইসলাম ইন্টারনেটে একাধিক সন্দেহজনক বিষয় অনুসন্ধান করেছিলেন। পরে তাঁর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মনিকা ইসলামের ডিএনএর সঙ্গে মিল থাকা রক্তের দাগ, যাত্রীর পাশের দরজায় আটকে থাকা একটি গুলি এবং ভাঙা জানালার চিহ্ন উদ্ধার করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তাদের দাবি, এসব আলামত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অভিযুক্তের সম্পৃক্ততার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। অভিযোগে বলা হয়েছে, হত্যার পর শাহিদুল ইসলাম একটি ভাড়ার গাড়ি নিয়ে নিউইয়র্কে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়, অঙ্গরাজ্য এবং ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পুনঃপ্রবেশ-সংক্রান্ত ফেডারেল মামলার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাঁকে আবার লেক কাউন্টিতে ফিরিয়ে এনে হত্যা মামলার বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছে। তদন্তে সম্ভাব্য হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তথ্য উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের ধারণা, বাংলাদেশে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এই ঘটনার পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে। আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০২৪ সালে মনিকা ইসলাম পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সে সময় তাঁর স্বামী রাশেদুল ইসলাম এবং দেবর শাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে হুমকি ও নির্যাতনের অভিযোগও তদন্তের আওতায় আসে। ফ্লোরি-ডার পঞ্চম বিচারিক সার্কিটের স্টেট অ্যাটর্নি বিল গ্ল্যাডসন বলেছেন, কোনো রায়ই নিহতের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না। তবে আইন অনুযায়ী অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ জবাবদিহির আওতায় আনতে তাঁর কার্যালয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে। মামলাটি এখন বিচারাধীন। আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শাহিদুল ইসলাম আইনগতভাবে অভিযুক্ত, দোষী সাব্যস্ত নন। যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে ফ্লোরিডার প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন বিবেচনা করা হবে।

কলকাতায় ১৩৬ বছরের মসজিদে নামাজ বন্ধ

বাংলাদেশ ডেস্ক : কলকাতা বিমানবন্দরের ভেতরে অবস্থিত ১৩৬ বছরের পুরনো গৌরীপুর জামে মসজিদে (বাঁকড়া মসজিদ) প্রবেশাধিকার ও নামাজ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, চীন ও বাংলাদেশের পাশাপাশি হওয়ায় এই বিমানবন্দরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম; তাই জাতীয় নিরাপত্তা ও বিমানবন্দরের সুরক্ষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, পূর্ববর্তী সরকারগুলোর তোষণ রাজ-নীতির কারণে রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ আটকে ছিল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে দুই শত নির্মাণশ্রমিক নিয়োগ

(শেষ পাতার পর)
এই নিয়োগে আবেদন গ্রহণ করা হবে সীমিতসংখ্যক প্রার্থীর কাছ থেকে। তাই আগ্রহীদের দ্রুত আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের শ্রম বিভাগ জানিয়েছে, নির্মাণ ও সাধারণ ভবন শ্রমিকদের স্থানীয় ইউনিয়ন ৭৯-এর যৌথ শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষণ কমিটি এই নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে ১০ জুলাই এবং চলবে ২৩ জুলাই পর্যন্ত। এই নিয়োগে 'আগে আসলে আগে পাবেন' নীতি অনুসরণ করা হবে। মাত্র প্রথম দুই হাজার আবেদনকারী আবেদনপত্র পাওয়ার সুযোগ পাবেন। টানা ১০ কার্যদিবস প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য আবেদন গ্রহণ করা হবে।

আগ্রহীদের নির্ধারিত সময়ে এমটিটিএফের ওয়েবসাইটে গিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন ৭৯-এর আবেদনের অংশে প্রবেশ করে প্রাথমিক তথ্য জমা দিতে হবে। আবেদন গ্রহণ হলে প্রার্থীর কাছে প্রথমে নিশ্চিতকরণ বার্তা এবং পরে পৃথক বার্তায় মূল আবেদনপত্র পাঠানো হবে।যাঁদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই, তাঁরা স্থানীয় গ্রন্থাগার অথবা নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের শ্রম বিভাগের কর্মসংস্থান কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

ইলেকট্রনিক বার্তায় পাওয়া আবেদনপত্র ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। এরপর নিজের হাতে স্বাক্ষর করে লং আইল্যান্ড সিটির ৪২-৫৩, ২১ নম্বর স্ট্রিটে অবস্থিত কার্যালয়ে সরাসরি জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র চাওয়ার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এবং অবশ্যই ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে এটি জমা দেয়া বাধ্যতামূলক।এই শিক্ষানবিশ কর্মসূচিতে অংশ নিতে হলে প্রশিক্ষণ শুরুর সময় আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। পাশাপাশি শারীরিকভাবে কঠিন পরিবেশে কাজ করার সক্ষমতার বিষয়েও অঙ্গীকার দিতে হবে।কাজের প্রয়োজনে উঁচু স্থানে, বদ্ধ জায়গায় কিংবা অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা পরিবেশে কাজ করতে হতে পারে। এ ছাড়া ৯৪ পাউন্ড ওজনের নির্মাণসামগ্রী ৩০ ফুট পর্যন্ত বহন করা এবং বেলচা দিয়ে আধা ঘন গজ বালু সরানোর মতো শারীরিক সক্ষমতাও থাকতে হবে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রত্যেক প্রার্থীকে নিজ খরচে মাদক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পরীক্ষায় পাস না করলে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

যাঁরা সম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা দেবেন, তাঁদের সেদিনই সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময় জানিয়ে দেয়া হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা দিলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।শ্রম বিভাগ জানিয়েছে, এই নিয়োগে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ বা বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না। বিশেষ করে নারী এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি রয়েছে— এমন বাংলাদেশিদের জন্যও এই শিক্ষানবিশ কর্মসূচি নির্মাণ খাতে দক্ষতা অর্জন এবং স্থায়ী কর্মজীবন গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হতে পারে।

নিউইয়র্কে সাশ্রয়ী মূল্যে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সুযোগ

(শেষ পাতার পর)
সমবায় আবাসন প্রকল্পে নির্দিষ্ট আয়ের যোগ্য আবেদনকারীদের জন্য লটারির আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম PIX11 জানিয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় এক, দুই ও তিন শয়নকক্ষের অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সুযোগ থাকছে। এক শয়নকক্ষের ইউনিটের ক্রয়মূল্য শুরু হচ্ছে ১ হাজার ৮২০ ডলার থেকে। তবে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার পাশাপাশি প্রতি মাসে নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ খরচও পরিশোধ করতে হবে। প্রকল্পটির অনেক অ্যাপার্টমেন্টে বড় ব্যক্তিগত টেরেস রয়েছে। এছাড়া ভবনে ইনডোর ও আউটডোর পার্কিং, স্থায়ী ব্যবস্থাপনা অফিস, কমিউনিটি রুম এবং লন্ড্রি সুবিধাও রয়েছে। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, এক শয়নকক্ষের অ্যাপার্টমেন্টের মূল্য ১ হাজার ৮২০ থেকে ২ হাজার ৪৬০ ডলার। মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ৭১৭ দশমিক ১৫ থেকে ৯৩৯ দশমিক ৭১ ডলার। এই ইউনিটের জন্য পরিবারের সদস্যসংখ্যা হতে হবে ১ থেকে ২ জন এবং বার্ষিক পারিবারিক আয় হতে হবে ২৮ হাজার ৬৮৬ থেকে ১ লাখ ২৯ হাজার ৬০০ ডলারের মধ্যে।

দুই শয়নকক্ষের অ্যাপার্টমেন্টের মূল্য ২ হাজার ৩৮০ থেকে ২ হাজার ৯১০ ডলার। মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ৯২২ দশমিক ০৪ থেকে ১ হাজার ১২৪ দশমিক ৫২ ডলার। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ২ থেকে ৪ জন এবং বার্ষিক আয় ৩৬ হাজার ৮৮১ দশমিক ৬০ থেকে ১ লাখ ৬২ হাজার ডলার হতে হবে। তিন শয়নকক্ষের ইউনিটের মূল্য ৩ হাজার ৩৮০ থেকে ৩ হাজার ৯০০ ডলার। মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ১ হাজার ১৯২ দশমিক ৫৭ থেকে ১ হাজার ৪৩৫ দশমিক ২৩ ডলার। এসব ইউনিটের জন্য পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৪ থেকে ৬ জন এবং বার্ষিক আয় ৪৭ হাজার ৭০২ দশমিক ৮০ থেকে ১ লাখ ৮৮ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। যারা কাগজের আবেদনপত্র চান, তারা নির্ধারিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিউইয়র্ক সিটির মতো উচ্চমূল্যের আবাসন বাজারে Mitchell-Lama কর্মসূচি মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসনের সুযোগ তৈরি করে আসছে। তবে আবেদনকারীদের নির্ধারিত আয়, পরিবারের সদস্যসংখ্যা এবং অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। লটারিতে নির্বাচিত হওয়ার পরও চূড়ান্ত যোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে আবেদন অনুমোদন করা হবে।

বাতিল হচ্ছে বছরে দুইবার ঘড়ির সময় পরিবর্তনের নিয়ম

(শেষ পাতার পর)
আরও এক ধাপ এগিয়েছে। দেশটির প্রতিনিধি পরিষদ (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) মঙ্গলবার সানশাইন প্রোটেকশন অ্যাক্ট নামে একটি বিল পাস করেছে, যার লক্ষ্য ডে-লাইট সেভিং টাইম (ডিএসটি) সারা বছর কার্যকর রাখা।প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি ৩০৮-১১৭ ভোটে পাস হয়। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানউভয় দলের সদস্যরাই বিলটির পক্ষে ভোট দেন। এটি আইনে পরিণত হলে প্রতি বছর মার্চ ও নভেম্বর মাসে ঘড়ির সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে বা পিছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।ভোট গণনার শেষ মুহূর্তে অধিবেশনে দায়িত্ব পালনকারী রিপাবলিকান সদস্য স্কট ডেসজারলেইস নিজের মোবাইল ফোনে দ্য বিটলসের জনপ্রিয় গান Here Comes the Sun বাজিয়ে পরিবেশকে কিছুটা ভিন্নমাত্রা দেন।বিলটির প্রস্তাবক ফ্লোরিডার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ভার্ন বুকানান বলেন, বছরে দুইবার ঘড়ির সময় পরিবর্তনের কারণে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও কাজের সূচি অযথাই ব্যাহত হয়। তাই এই নিয়ম বাতিল করা প্রয়োজন।

এখন প্রতিনিধি পরিষদে বিলটি পাস হওয়ায় এটি সিনেটে উত্থাপন করা হবে। সিনেটেও একই নামে একটি বিল জানুয়ারি ২০২৫ সালে উত্থাপন করেছিলেন ফ্লোরিডার রিপাবলিকান সিনেটর রিক স্কট।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও দীর্ঘদিন ধরে ঘড়ির সময় পরিবর্তনের নিয়ম বাতিলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর তিনি এ বিষয়ে আইন পাসে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন।মে মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছিলেন, বছরে দুইবার ঘড়ির সময় পরিবর্তনের এই "অযৌক্তিক" ব্যবস্থা বন্ধ করতে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। তাঁর মতে, এতে মানুষের সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় কমবে।যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ডে-লাইট সেভিং টাইম চালু করা হয়। পরে এটি বাতিল হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবার চালু করা হয়। ১৯৬৬ সালে দেশজুড়ে সময় পরিবর্তনের নিয়ম একীভূত করা হয়। তবে হাওয়াই, অ্যারিজোনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলড়যেমন পুয়ের্তো রিকো ও ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জড়এই নিয়ম অনুসরণ করে না।তবে স্থায়ীভাবে ডে-লাইট সেভিং টাইম চালুর বিরোধীরাও রয়েছেন। তাদের মতে, এতে শীতকালে সকাল আরও অন্ধকার থাকবে, যা ভোরে চলাচলকারী মানুষের জন্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া সকালে বেশি প্রাকৃতিক আলো থাকলে ঘুমের স্বাভাবিক চক্র ও স্বাস্থ্যের জন্যও তা উপকারী বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশ কোনো না কোনোভাবে ডে-লাইট সেভিং টাইম অনুসরণ করে। এর বেশিরভাগই ইউরোপের দেশ। ইউরোপে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, জর্জিয়া, আইসল্যান্ড, রাশিয়া ও তুরস্কে এই ব্যবস্থা নেই। আর আফ্রিকায় বর্তমানে শুধু মিশরেই ডে-লাইট সেভিং টাইম চালু রয়েছে।

চিপভিত্তিক ইবিটি কার্ড চালু করবে নিউইয়র্ক

(শেষ পাতার পর)
হোচুল ১৩ জুলাই এ ঘোষণা দিয়ে বলেন, আধুনিক চিপ প্রযুক্তি স্কিমিংয়ের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে এবং নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর খাদ্য সহায়তা আরও নিরাপদ করবে। স্টেটের অফিস অব টেম্পোরারি অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যাসিস্ট্যান্স (ওটিডিএ) এ লক্ষ্যে ফিডেলিটি ইনফরমেশন সার্ভিসেস (এফআইএস)-এর সঙ্গে চুক্তি করেছে। ২০২৭ অর্থবছরের বাজেটে প্রকল্পটির জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং প্রায় ২০ লাখ নতুন চিপভিত্তিক ইবিটি কার্ড বিতরণ করা হবে। বর্তমানে ব্যবহৃত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মতোই নিরাপদ ইএমভি (EMV) চিপ প্রযুক্তি এতে ব্যবহার করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) তথ্য অনুযায়ী, ইতোমধ্যে পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে চিপভিত্তিক ইবিটি কার্ড চালু হয়েছে এবং নিউইয়র্কসহ আরও পাঁচটি অঙ্গরাজ্য একই প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কাজ করছে। এ জন্য ওটিডিএ খুচরা বিক্রেতা ও সুপারমার্কেটগুলোকে ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ তাদের পেমেন্ট টার্মিনাল হালনাগাদ করার নির্দেশ দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্কিমিং ডিভাইসের মাধ্যমে ইবিটি কার্ডের তথ্য ও পিন চুরি করে সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা বেড়েছে। এদিকে ২০২৪ সালের শেষ দিকে ফেডারেল সরকার চুরি হওয়া স্ন্যাপ সুবিধার অর্থ প্রতিস্থাপনের কর্মসূচির অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়, যা ভুক্তভোগীদের জন্য সংকট আরও বাড়িয়েছে। নতুন চিপযুক্ত কার্ড স্ন্যাপের পাশাপাশি পাবলিক অ্যাসিস্ট্যান্স কর্মসূচির সুবিধাভোগী-রাও ব্যবহার করতে পারবেন। নতুন কার্ড চালুর আগ পর্যন্ত গ্রাহকদের ইবিটিএজ (ebtEDGE) অ্যাপ বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে কার্ড ফ্রিজ/আনফ্রিজ, অনলাইন লেনদেন বা অন্য অঙ্গরাজ্যে ব্যবহার বন্ধ রাখার সুবিধা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে ওটিডিএ। সংস্থাটি আরও সতর্ক করেছে, ওটিডিএ বা ইবিটি কার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কখনোই ফোন, ই-মেইল বা টেক্সট বার্তায় কার্ড নম্বর, পিন বা ব্যক্তিগত তথ্য চায় না। এ ধরনের অনুরোধ এলে তা প্রতারণা হিসেবে বিবেচনা করে কোনো তথ্য শেয়ার না করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সিনেটে ১.১৫ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বিল আটকে দিলেন ডেমোক্র্যাটরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরান যুদ্ধ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে ১ দশমিক ১৫ ট্রিলিয়ন বা ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি ডলারের বার্ষিক প্রতিরক্ষা নীতিমালা বিল (এনডিএএ) আটকে দিয়েছেন মার্কিন সিনেটের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসের অনুমোদন বা পরামর্শ ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছেন। খবর রয়টার্স। বিলটি পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে সিনেটে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কের সিনেটর এবং সিনেটে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা চাক শুমার ভোটের আগে জানান, ট্রাম্প কোনো অনুমোদন, কৌশল ছাড়া এবং সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই এ যুদ্ধ শুরু করেছেন। এ কারণে বিলটির বিপক্ষে ভোট দেবেন। ভোটে বিলটির পক্ষে ৫০টি এবং বিপক্ষে ৪৬টি ভোট পড়ে। কিন্তু পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়ার জন্য সিনেটে প্রয়োজনীয় ৬০ ভোট না পাওয়ায় বিলটি এগোতে পারেনি। ভোটাভুটি ছিল পুরোপুরি দলীয় আনুগত্যনির্ভর। সব রিপাবলিকান সদস্য বিলটির পক্ষে ভোট দেন। তবে সিনেটে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জন থুন সিনেটের নিয়ম অনুযায়ী পুনর্বিবেচনার সুযোগ রাখতে কৌশলগত কারণে 'না' ভোট দেন। গত মাসে সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক সিনেট কমিটিতে এনডিএএ নিয়ে আলোচনার সময় ডেমোক্র্যাট দলের নয়জন সদস্য বিলটির বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে বিলটি বাধার মুখে পড়বে বলে আগেই ধারণা করা হচ্ছিল। অথচ অতীতে এনডিএএ সাধারণত দুই দলেরই শক্তিশালী সমর্থন পেয়ে এসেছে। ডেমোক্র্যাটদের আশঙ্কা, এত বড় প্রতিরক্ষা বাজেট অনুমোদন করলে সেটিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মাধ্যমে ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া ইরান যুদ্ধের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থন হিসেবে দেখা হবে। এমন সময় এ ভোট অনুষ্ঠিত হলো, যখন ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সব বন্দর ঘিরে পুনরায় নৌ অবরোধ আরোপ করেছে এবং সংঘাত আরো বাড়িয়ে নতুন করে হামলা শুরু করেছে।

ডেমোক্র্যাটরা আরো অভিযোগ করেন, ট্রাম্প প্রশাসন প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে মোট ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিতে চাইলেও একই সময়ে সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের জন্য সামাজিক কর্মসূচির বাজেট কমানো হচ্ছে। এনডিএএতে ১ দশমিক ১৫ ট্রিলিয়ন ডলার অনুমোদনের পাশাপাশি ট্রাম্প বাজেট রিকনসিলিয়েশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরো ৩৫০ বিলিয়ন ডলার অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছেন। এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন ছাড়াই অর্থ বরাদ্দ পাস করানো সম্ভব। বিলটির পক্ষে বক্তব্য দিতে গিয়ে জন থুন অভিযোগ করেন, ডেমোক্র্যাটরা জাতীয় নিরাপত্তার চেয়ে রাজনৈতিক বিষয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'বিলটি আমাদের সামরিক বাহিনীকে আজ প্রস্তুত রাখবে এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতাও নিশ্চিত করবে।'

এবারের এনডিএএ-তে রেকর্ড ১ দশমিক ১৫ ট্রিলিয়ন ডলার প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অনুমোদন রাখা হয়েছে। এতে যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা কতটি কেনা হবে, সেনাসদস্যদের বেতন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ভূরাজনৈতিক হুমকি মোকাবেলার পরিকল্পনা-সহ প্রতিরক্ষা খাতের বিস্তৃত বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এনডিএএ-কে দুই দলের কাছেই 'অবশ্যই পাস হওয়া' আইন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিবছরই এটি আইনে পরিণত হয়েছে। তবে এই বিল অনুমোদনের সুযোগ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। প্রতি বছর প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে আলাদাভাবে এনডিএএর নিজস্ব সংস্করণ পাস করে। পরে দুই কক্ষের সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটির আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতা সংস্করণ তৈরি হয়, যা আবার প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে ভোটে তোলা হয়। সমঝোতা বিলটি উভয় কক্ষে পাস হলে সেটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পাঠানো হবে। তিনি চাইলে এতে স্বাক্ষর করে আইন হিসেবে কার্যকর অথবা ভেটো দিতে পারবেন।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: aziz@nyhcs.org

www.nyhcs.org

Contact with us 718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী
Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সূযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:
- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES
- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইলে প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

আমি প্রতারণা করিনি -প্রভা

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা সম্প্রতি একটি পডকাস্টে হাজির হয়ে নিজের অতীত জীবনের এক ঝড়ো অধ্যায় এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন। দীর্ঘদিনের গুঞ্জন ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে প্রভা জানিয়েছেন, তিনি কারও সাথে কোনো ধরনের প্রতারণা বা বিশ্বাসভঙ্গ করেননি। ঘটনার অন্তরালে যে অনেক ঘটনা থাকে, সেটাই তিনি দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। পডকাস্টে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে সাদিয়া জাহান প্রভা বলেন, 'আমার ছোট্ট করে শুধু একটু বলার আছে, এটা যদিও খুব একটা প্রয়োজনীয় না। আমাকে মানুষজন বলে যে আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। শুধু আমার এতটুকুই বলার আছে যে, আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি। ঘটনার পেছনে তো আসলে অনেক ঘটনা থাকে। প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন আমি আমার ফ্যামিলিকে এবং যার সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়েছিল তাকেড়যেহেতু আমার একটা ভয়ও ছিল, প্রতিটা জায়গা থেকে আমি চেষ্টা করেছিলাম যে এটা বিয়ে পর্যন্ত না গড়ায়।' 'মুরুব্বিরা মিলেই যেহেতু কথাবার্তা বলছিলেন। একটা পুরো সময় ছিল যখন আমার ফ্যামিলি এগেইন্সটে ছিল। কারণ ওই সময়ে ব্রোকেন ফ্যামিলি থেকে আসা একটা ছেলে, স্বভাবতই আসলে কেউ চায় না। এখন আমরা দেখি আমাদের অনেক ফ্রেন্ডরা ব্রোকেন ফ্যামিলি থেকে আসছে, কিন্তু বাচ্চাগুলো অনেক মানুষের মতো মানুষ হয়েছে।'

এনগেজমেন্টের পর সম্পর্ক ভাঙার কঠিন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'এনগেজমেন্ট হয়ে যাওয়া একটা জিনিসকে ভাঙা, সেটা সহজ ছিল না। আমাদের তো অনেকদিনের একটা গ্যাপ ছিল, প্রায় ৯-১০ মাসের। ব্রেকআপ-প্যাচআপ যেই সেগমেন্টটাকে বলে ছিল।' তার কথায়, 'বাট ওই সময় একদম লম্বা গ্যাপ ছিল এবং ওই সময় আমার সাথে যা হয়েছে, আমি আমার লয়ালিটির জায়গা থেকে জানিয়েছি কার সাথে আমার সম্পর্ক হয়েছিল। সবকিছুই আসলে অনেক ক্লিয়ার ছিল। একদম হুট করে ওয়ান ফাইন মর্নিং আমি জাস্ট বললাম আমি এটা করে ফেলেছি, এরকম কোনো কিছু না।' সমালোচকদের উদ্দেশে নিজের মানসিক অবস্থা তুলে ধরে প্রভা বলেন, 'এক্সপ্লেনেশন করার কিছুই নাই। কারণ আমি জানি যারা আমাকে ভালোবাসে, হয় না যে ওরা আমাকে আমার জায়গাতে, ওরা ওদেরকে রেখে ফিল করতে পারে। ওরা অলরেডি জানে, আই হ্যাভ বিন থ্রু আ লট। এতটুকুই জাস্ট, আমি আসলে প্রতারণা করিনি। ওয়ান ফাইন মর্নিং আমি জাস্ট ফোন দিয়ে বলি নাই, বা সে উঠে পত্রিকা খুলে দেখেনি যে আই গট ম্যারিড।'

এবার পর্দায় ভিলেন হতে চান পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে রোমান্টিক ও 'মিষ্টি মেয়ে' ইমেজেই দর্শকের হৃদয় জয় করেছেন চিত্রনায়িকা দিলারা হানিফ পূর্ণিমা। তবে এবার সেই চেনা ছক ভাঙতে চান তিনি। প্রথমবারের মতো পর্দায় খলনায়িকা বা ভিলেন চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগে 'এ জীবন তোমার আমার' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে পূর্ণিমার। এরপর একের পর এক ব্যবসাসফল সিনেমায় অভিনয় করে ঢালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকায় পরিণত হন তিনি। তবে দীর্ঘ ২৮ বছরের অভিনয়জীবনে কখনো নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যায়নি তাকে। সম্প্রতি নিজের জন্মদিন উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসে অভিনয়জীবনের অপূর্ণ ইচ্ছার কথা তুলে ধরেন পূর্ণিমা। তিনি জানান, ভবিষ্যতে এমন একটি শক্তিশালী খলচরিত্রে অভিনয় করতে চান, যা দর্শকদের কাছে তাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করবে। পূর্ণিমা বলেন, 'আমার খুব ইচ্ছা খলনায়িকা বা ভিলেন টাইপ চরিত্রে অভিনয় করার। পর্দায় এমন একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চাই, যার প্রতি মানুষের তীব্র ঘৃণা তৈরি হবে।'

অভিনেত্রীর ভাষ্যমতে, এখন পর্যন্ত কেউ তাকে এমন চরিত্রে কল্পনাই করেননি। কারণ, দর্শক ও নির্মাতারা তাকে বরাবরই রোমান্টিক ও কোমল স্বভাবের চরিত্রে দেখে অভ্যস্ত। পূর্ণিমা বলেন, 'এখন পর্যন্ত খলচরিত্রে অভিনয় করা হয়নি আমার। আমাকে নিয়ে হয়তো কেউ তেমনটা চিন্তাই করেননি। সবাই ভাবেন, আমার চেহারার সঙ্গে নেতিবাচক চরিত্র ঠিক জমবে না। দর্শকরা আমাকে রোমান্টিক ও পরিপাটি লুকে দেখতেই অভ্যস্ত। তবে এবার এর বিপরীতে কিছু হলে খুব ভালো হতো।' উল্লেখ্য, কয়েক বছর ধরেই অভিনয়ে অনিয়মিত পূর্ণিমা। সবশেষ ২০২৪ সালের রোজার ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত ছটকু আহমেদ পরিচালিত 'আহারে জীবন' সিনেমায় তাকে দেখা যায়। এর আগে ২০২৩ সালে কাজল আরেফিন অমির ওয়েব সিরিজ 'হোটেল রিলাক্স'-এর মাধ্যমে ওটিটিতে অভিষেক হলেও এরপর নতুন কোনো কাজ নিয়ে পর্দায় হাজির হননি তিনি।

রুক্মিণীর সঙ্গে এক যুগের প্রেম, তবু কেন বিয়ে করছেন না দেব?

বিনোদন ডেস্ক : টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি দেব ও রুক্মিণী মৈত্র। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরে সম্পর্কে থাকলেও এখনও বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি এই তারকা জুটি। তাই প্রতি বছরই তাদের বিয়ে নিয়ে ভক্তদের মধ্যে জল্পনা তৈরি হয়। এবার সেই প্রসঙ্গই উঠে এলো জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'দাদাগিরির আসন্ন পর্বে, যেখানে দেবকে নিয়ে মজার মন্তব্য করে আলোচনায় এসেছে অনুষ্ঠানের 'এআই মহাশয়'। আসন্ন পর্বে 'তারে ধরি ধরি মনে করি' ছবির পুরো টিম অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠান চলাকালে স্বাভাবিকভাবেই দেবের বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে। তখন 'এআই মহাশয়' দেবের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে পুরোনো ট্রোলের প্রসঙ্গ টেনে তাকে একটি সংস্কৃত বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে বলেন।

মন্ত্রটি ছিলড়যদিয়ং হৃদয়ং তব, তদিয়ং হৃদয়ং মম। কঠিন সংস্কৃত মন্ত্রটি বলতে কিছুটা ইতস্তত করেন দেব। আর সেই সুযোগেই রসিকতা করে 'এআই মহাশয়' বলেন, ওহ, বুঝেছি! এই মন্ত্র উচ্চারণের ভয়েই তুমি এতদিন বিয়ে করছ না! এআইএর এই মন্তব্য শুনে হাসিতে ফেটে পড়েন দেবসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই। আড্ডার একপর্যায়ে দেব জানান, তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার পরিবার। ব্যস্ত কর্মজীবনের পর পরিবারের কাছেই তিনি সবচেয়ে বেশি স্বস্তি খুঁজে পান। একসময় অভিনেত্রী শুভশ্রীর সঙ্গে দেবের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হলেও, গত এক দশকের বেশি সময় ধরে অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রকাশ্য। কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সম্প্রতি রুক্মিণীর জন্মদিন উদযাপন করতে মুম্বাইয়ে গিয়েছিলেন দেব।

এক বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছুঁয়ে ইতিহাস গড়ল 'মাইকেল'

বিনোদন ডেস্ক : পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র 'মাইকেল' বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১০০ কোটি ডলার আয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এর মধ্য দিয়ে এটি ইতিহাসের প্রথম জীবনীভিত্তিক (বায়োপিক) চলচ্চিত্র হিসেবে এক বিলিয়ন ডলার আয়ের রেকর্ড গড়ল। চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আয় করেছে ৬২৯ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার এবং উত্তর আমেরিকায় ৩৭১ দশমিক ৮ মিলিয়ন

ডলার। সব মিলিয়ে এর বৈশ্বিক আয় দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ০০১ বিলিয়ন ডলারে। এপ্রিলে মুক্তির পর থেকেই 'মাইকেল' একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছে। মুক্তির প্রথম সপ্তাহান্তেই এটি উত্তর আমেরিকায় ৯৭ মিলিয়ন এবং বিশ্বব্যাপী ২১৭ মিলিয়ন ডলার আয় করে। এর মাধ্যমে ২০১৫ সালের 'স্ট্রেইট আউটা কম্পটন'এর ৬০ মিলিয়ন ডলারের উদ্বোধনী রেকর্ড ভেঙে সেরা ওপেনিং করা মিউজিক্যাল বায়োপিকে পরিণত হয়।

এছাড়া ২০১৮ সালের 'বোহেমিয়ান র্যাপসোডি'এর ৯১১ মিলিয়ন ডলারের আয় ছাড়িয়ে এটি এখন সর্বাধিক আয় করা মিউজিক্যাল বায়োপিক। একই সঙ্গে ২০২৩ সালের 'ওপেনহাইমার'এর ৯৭৫ মিলিয়ন ডলারের আয়ও অতিক্রম করে বায়োপিকের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার স্বীকৃতি পেয়েছে। চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছে লায়ন্সগেট, উত্তর আমেরিকায় পরিবেশনার দায়িত্বও ছিল তাদের। আন্তর্জাতিক বাজারে ছবিটি বিতরণ করেছে ইউনিভার্সাল পিকচার্স। 'মাইকেল' লায়ন্সগেটের ইতিহাসে প্রথম এক বিলিয়ন ডলার আয় করা সিনেমাও বটে। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন অতোয়ান ফুকুয়া। এতে মাইকেল জ্যাকসনের শৈশব, জ্যাকসন ফাইভএর সদস্য হিসেবে যাত্রা এবং 'কিং অব পপ' হয়ে ওঠার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। মাইকেলের বাস্তব জীবনের ভাতিজা জেফার জ্যাকসন অভিনয়ে অভিষেকেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া কোলম্যান ডোমিঙ্গো ও নিয়া লং অভিনয় করেছেন মাইকেলের বাবা-মায়ের ভূমিকায়। পরিচালক ফুকুয়া বলেন, এই অর্জন শুধু একটি সিনেমার নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম সেরা সংগীতশিল্পীকে সম্মান জানানোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। দর্শকদের ভালোবাসাই চলচ্চিত্রটিকে ইতিহাসের অংশ করে তুলেছে। সূত্রঃ ভ্যারাইটি

ক্যাজুয়াল লুক থেকে শাড়ি, মালদ্বীপে অন্য রূপে কেয়া পায়েল

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় ও দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। অভিনয়ের ব্যস্ত শিডিউল থেকে কিছুটা সময় বের করে সম্প্রতি তিনি উড়াল দিয়েছেন নীল জলরাশির দেশ মালদ্বীপে। সেখানে গিয়ে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে মেলে ধরেছেন এই গ্ল্যামারাস কন্যা। মালদ্বীপ সফরের দারুণ কিছু মুহূর্ত নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। সমুদ্রের নীল জল, বালুকাময় সৈকত আর ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের সেইসব মোহময়ী ছবি নিয়েই ঢাকা পোস্টের পাঠকদের জন্য আজকের এই প্রতিবেদন। মালদ্বীপের সমুদ্র সৈকতে রাতের মায়াবী আবহে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের রোমান্টিক মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন কেয়া পায়েল। সামনের টেবিলে সাজানো বাহারি খাবার, ড্রিংকস আর লণ্ঠনের আলো-আঁধারির মাঝে তার এই মিষ্টি হাসি নেটিজেনদের দারুণ মন কেড়েছে।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে মালদ্বীপের বালুকাময় সৈকতে ব্যাকলেস ফ্লোরাল পোশাকে আর সানগ্লাস চোখে এক অন্য রকম লুকে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। ব্যাকগ্রাউন্ডে রিসোর্টের ওয়াটার ভিলা আর নীল আকাশ তার এই রূপকে আরও আবেদনময়ী করে তুলেছে। বিদেশের মাটিতেও বাঙালি নারীর চিরচেনা রূপ! মালদ্বীপের সাগরের বুকে কাঠের তৈরি ওয়াকওয়েতে হালকা নীল ও বেগুনি রঙের শাড়ির সঙ্গে লাল রঙের কাঁচের চুড়ি পরে পোজ দিয়েছেন কেয়া পায়েল। সমুদ্রের একেবারে কোল ঘেঁষে তৈরি কটেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর সাগরের ঢেউ উপভোগ করছেন কেয়া। মাথায় স্টাইলিশ হ্যাট এবং সাদা সিল্কের গাউনের সঙ্গে ম্যাচিং লেস শ্রাগ জড়িয়ে তার এই ক্ল্যাসিক পোজটি বেশ প্রশংসিত হচ্ছে।

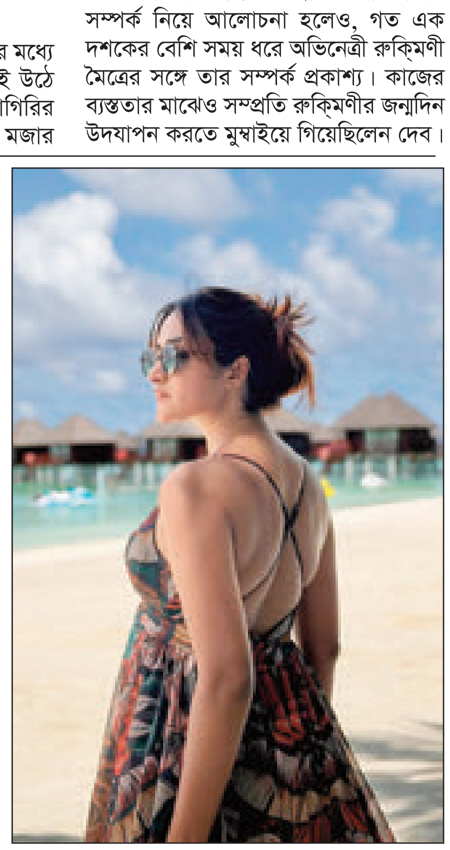

উড়ন্ত বিমানের জানালা দিয়ে ছিটকে পড়তে যাওয়া স্বামীকে যেভাবে বাঁচালেন স্ত্রী

(শেষ পাতার পর)

মাকসিমোভিচ। কিন্তু পথে ঘটে এক বড় দুর্ঘটনা। বিমানের জানালার কাচ ভেঙে নিচে পড়তে যাওয়া স্বামীকে প্রাণপণ চেষ্টায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনেন গ্রকোভিচ। সম্প্রতি এমনই ঘটনা ঘটে রায়ানএয়ারের একটি বোয়িং ৭৩৭ ফ্লাইটে। বিমানের জানালা খুলে যাওয়ার ঘটনায় প্রায় বাইরে ছিটকে পড়তে বসা এক যাত্রীর স্ত্রী ভয়াবহ সেই মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, তার স্বামীর 'ডান কাঁধ ও মাথা বিমানের বাইরে চলে গিয়েছিল।' বিবিসি সার্বিয়াকে তিনি বলেন, প্রায় দুই মিনিট ধরে প্রাণপণ চেষ্টার পর আরও দুই যাত্রীর সহায়তায় তার স্বামীকে বিমানের ভেতরে টেনে আনা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই মিলে তাকে ভেতরে টেনে আনি। তার পুরো মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল।' সার্বিয়ার সংবাদমাধ্যমে নোভাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে তার দুই পা শক্ত করে ধরে ফেলি। তখন আমার মনে হয়েছিল, মরতে হলে একসঙ্গেই মরব।' গ্রিসের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম ইআরটিকে তিনি জানান, তার মনে হয়েছে বিমানের ইঞ্জিনের একটি অংশ ভেঙে জানালায় আঘাত করে সেটি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। এরপরই কেবিনে দ্রুত বায়ুচাপ কমে যায় (ডিকমপ্রেশন)। অন্য কয়েকজন যাত্রীও বিস্ফোরণের মতো একটি শব্দ শুনেছেন বলে জানান।

পরিবারের নিয়োগ দেওয়া একজন কারিগরি উপদেষ্টার ধারণা, বিমানের ডান দিকের ইঞ্জিনে ত্রুটির কারণে কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিটকে এসে জানালায় আঘাত করে। এতে জানালাটি ভেঙে যায় এবং কেবিনে দ্রুত বায়ুচাপ কমে যায়। তবে তদন্তকারীরা এখনো এ বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করেননি। এর আগে কয়েকজন যাত্রী স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, কারোভিচের সিটবেল্ট বাঁধা ছিল। ফলে তার মাথা ও কাঁধ বিমানের বাইরে চলে গেলেও অন্য যাত্রীরা তাকে ধরে রাখতে সক্ষম হন। মাকসিমোভিচ বলেন, ৬১ বছর বয়সী তার স্বামী গুরুতর আহত হয়েছেন এবং প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে বেঁচে আছে। তার একটি হাত খুব বেশি আহত হয়েছে এবং সেখানে দগ্ধ হওয়ার চিহ্নও রয়েছে। সে ঠিকভাবে কথা বলতে পারছে না, পুরো ঘটনার কথাও তার মনে নেই।' ইআরটিকে তিনি আরও বলেন, 'বিমানের কথা শুনলেই সে কাঁপতে শুরু করে। আমিও খুব খারাপ মানসিক অবস্থার মধ্যে আছি। আমাদের জীবন নিয়ে ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, বিমানটি বিধ্বস্ত হবে।' সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি, যাতে ঘটনাটা ভুলে থাকতে পারি। কিন্তু সেই দৃশ্যগুলো কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছে না। লিফটে উঠতেই হঠাৎ মনে হলো আমি যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।' 'এখন প্রশ্ন হলো, আমরা আদৌ আর কোনো দিন বিমানে উঠতে পারব কি না,' যোগ করেন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। ফ্লাইট ট্র্যাকিং তথ্য অনুযায়ী, উড্ডয়নের প্রায় ১০ মিনিট পর বিমানটি হঠাৎ প্রায় ৯ হাজার ফুট (প্রায় ২ হাজার ৭০০ মিটার) নিচে নেমে আসে। এক বিবৃতিতে রায়ানএয়ার জানায়, শুক্রবার সকালে থেসালোনিকি থেকে মেমিংগেনগামী তাদের ফ্লাইটটি উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পরই ফিরে আসে, কারণ উড্ডয়নরত অবস্থায় একটি যাত্রীর পাশের জানালা খুলে যায়।

বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে এবং যাত্রীরা টার্মিনালে ফিরে যান। একজন যাত্রী চিকিৎসাসেবা চান এবং থেসালোনিকিতেই তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয় বলে জানায় স্বল্পমূল্যের এই আইরিশ বিমান সংস্থা। একই ফ্লাইটের যাত্রী ক্রিস্টিনা রেডিও থেসালোনিকিকে বলেন, 'আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারি যে কেবিনের বায়ুচাপ কমে গেছে। সবাই চিৎকার করছিল। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, কেউ হয়তো ভুল করে জরুরি নির্গমন দরজা খুলে ফেলেছে।' আরেক যাত্রী সোফিয়া বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছিল বিমানটি বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে। বায়ুচাপ এত দ্রুত কমে গিয়েছিল যে শ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছিল। আহত ব্যক্তি রক্তাক্ত ছিলেন এবং অক্সিজেনের ঘাটতি ও মানসিক আঘাতের কারণে তিনি কয়েকবার জ্ঞান হারান।' স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ১৮ বছর পুরোনো একটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজটি রায়ানএয়ারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মাল্টা এয়ার পরিচালনা করছিল। থেসালোনিকি বিমানবন্দরের পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রাপোর্ট গ্রিস জানিয়েছে, ঘটনাটি বর্তমানে হেলেনিক এয়ার অ্যান্ড রেল সেফটি ইনভেস্টিগেশন অথরিটি তদন্ত করছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ৬১ বছর বয়সী ওই যাত্রী এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু উড়োজাহাজটি যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এবং ঘটনাটি উত্তর মেসিডোনিয়ার আকাশসীমায় ঘটেছে, তাই তদন্তে একাধিক আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করছে। এর মধ্যে রয়েছে বোয়িং, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি (ইএএসএ)।

নিউইয়র্ক সিটিতে ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বৃহত্তর নোয়াখালীর

(শেষ পাতার পর)

সংগঠনের এক যৌথসভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া স্কচটাউন বাংলাদেশ বাংলাদেশ সেমিট্রিতে মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেও জানানো হয়। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন- ট্রাস্টি সালামত উল্যা, নাজমুল হাসান মানিক, গোলাম সারোয়ার, খোকন মোশারফ, উপদেষ্টা নাজির ভান্ডারি, মমিনুল ইসলাম, শাহআলম, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, শাহ নাসের স্বপন, মোহাম্মদ মোস্তাক হোসেন, মালেক খান, কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, এনামুল হক রুমি, সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, সদস্য আনোয়ারুল আজিম, সদস্য এএসএম মাইনউদ্দিন বাবলু, সদস্য মাহমুদুল হক প্রমুখ।

সভায় বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি ও স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিট্রির মুখপাত্র জাহিদ মিন্টু জানান, আমি যা কিছু করি, চেষ্টা করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করার। বাংলাদেশ সেমিট্রির জন্য আমাদেরকে আগামি ১'শ বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। এখানে ব্যাক্তিগত লাভক্ষতির কোন সুযোগ নেই।সেমিট্রির প্রয়োজনে ফিউনারেল হোম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেমিট্রিতে মুসলমানদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটিতে সকল ধর্মাবলম্বীর উপযোগী একটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা হবে। সবাই সম্মত হলে কাজটি দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

জাহিদ মিন্টু জানান, একটি ফিউনারেল হোম সম্পূর্ণ ইসলামিক ফেইথ বেইজড। কিন্তু আমাদের (বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি) সংখ্যাগরিষ্ট সদস্য মুসলিম হলেও আমাদের সনাতন ধর্মাবলম্বী সদস্যও রয়েছেন। তাই প্রস্তাবিত ফিউনারেল হোমে তাঁদের জন্যও আলাদা অবকাঠামো তৈরী করা হবে। যখন প্রয়োজন হবে তখন সেই অংশটুকু ব্যবহার করা হবে।তিনি উল্লেখ করে বলেন- যখন স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিট্রি প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের হিন্দু ধর্মীয় সদস্যরাও আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা তখন কিন্তু বলেনি সেমিট্রিতো তাঁদের প্রয়োজনে লাগবেনা। তাই; আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী সদস্যদের আলোচনাক্রমে প্রস্তাবিত সেমিট্রিতে তাঁদের জন্যও মরদেহ সংকারের ব্যাবস্থা রাখতে চাই।

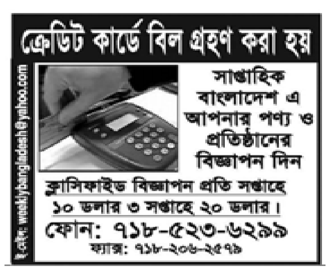

বৃষ্টির নির্মম দিনগুলো

মাসুদ রানা

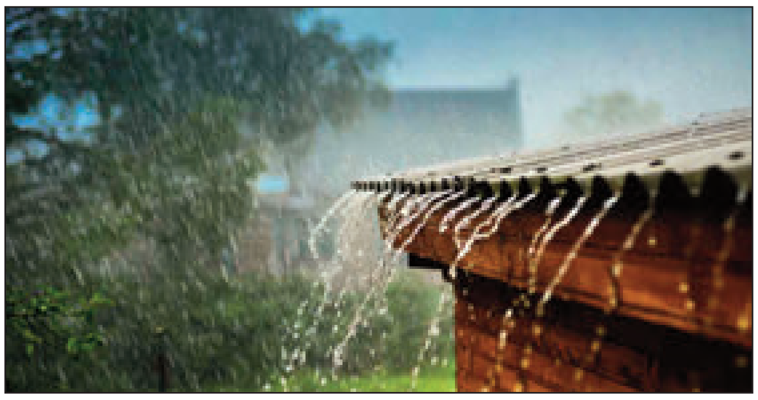

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। এই ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকাল প্রকৃতিকে নতুন প্রাণ দেয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে চারদিকে সবুজের সমারোহ দেখা যায়। মাঠে মাঠে ধানের চারা দুলতে থাকে, নদী-খাল-বিল পানিতে ভরে ওঠে, গাছপালা ধুয়ে-মুছে সজীব হয়ে ওঠে। ব্যাঙের ডাক, মেঘের গর্জন আর টাপুর-টুপুর বৃষ্টির শব্দ প্রকৃতিকে এক অন্যরকম সৌন্দর্যে সাজিয়ে তোলে। কৃষকের মুখে হাসি ফোটে, কারণ এই বৃষ্টির পানিই কৃষির প্রধান আশীর্বাদ। কিন্তু যখন বৃষ্টি স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেই আশীর্বাদই মানুষের জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। ২০২৬ সালের জুলাই মাসে টানা কয়েক দিনের ভারী বর্ষণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভয়াবহ জলাবদ্ধতা ও বন্যার মুখোমুখি হয়েছে। ৮ জুলাই থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিপাত অনেক এলাকায় চার থেকে পাঁচ দিন ধরে অব্যাহত থাকে। দিন-রাত একটানা বৃষ্টির কারণে নদী-খাল উপচে পড়ে এবং নিচু এলাকাগুলো দ্রুত পানিতে তলিয়ে যায়। শহর ও গ্রামের অসংখ্য মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন এলাকা। চকরিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী, পেকুয়া এবং আশপাশের বহু ইউনিয়ন পানির নিচে তলিয়ে যায়। হাজার হাজার পরিবারের ঘরবাড়িতে পানি ঢুকে পড়ে। অনেকে ঘরের আসবাবপত্র, গবাদিপশু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রক্ষা করতে পারেননি। অসহায় মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে স্কুল, মাদ্রাসা ও উঁচু ভবনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কোথাও কোথাও বিদ্যালয়ের তালা ভেঙে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাও ঘটে। ছোট শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষের কষ্ট ছিল সবচেয়ে বেশি।

কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলাসহ উপকূলীয় এলাকাগুলোও ভারী বর্ষণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তাঘাট পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বাজারে খাদ্যপণ্য পৌঁছাতে না পারায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সংকট দেখা দেয়। অনেক পরিবার দিনের পর দিন শুকনো খাবার খেয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। ঢাকা মহানগরেও ভারী বৃষ্টির প্রভাব ছিল অত্যন্ত তীব্র। রাজধানীর আসাদগেট, শ্যামলী, গাবতলীসহ বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু থেকে কোমরসমান পানি জমে যায়। রাস্তাঘাট জলাবদ্ধ হয়ে পড়ায় যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। কর্মজীবী মানুষ সময়মতো অফিসে যেতে পারেননি। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ও কলেজে পৌঁছাতে নানা দুর্ভোগের শিকার হয়। অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি যানবাহনের চলাচলও বাধাগ্রস্ত হয়।

গাজীপুরের কোনাবাড়ী শিল্পাঞ্চলেও জলাবদ্ধতার কারণে শত শত কারখানার শ্রমিক কাজে যোগ দিতে পারেননি। অনেক কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়, কারণ কাজ না করলে তাদের সংসারে খাবার জোটে না। কয়েক দিনের কর্মবিরতির কারণে অসংখ্য পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে। নরসিংদী, ফেনী, ময়মনসিংহ, সাভার, মানিকগঞ্জ, রংপুর ও গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়ও ভারী বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকা পানিতে ডুবে যায়। কোথাও রাস্তা ভেঙে যায়, কোথাও বাঁধ ভেঙে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং কৃষিজমি, মাছের ঘের ও গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সবচেয়ে বড় সংকট হয়ে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ পানির অভাব। নলকূপ ও পানির উৎস ডুবে যাওয়ায় মানুষ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে পারেনি। দূষিত পানি পান করে ডায়রিয়া, আমাশয়, জ্বর ও বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন। চিকিৎসাসেবা পাওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে, কারণ অনেক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। জলাবদ্ধতার কারণে স্যানিটেশন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। ড্রেন, নালা ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ায় ময়লা-আবর্জনা পানির সঙ্গে মিশে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এতে মশার প্রজনন বৃদ্ধি পায় এবং ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও অন্যান্য রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। শহরের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।

কৃষিক্ষেত্রেও এই ভারী বৃষ্টিপাতের বিরূপ প্রভাব পড়ে। নতুন রোপণ করা ধানের চারা পানিতে ডুবে নষ্ট হয়ে যায়। সবজি ক্ষেত, ফলের বাগান এবং অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কৃষকের বছরের পরিশ্রম মুহূর্তেই পানিতে ভেসে যায়। অনেক কৃষক ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করেছিলেন। ফসল নষ্ট হওয়ায় তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েন।

পাহাড়ি এলাকায় অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড় ধসের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী মানুষের জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রবল বর্ষণে মাটি নরম হয়ে গেলে মুহূর্তেই পাহাড় ধসে প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই এসব এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এই দুর্যোগে শিশুদের শিক্ষাজীবনও ব্যাহত হয়। অনেক স্কুল আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় পাঠদান বন্ধ রাখতে হয়। বই-খাতা ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে যেতে না পারায় পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। একই সঙ্গে অসুস্থতা ও অপুষ্টির ঝুঁকিও বেড়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের মানবিকতা সবচেয়ে বড় শক্তি। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষ দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তারা শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, ওষুধ, কাপড় ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছেন। অনেক তরুণ নৌকা নিয়ে দুর্গত মানুষকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। এই মানবিক উদ্যোগ মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

তবে শুধু ত্রাণ বিতরণ করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। জলাবদ্ধতা দূর করতে কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শহরের খাল, নদী ও নালা নিয়মিত খনন ও পরিষ্কার করতে হবে। অবৈধ দখল ও অপরিকল্পিত স্থাপনা অপসারণ করতে হবে। জলাধার সংরক্ষণ এবং পরিকল্পিত নগরায়ণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করাও অত্যন্ত জরুরি। আগাম আবহাওয়ার পূর্বাভাস সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেখানে বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।বর্ষাকাল আমাদের প্রকৃতিকে যেমন প্রাণবন্ত করে তোলে, তেমনি অতিবৃষ্টি মানুষের জীবনে সীমাহীন কষ্টও ডেকে আনে। টানা ভারী বর্ষণ ও জলাবদ্ধতার কারণে হাজার হাজার মানুষ আজ ঘরছাড়া, কর্মহীন ও অসহায়। বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য, চিকিৎসা ও নিরাপদ আশ্রয়ের সংকটে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাই আমাদের সবার দায়িত্ব দুর্যোগকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়ন এবং দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমেই আমরা বৃষ্টির নির্মম দিনগুলোর ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারব। বর্ষা আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে থাকুক, অভিশাপ নয়ড়এই প্রত্যাশাই হোক সবার।

নিউইয়র্কে বিনামূল্যে শিশু দেখাশোনার উদ্যোগ

(শেষ পাতার পর)

সন্তান লালন-পালনের চাপের মধ্যে থাকা অভিভাবকদের জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি। প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে 'অভিভাবক নাইট আউট' কর্মসূচি, যেখানে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টার জন্য শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে সিটির তত্ত্বাবধানে রেখে অভি-ভাবকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ বা বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী ১৬ আগস্ট এই বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোর জন্য পুরো সেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে। শিশুদের জন্য থাকবে প্রশিক্ষিত কর্মীদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান। পাশাপাশি খেলাধুলা, ছবি আঁকা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এবং দলভিত্তিক নানা বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হবে, যাতে তারা আনন্দের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন নিউ-ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এবং পার্ক কমিশনার ট্রিশিয়া শিমামুরা।

মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, অনেক অভিভাবকের কাছে কয়েক ঘণ্টার নির্ভার সময়ও অত্যন্ত মূল্যবান। সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করেই তারা এই সময়ে বিশ্রাম নিতে, জরুরি কাজ শেষ করতে কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, একটি শহরকে বসবাসের জন্য আরও উপযোগী করে তোলার অর্থ শুধু জীবন-যাত্রার ব্যয় কমানো নয়, নাগরিকদের হাতে কিছুটা ব্যক্তিগত সময়ও ফিরিয়ে দেওয়া। পার্ক কমিশনার ট্রিশিয়া শিমামুরা বলেন, অভিভাবকেরা প্রতিদিন সন্তান ও পরিবারের দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকেন। এই উদ্যোগ শিশুদের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিভাবকদেরও কিছুটা মানসিক স্বস্তি এনে দেবে। এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে হলে আগাম অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। সরাসরি উপস্থিত হয়ে নাম লেখানোর সুযোগ থাকবে না। আগে নিবন্ধনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

শিশুদের জন্য এই সেবা নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোর পাঁচটি বিনোদন কেন্দ্রে দেওয়া হবে। এগুলো হলো ব্রুকলিনের শার্লি চিশলম বিনোদন কেন্দ্র, ম্যানহাটনের হাইব্রিজ বিনোদন কেন্দ্র, কুইন্সের আল ওর্টার বিনোদন কেন্দ্র, দ্য ব্রঙ্কসের কোয়ামে টুরে বিনোদন কেন্দ্র এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের গ্রিনবেল্ট বিনোদন কেন্দ্র। নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর নির্বাচিত পরিবারগুলোর কাছে ই-মেইলে বিস্তারিত নির্দেশনা পাঠানো হবে। শিশুদের অংশগ্রহণের আগে অভিভাবকদের সম্মতিপত্র পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি সিটি পার্কসের বিনোদন কেন্দ্রের সদস্যপদ গ্রহণ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করতে হবে।সিটি কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, পরিবারগুলোর ওপর শিশু দেখাশোনার চাপ কিছুটা কমানো এবং অভিভাবকদের মানসিক স্বস্তি দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচিটি সফল হলে ভবিষ্যতে আরও বেশি পরিবারকে এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

নিউইয়র্কে রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'আনন্দসন্ধ্যা'

নিউইয়র্ক: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নিউইয়র্কের জুইশ সেন্টারে জঁ-াকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আনন্দসন্ধ্যা'। প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রচর্চাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য এবং গুণীজন সম্মাননার মাধ্যমে কবিগুরুর কালজয়ী সৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং দুই বাংলার জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী স্বপ্নীল সজীব। তাঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের একের পর এক কালজয়ী গানের পরিবেশনা প্রবাসী দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পর্ব ছিল দুই শিল্পীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসংগীত এবং বাঙালির সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের হাতে সম্মাননা সনদ তুলে দেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মামদানী।

আয়োজকদের দাবি, নিউইয়র্কে রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি পর্যায়ের স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনা এটিই প্রথম, যা প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

সম্মাননা গ্রহণের পর আবেগঘন প্রতিক্রিয়ায় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান শুধু সংগীত নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারক। প্রবাসের মাটিতে তাঁর সৃষ্টিকে ঘিরে এমন আন্তরিক আয়োজন এবং এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।'

স্বপ্নীল সজীব বলেন, 'রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাওয়াই আমার শিল্পীজীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। নিউইয়র্কে পাওয়া এই সম্মাননা আমার সংগীতজীবনের একটি স্মরণীয় মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

সংগীতের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে একক নৃত্য পরিবেশন করেন নন্দিত নৃত্যশিল্পী রাসেল আহমেদ। তাঁর নান্দনিক ও প্রাণবন্ত পরিবেশনা দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠির সফল আয়োজন করে অ্যাবাউট টাইম ইভেন্টস। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ওয়ালীউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার মানবিক দর্শন পৌঁছে দেওয়াই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাঙালি উপস্থিত ছিলেন এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নিয়ে কবিগুরুর প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষা জোরদারের আহ্বান

(৩৮ পাতার পর)

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর টেকসই, সহনশীল উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও টেকসই উত্তরণের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা যখন ২০৩০ সালের চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছি, তখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের অগ্রগতি উদ্বেগজনকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও সংকটপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, 'দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত দুর্বলতা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ঋণের বোঝা বৃদ্ধি, সীমিত রাজস্ব সক্ষমতা, সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) হ্রাস, ডিজিটাল বৈষম্য এবং সাশ্রয়ী অর্থায়নের সীমিত সুযোগড়এসব বিষয় আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অব্যাহতভাবে বাধাগ্রস্ত করছে।' প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, এসব চ্যালেঞ্জ শুধু ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নকেই ব্যাহত করছে না, বরং ২০৩১ সালের মধ্যে আরও বেশিসংখ্যক এলডিসিকে টেকসই ও অপরিবর্তনীয়ভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের লক্ষ্যসহ দোহা কর্মসূচির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকেও ঝুঁকির মুখে ফেলছে। জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য এলডিসি গ্রুপের পক্ষ থেকে রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর পাঁচটি অগ্রাধিকার তুলে ধরেনড়প্রথমত, ক্রমবর্ধমান ঋণঝুঁকি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত, পূর্বানুমানযোগ্য ও স্বল্পসুদে ঋণসহ অনুকূল অর্থায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা। একই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উৎপাদন সক্ষমতা, সহনশীল অবকাঠামো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা এবং মৌলিক সেবায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কাঠামোগত দুর্বলতাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় এনে আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কার করতে হবে। এ জন্য অনুকূল অর্থায়নে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, ঋণ পরিশোধে স্থগিতাদেশ, টেকসই ঋণ সমাধান এবং আরও ন্যায্য অর্থায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, জলবায়ু অর্থায়ন হতে হবে সহজলভ্য, পূর্বানুমানযোগ্য এবং দেশগুলোর ঝুঁকির মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অভিযোজন, সহনশীলতা বৃদ্ধি, জ্বালানি রূপান্তর এবং 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড'-এর জন্য প্রদত্ত সহায়তা হতে হবে অতিরিক্ত, পর্যাপ্ত এবং সহজে প্রাপ্তিযোগ্য। একই সঙ্গে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও সহনশীল অবকাঠামোয় বিনিয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। চতুর্থত, সুরক্ষাবাদী প্রবণতা থেকে সরে এসে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাজার প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করতে হবে। পঞ্চমত, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং ডিজিটাল রূপান্তরে সহযোগিতা বাড়িয়ে ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত বৈষম্য দূর করতে হবে, যাতে স্বল্পোন্নত দেশগুলো উদ্ভাবনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে।

জাতিসংঘে প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি: এসডিজি বাস্তবায়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদারের আহ্বান

নিউইয়র্ক :টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি। জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিতটেকসই উন্নয়নবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে (এইচএলপিএফ) এর সাধারণ বিতর্কে বাংলাদেশের জাতীয় বক্তব্য প্রদানকালে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের জাতীয় নির্বাচনের পর নতুন সরকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করতেরিকভারি, রিস্টোরেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন (থ্রি-আর) কৌশলবাস্তবায়ন করছে।

প্রতিমন্ত্রী সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগ তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন, ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সবুজ শিল্পের সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার, জীবনচক্রভিত্তিক সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কৃষকদের জন্য 'ফার্মার্স কার্ড' চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদনশীলতা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি এসডিজি বাস্তবায়ন এবং দেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে অনুদান, সহজ শর্তের ঋণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানান।

নিউইয়র্কে জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী ৮ আগস্ট

(৪০ পাতার পর)

শান্তি ও নিরাপত্তা, রসায়ন, মানববিদ্যা, গণিত, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রযুক্তি, ইতিহাস ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান নিয়ে বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক চিন্তাবিষয়ক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। 'প্রতিরোধ থেকে পুনর্গঠন' প্রতিপাদ্যে সেখানে আলোচনা হবে। কর্মসূচিতে জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধা, শহীদ পরিবারের সদস্য, আহত সংগ্রামী, মানবাধিকারকর্মী, কমিউনিটি সাংবাদিক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মাননা দেওয়া হবে। সমাপনী পর্বে থাকবে ঐক্যের ঘোষণা, বিশেষ দোয়া এবং জাতীয় সংহতির অঙ্গীকার।

সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও ড. শেখ মিজান প্রবাসী বাংলাদেশি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, গণমাধ্যম, মানবাধিকারকর্মী এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন 'উই আর দ্য পিপলস'-এর প্রধান জ্যাকব মিল্টন, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, ড. নিজাম উদ্দিন, ডা. জুনুন চৌধুরী, প্রফেসর শেখ মিজান, ড. শামীম আহমেদ, ড. কাওসার আহমেদ, গোলাপী বেগম, রুকসানা, এমদাদ চৌধুরী দীপু, হাজী আনোয়ার হোসেন, রকস্টার ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী বিপ্লব, শাহ ইসলাম, এমডি আশিক, এমডি আরমান, এমডি শফিক, এমডি রেজাউল করিম, দীপন গাজীসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা।

১৬-১৭ বছর বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে কারফিউ জারি করবে যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশ ডেস্ক : ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার এক মাসের মাথায় এবার ১৬ ও ১৭ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য মাঝরাতের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে কারফিউ জারির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য সরকার। মঙ্গলবার যুক্তরাজ্য সরকার জানায়, শিশু-কিশোরদের মধ্যে আসক্তি তৈরি করতে পারে, এমন অ্যাপে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মে ১৬ ও ১৭ বছর বয়সীদের জন্য রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হবে। এ ছাড়া এই বয়সীদের জন্য ডিফল্ট সেটিং হিসেবে এমন একটি ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে একটানা স্ক্রলিংয়ের মতো আসক্তিকর ফিচারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ থাকবে। তবে ব্যবহারকারী চাইলে এসব সেটিং পরিবর্তন করতে পারবেন। সমালোচকদের মতে, সে ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা খুব বেশি কার্যকর না্ও হতে পারে। এ ছাড়া এসব নিয়ম কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়েও এখনো বিস্তারিত জানানো হয়নি। গত মাসে যুক্তরাজ্য সরকার ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য স্ন্যাপচ্যাট, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেয়। নতুন এ নিষেধাজ্ঞা ২০২৭ সালের শুরুর দিকে কার্যকর হওয়ার কথা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

রেমিট্যান্স-যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণার শেষ কোথায়? কি করছে দূতাবাসগুলো?

(প্রথম পাতার পর)

খপ্পরে না পড়ে নিরাপদে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া এখনো সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়নি কেনড়এই প্রশ্ন আমাদের সবাইকে করতে হবে। সরকারি কাঠামো আছে কাগজে ও কেন্দ্রে; কিন্তু দালাল আছে মাঠে, দরিদ্র যুবকের দরজায়। এই দূরত্ব ঘোচাতে না পারলে প্রবাসী শ্রমিকেরা শোষণ, প্রতারণা ও বৈষম্যের শিকার হতেই থাকবেন।

অথচ এই প্রবাসীরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁরা দেশে ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গ্রামীণ অর্থনীতি, পরিবারভিত্তিক আয় এবং জাতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় তাঁদের অবদান এত বড় হওয়া সত্ত্বেও বিদেশে কর্মসংস্থানের যাত্রাটি এখনো নিরাপদ, সহজলভ্য ও দালালমুক্ত করা যায়নিড়এটি রাষ্ট্রের একটি বড় ব্যর্থতা। তাই বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে শুধু ব্যক্তিগত ভাগ্য বদলের পথ হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; এটিকে জাতীয় অর্থনীতির কৌশলগত খাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের সহায়তার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান আছেড়বিএমইটি, বোয়েসেল, ডেমো অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। ডিজিটাল দিক থেকেও ওইপি-বিএমইটি প্ল্যাটফর্ম এবং আমি প্রবাসী অ্যাপের মতো উদ্যোগ আছে। কিন্তু কাগজের কাঠামো আর মাঠের বাস্তবতা এক জিনিস নয়।

বিশ্বব্যাংকের একটি মূল্যায়নে বলা হয়েছে, বিএমইটির একাধিক ডেটাবেজ পরস্পর সংযুক্ত নয়; ফলে শ্রমবাজারের পূর্ণাঙ্গ তথ্যব্যবস্থা শক্তভাবে গড়ে ওঠেনি। ডেমো অফিসগুলোর সক্ষমতাও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর মতো নয়।

সিপিডির ২০২৪ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০২৩ সালে ১১ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে গেলেও সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেলের মাধ্যমে গেছেন মাত্র ১৫ হাজার ২৯৪ জন, অর্থাৎ মোটের মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ। এই একটি সংখ্যাই বলে দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মাঠে কতটা ব্যর্থ।

তাই সিলেটের রাজু কিংবা কুড়িগ্রামের এক দরিদ্র যুবক যখন বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, সে প্রথমেই বিএমইটি অফিসে যায় না; যায় পাশের বাড়ির পরিচিত দালালের কাছে। কারণ, দালাল তার চেনা মানুষ। সে বাড়িতে গিয়ে কথা বলে, ভরসা দেয়, কাগজপত্রের পথ দেখায়, এমনকি টাকার জোগাড়ের ব্যবস্থাও বাতলে দেয়।

এই পরিচয়, ভরসা ও অসহায়ত্বের সুযোগ দালাল নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেড়কখনো অতিরিক্ত টাকা নেয়, কখনো ভুয়া প্রতিশ্রুতি দেয়, কখনো ঋণের ফাঁদে ফেলে। দালালকে আইন করে নিষিদ্ধ করলেই দালাল শেষ হয়ে যায় না। রাষ্ট্রকে দালালের চেয়েও সহজ, সস্তা ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে মানুষের দরজায় পৌঁছাতে হবে।

দালাল টিকে থাকে শেষ মাইলের সমস্যাটা মেটায়। সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ও সরকারি ব্যবস্থার মাঝখানে যে বিশাল একটা দূরত্বের ফাঁক থেকে যায়, সেটাই হলো লাস্ট মাইল প্রবলেম বা শেষ মাইল সমস্যা। এই ফাঁকটা রাষ্ট্র পূরণ করতে পারে না বলেই দালালরা সেই সুযোগ নেয় এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। এই সমস্যাটার মেটানোর বিনিময়ে দালাল যে মাশুল আদায় করে, তা অস্বাভাবিক রকম বেশি।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিদেশযাত্রার গড় খরচ প্রায় চার লাখ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, যার বড় অংশ যায় মধ্যস্বত্বভোগীর পকেটে। আইটিইউসির জরিপও বলছে, গ্রামাঞ্চলে নিয়োগ প্রায়ই মৌখিকভাবে হয়; না থাকে রসিদ, না থাকে প্রমাণ। ফলে প্রতারিত হলে আইনি প্রতিকারের পথ কঠিন হয়ে পড়ে। এই ক্ষতি শুধু একজন শ্রমিকের নয়; এটি তার পরিবার ও একটি গ্রামীণ অর্থনীতিরও ক্ষত।

সমাধান: সাতটি করণীয়

১. দূতাবাসে শ্রমবাজার উন্নয়ন সেল (লেবার মার্কেট ডেভেলপমেন্ট সেল-এলএমডিসি): প্রতিটি দূতাবাস ও হাইকমিশনে এই এলএমডিসি বিশেষ সেল গঠন করতে হবে, যার কাজ শুধু অভিযোগ শোনা নয়; নতুন চাকরির বাজার খোঁজা। কোন দেশে কোন খাতে শ্রমিকের চাহিদা, কোন কোম্পানি সরাসরি কর্মী নিতে আগ্রহীড়এসব তথ্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে।

২. বিদেশি নিয়োগকর্তাদের জন্য ওয়ান-স্টপ সহায়তা: বড় কোম্পানি, হাসপাতাল, কেয়ার হোম, নির্মাণপ্রতিষ্ঠান, কৃষি কোম্পানি, হোটেল গ্রুপ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দূতাবাস সরাসরি যোগাযোগ করবে। নিয়োগকর্তারা বাংলাদেশে এসে সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে বিমানবন্দর সহায়তা, অনুবাদক, ইন্টারভিউ বুথ, স্কিল টেস্ট, চুক্তি যাচাই ও সরকারি সমন্বয় এক জায়গা থেকে দিতে হবে। লক্ষ্য হবেড়নির্বাচিত কর্মী যেন চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদেশে যেতে পারেন।

৩. কর্মদক্ষতাভিত্তিক প্রণোদনা: কোন দূতাবাস কতটি নতুন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করল, কতটি যাচাইকৃত চাকরির সুযোগ তৈরি করল এবং কতজন শ্রমিক নিরাপদে কর্মসংস্থানে গেলেনড়এসব সূচকে কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। সফল কর্মকর্তাদের জন্য স্বচ্ছ কর্মদক্ষতাভিত্তিক প্রণোদনা, সম্মাননা বা পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার রাখা যেতে পারে। তবে এটি কমিশন বা শুধু সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা হবে না; শ্রমিকের নিরাপত্তা ও চুক্তির স্বচ্ছতাই হবে প্রধান মাপকাঠি।

৪. উপজেলা সহায়তা কেন্দ্র: নতুন আমলাতন্ত্র নয়; বিএমইটি, ডেমো, বোয়েসেল, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে এক ছাতার নিচে এনে প্রতিটি উপজেলায় 'নিরাপদ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়তা কেন্দ্র' করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট দিনে ভ্রাম্যমাণ সেবা ক্যাম্প করা যেতে পারে।

৫. খরচ ও তথ্যের স্বচ্ছতা: যাচাইকৃত চাকরির তথ্য সহজ বাংলায় প্রকাশ করতে হবেড়দেশ, কাজ, বেতন, সরকারি ফি, এজেন্সি ফি, প্রশিক্ষণ ও মেডিক্যাল খরচ। প্রতিটি খরচ অফিসের বোর্ডে ও অনলাইনে টাঙাতে হবে। স্থানীয় সহায়তাকারী থাকলে তাকে বিএমইটির অধীনে নিবন্ধিত, প্রশিক্ষিত ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে; ফি নির্ধারিত ও রসিদ বাধ্যতামূলক হবে।

৬. চুক্তি যাচাই ও সুরক্ষা: প্রতিটি চাকরির চুক্তি বাংলায় অনুবাদ করে শ্রমিককে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং কেন্দ্র থেকে যাচাই সনদ দিতে হবে। বিদেশযাত্রার আগেই শ্রমিকের পরিবার, নিয়োগকর্তা, কাজের ধরন, বেতন ও দূতাবাস-সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল রেকর্ডে রাখতে হবে, যাতে বিপদে দ্রুত সাড়া দেওয়া যায়।

৭. বোয়েসেল, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সম্প্রসারণ: বোয়েসেলকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়নির্ভরতা থেকে বের করে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চাকরি মেলা, ভার্চ্যুয়াল ইন্টারভিউ বুথ ও নিয়োগকর্তার ডেটাবেজসহ সম্প্রসারিত করতে হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ বিদেশের প্রকৃত শ্রম-চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে শুধু সনদ দেওয়ার প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না।

বিএমইটির বিদ্যমান কাঠামোর ভেতরে প্রস্তাবিত একটি কেন্দ্রীয় 'শ্রম-দক্ষতা ও বাজার তথ্য সেল' গড়ে তুলে এসব কেন্দ্রকে আধুনিক স্কিল সেন্টারে রূপান্তর করতে হবে। দূতাবাস ও হাইকমিশনের শ্রমবাজার উন্নয়ন সেল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কোন দেশে কোন দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে, তা নিয়মিত বিশ্লেষণ করে কারিকুলাম, যন্ত্রপাতি, ভাষা শিক্ষা ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা আপডেট করতে হবে। প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন ও নিয়োগপ্রক্রিয়াকেও এক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের স্বল্প সুদের ঋণ যেন দালাল ছাড়া সরাসরি নিরাপদ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

সবশেষে, প্রচারণা পৌঁছাতে হবে মানুষের নিজের জায়গায়ড় মসজিদের জুমার ঘোষণা থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সভা, স্কুল-কলেজের অভিভাবক সমাবেশ থেকে হাটবাজারের বুথ পর্যন্ত। শুধু সরকারি ওয়েবসাইট বা ফেসবুক বিজ্ঞাপনে প্রচারণা আটকে রাখলে চলবে না।

রাষ্ট্রের হাতে কাঠামো আছে, প্রযুক্তি আছে। যা নেই, তা হলো শেষ মাইলের সংযোগ। সেই ফাঁক যদি রাষ্ট্র নিজেই পূরণ করতে পারেড়সহজ, স্বচ্ছ ও মানুষের দরজার কাছাকাছি গিয়েড়তাহলে দালাল চক্র দুর্বল হবেই। রেমিট্যান্স চাইলে রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের পথও রাষ্ট্রকেই নিরাপদ ও সহজ করতে হবে। তা না করতে পারলে এটি শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; রাষ্ট্রের জন্য এক বড় নৈতিক লজ্জাও বটে। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

শেষ কথা হলো, প্রস্তাবিত নিরাপদ বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়তা কাঠামো বাস্তবায়নে অর্থের জোগানকে বড় বাধা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। প্রবাসী শ্রমিকেরা বছরে ৩৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছেন। এই আয়ের অতি সামান্য অংশও যদি তাঁদের নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, তথ্যসেবা, আইনি সহায়তা, সরকারি উদ্যোগে বৈদেশিক শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও চাকরির চাহিদা সংগ্রহ এবং দালাল চক্র প্রতিরোধে বরাদ্দ করা হয়, তাহলে একটি কার্যকর জাতীয় কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। এটি ব্যয় নয়; রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ।

মহিউদ্দিন আহমেদ, কানাডাপ্রবাসী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

ভারত ছেড়ে পালাবার ফন্দি আঁটছেন হাসিনা

(প্রথম পাতার পর)

দেশে আশ্রয় নেয়ার। ভারত সরকারের দেয়া শেখ হাসিনা সম্পর্কে সর্বশেষ বার্তায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংকটে আশ্রয় দেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে সেই ব্যক্তিকে কূটনৈতিক ও কৌশলগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন কোনো বিষয় নয়। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রনেতা বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার পর তাদের উপস্থিতি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, আঞ্চলিক কৌশল এবং ভূরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়েও এখন কূটনৈতিক মহলে একই ধরনের আলোচনা চলছে। প্রশ্ন উঠছে–তিনি কি ভারতের কাছে কেবল একজন আশ্রয়প্রার্থী, নাকি বাংলাদেশের রাজনীতিতে দিল্লির প্রভাব বিস্তারের একটি সম্ভাব্য 'ট্রাম্প কার্ড' বা 'তুরুপের তাস'?

ইতিহাস কী বলছে : ভারত অতীতেও প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের দীর্ঘ সময় আশ্রয় দিয়েছে। সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ হলেন তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা। ১৯৫৯ সালে চীনের বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহের পর তিনি ভারতে আশ্রয় নেন এবং এরপর থেকে ভারতের মাটিতেই অবস্থান করছেন। তার বিষয়টি ভারত-চীন সম্পর্কের অন্যতম সংবেদনশীল ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হয়। একইভাবে ২০২১ সালে তালেবানের কাবুল দখলের পর আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলে গেলেও আফগানিস্তানের বহু সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ভারতে অবস্থান নেন। ভারত তাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ যোগাযোগের একটি অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক ধরে রাখে।

শেখ হাসিনার অবস্থান কেন আলাদা : পর্যবেক্ষকদের মতে, শেখ হাসিনার বিষয়টি দালাই লামা বা অন্য কোনো নির্বাসিত নেতার সঙ্গে পুরোপুরি এক নয়। কারণ, তিনি বাংলাদেশের অন্যতম একটি আলোচিত রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা একজন সরকারপ্রধান। বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর তার দীর্ঘদিনের প্রভাব ছিল। ফলে তার ভারতে অবস্থান নয়াদিল্লিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়ে একটি অতিরিক্ত কৌশলগত সুবিধা দিতে পারে বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন।

ভারতের একান্ত অত্যন্ত আস্থাভাজন শেখ হাসিনা : ভারত তার স্বার্থ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনাকেই বেশি আস্থাভাজন মনে করে। আওয়ামী লীগ আমলে ভারত সেই সুবিধাও আদায় করে নিয়েছে। ২০১৮ সালের ৩০ মে বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমরা ভারতকে যা দিয়েছি তারা তা সারা জীবন মনে রাখবে। প্রতিদিনের বোমাবাজি গুলি থেকে আমরা তাদের শান্তি ফিরিয়ে দিয়েছি। এটা তাদের মনে রাখতে হবে।' ২০২২ সালের ১৯ জুলাই আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা দেশ ছাড়িয়ে ভারতের মাটিতেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। শেখ হাসিনার দৃঢ় পদক্ষেপের কারণেই আসাম ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসেবে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া আদানির সঙ্গে অসম বিদ্যুৎ চুক্তিসহ ভারতকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গোপনে দিয়ে গেছেন শেখ হাসিনা।

চীনের প্রভাব মোকাবিলায় একটি উপাদান? : দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতা গত এক দশকে আরও তীব্র হয়েছে। বাংলাদেশও এই প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো বিনিয়োগকারী দেশগুলোর অন্যতম। পদ্মা সেতু রেলসংযোগ, কর্ণফুলী টানেল, পায়রা ও অন্যান্য অবকাঠামো প্রকল্পে চীনের বড় ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশকে নিজেদের নিরাপত্তা বলয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখে। কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি অংশের মতে, যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব চীনের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপস্থিতি ও তার দলকে ভারতের একটি বিকল্প প্রভাবের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে বর্তমানে বিএনপি সরকার ক্ষমতায়। ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা অনেকটাই বদলে গেছে। সেজন্য কেবল একজন নেতার উপস্থিতি দিয়ে বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টিতে শেখ হাসিনাকে ব্যবহার : রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও বাংলাদেশে এখনো তার অনেক অনুসারী আছে। শেখ হাসিনা তাদেরকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টির সক্ষমতা রাখে। ভারত বাংলাদেশকে চাপে রাখতে বা বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতা তৈরিতে শেখ হাসিনাকে ব্যবহার করতে পারে। বিভিন্ন সংখ্যালঘু, ধর্মীয় ইস্যুতে উস্কানিতে ভারত এবং শেখ হাসিনা ও তার অনুসারীদের হাত আছে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার? : কূটনৈতিক অঙ্গনে এমন ধারণাও রয়েছে, শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আলোচনায় একটি মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। সীমান্ত, পানি বণ্টন, বাণিজ্য, নিরাপত্তা সহযোগিতা কিংবা আঞ্চলিক সংযোগের মতো ইস্যুতে নয়াদিল্লি চাইলে তার উপস্থিতিকে সরাসরি নয়, বরং পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে–এমন আলোচনা নীতিনির্ধারণী মহলে রয়েছে। তবে এ ধরনের দাবি নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য ভারত সরকার কখনো দেয়নি।

ভারতের আনুষ্ঠানিক অবস্থান : ভারত বরাবরই বলে আসছে, তারা বাংলাদেশের সঙ্গে রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করে না। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও বিভিন্ন সময়ে বলেছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

ঝুঁকিও কম নয় : শেখ হাসিনাকে যদি ভারত দৃশ্যমান রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে সেটি উল্টো ভারতের জন্যও কূটনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এতে বাংলাদেশের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী জনমত আরও শক্তিশালী হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে সব সময় লাভজনক নাও হতে পারে।

দালাই লামার উদাহরণ : ভারতে দীর্ঘদিন ধরে দালাই লামা রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। তবে ভারত কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে চীনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ঘোষণা না করলেও, বেইজিং দীর্ঘদিন ধরে তার ভারতে অবস্থানকে ভারতের একটি কৌশলগত চাপ সৃষ্টির উপায় হিসেবে দেখে এসেছে। অর্থাৎ, কোনো নির্বাসিত নেতার উপস্থিতি নিজেই কখনো কখনো একটি কূটনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়, এমনকি তাকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার না করলেও।

বিভিন্ন দেশে আশ্রয় ও সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা : ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে কোনো দেশ পলাতক বা নির্বাসিত রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান বা বিরোধী নেতাকে আশ্রয় দিয়ে কূটনৈতিক, নিরাপত্তাগত বা কৌশলগত সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট আলাদা, এবং সব ক্ষেত্রেই 'আশ্রয় দেওয়া' যে কেবল রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য ছিল, বিষয়টা এমন নয়। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ রাশিয়ায় আশ্রয় নেন। পরে রাশিয়া তাকে ইউক্রেনের 'বৈধ প্রেসিডেন্ট' হিসেবে উল্লেখ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ১৯৯৯ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর নওয়াজ শরিফ সৌদি আরবে নির্বাসনে যান। এই সময় সৌদি আরব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমঝোতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিউবার বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আশ্রয় দিয়ে দীর্ঘদিন হাভানার ওপর রাজনৈতিক চাপ বজায় রেখেছে। এ ছাড়া ২০১৩ সালের পর মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের বহু নেতাকে আশ্রয় দিয়ে আঙ্কারা আঞ্চলিক রাজনীতিতে নিজের অবস্থান জোরদার করে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা কী বলছেন? : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতের জন্য একটি 'কৌশলগত সম্পদ'–এমন মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তবে তাকে ট্রাম্প কার্ড বা তুরুপের তাস হিসেবে কতটা এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভারত-চীন প্রতিযোগিতার গতিপ্রকৃতি এবং নয়াদিল্লির দীর্ঘমেয়াদি আঞ্চলিক কৌশলের ওপর। কূটনীতিতে কোনো সম্পদ সব সময় ব্যবহার করা হয় না; অনেক সময় সেটিকে শুধু সম্ভাব্য প্রভাবের উৎস হিসেবে ধরে রাখাই বড় কৌশল। শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানও দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান ভূরাজনীতিতে তেমন একটি সম্ভাব্য কৌশলগত উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সাবেক রাষ্ট্রদূত এম শফিউল্লাহ গণমাধ্যমকে বলেছেন, শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের ট্রাম্প কার্ড। বিভিন্ন সময়ে ভারতে বসে শেখ হাসিনা বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এসব সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ভারত হাসিনাকে দিয়ে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের একজন অধ্যাপক মঙ্গলবার বলেন, 'শেখ হাসিনাকে নিজেদের কাছে রেখে ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে কিছুটা সুবিধা নিতে পারে। বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে চাপেও রাখতে পারে। এটা এক ধরনের একটি কৌশল হতে পারে।' তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করতে চাননি। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন ম্যাডিসনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু এইচ. কিডি এক গবেষণায় বলেন, নির্বাসিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা নেতাদের আশ্রয় দেওয়া স্বাগতিক রাষ্ট্রের জন্য একটি পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এর মাধ্যমে আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র প্রতিবেশী বা প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারতের অবস্থান : রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাকে ফেরত চেয়ে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠিও দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন, যেকোনো প্রত্যর্পণই আইনি বিষয়। আইনি প্রক্রিয়াতেই এর নিষ্পত্তি হবে। শেখ হাসিনার বিষয়ে ভারতের মনোভাবের কোনো বদল ঘটেনি বলেও জানান তিনি।

হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে : ভারত : বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ নিয়ে ভারত সরকার কোনো মন্তব্য করেনি। তবে জানিয়েছে, যেকোনো প্রত্যর্পণ আইনগত বিষয়। আইনি প্রক্রিয়াতেই তার নিষ্পত্তি হবে। গণঅভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। তার পর থেকে ভারতে অবস্থান করছেন তিনি। জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাঁকে ফেরত চেয়ে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ইচ্ছার কথা জানান। পলাতক শীর্ষ নেতাদের নিয়ে ফেরার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাকে ফিরতেই হবে। আমার দলের নেতা-কর্মীদের ওপর ভয়াবহ দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে। যদি মৃত্যুই আসে, আমি চাই আমার নিজের মাটিতেই মৃত্যু হোক, যেখানে আমার মাবাবা সমাহিত আছেন এবং যেখানে তাঁদের রক্ত ঝরেছিল।' আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনার ওই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ভারতের মনোভাবের কথা জানতে চান এক সাংবাদিক। তিনি জানতে চান, শেখ হাসিনার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের আলোচনা হয়েছে কি না।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল সরাসরি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। তিনি বলেছেন, যেকোনো প্রত্যর্পণই আইনি বিষয়। আইনি প্রক্রিয়াতেই এর নিষ্পত্তি হবে। শেখ হাসিনার বিষয়ে ভারতের মনোভাবের কোনো বদল ঘটেনি বলেও উল্লেখ করেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে কিছু ভারতীয় উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। এক সাংবাদিক জানতে চান, ১১টি প্রকল্প যা ঘোষিত হয়েছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, উন্নয়নমূলক সহযোগিতা প্রকল্প পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত। সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

দেশের সীমানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হবে : জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও গণহত্যার বিচার সম্পর্কে' এক আলোচনায় এ বিষয়গুলো উঠে আসে। এনসিপির সংসদ সদস্য আখতার হোসেন জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির ৬৮ বিধি অনুসারে এ বিষয় নিয়ে আলোচ-নার জন্য নোটিশ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান, প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক এবং বিরোধী দলের পক্ষে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, আখতার হোসেন, মীর আহমাদ বিন কাসেম ও রোকেয়া বেগম আলোচনায় অংশ নেন। বিরোধী দলের সদস্যদের কেউ কেউ জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারের গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জুলাই যোদ্ধাদের সুবিধা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা, গণভোটের রায় বাস্তবায়নেরও দাবি জানান কেউ কেউ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ প্রথমে আওয়ামী লীগকে দল হিসেবে বিচারের জন্য আইন করেনি। পরে আন্দোলন করে সেটা আদায় করতে হয়েছে। তিনি বলেন, 'সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের বিচার দাবি করছি আমরা। আমি সর্বপ্রথম দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার করার জন্য দাবি তুলেছিলাম।' বিরোধী দলের উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গণভোটের গণরায়কে শ্রদ্ধা জানাতে হলে সংবিধান সংশোধন কমিটিতে আসতে হবে। সেখানে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু আপনারা ওয়াকআউট করলেন। সংবিধান সংশোধনী কমিটিতে থাকতে চাইলেন না। সেটা ইতিহাস হয়ে থাকল। জুলাই স্মৃতি জাদুঘর ৫ আগস্ট খুলে দেওয়া হবে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সেটা উদ্বোধন করবেন। কোনো আহত জুলাই যোদ্ধার যদি বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে থাকে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাঁদের সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সীমান্ত নিয়ে বিরোধী দলের বক্তব্যের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা একজনও অবৈধভাবে পুশ ইন হতে দিইনি। আমরা সার্বভৌমত্বকে সর্বতভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।' সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব। আমরা ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যেভাবে ইস্পাতকঠিন জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছি, সেই জাতীয় ঐক্য ন্যাশনাল ইস্যুতে সব সময় এক থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। যা কিছু তর্কবিতর্ক করব সরকারি দল বিরোধী দল এই হাউসের মধ্যে করব; কিন্তু আমরা কোনো জাতীয় ইস্যুতে স্বাধীনতুাসার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কখনোই ছাড় দেব না।' ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক কী হবে, সেটা সরকারের একক কোনো দায়িত্ব না। আমরা সংসদে সংবিধান সংশোধন করে পররাষ্ট্রনীতি সংশোধন করে এখানে ঠিক করতে পারি। প্রতিবেশীকে কখনো পাল্টানো যায় না। কথায় আছে যে আপনি আপনার স্ত্রী পাল্টাতে পারবেন, কিন্তু প্রতিবেশী তো আপনি পাল্টাতে পারবেন না।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে রায় কার্যকর করতে সরকার তাগাদাপত্র দিচ্ছে। শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারী তিনজনকে ফেরত চাওয়া হয়েছে। সরকারের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই। জুলাই গণঅভ্যুত্থান কোনো একক দল বা ছাত্রসংগঠনের কৃতিত্ব নয় উল্লেখ করে সালাহউ-দ্দিন আহমদ বলেন, 'বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এটি সংঘটিত করেছে। জুলাই ঘোষণাপত্র, জুলাই জাতীয় সনদ এবং জুলাই যোদ্ধাদের সুরক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে।'

দেশের সীমানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হবেঃ আইনমন্ত্রী : আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৬টি তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে ১২টি তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে। চারটিতে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি মামলার রায় হয়েছে।শাপলা চত্বরে হত্যাযজ্ঞের তদন্ত শুরু হয়েছে জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। জুলাই হত্যাকাণ্ডে জেলায় জেলায় তদন্ত কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জুলাই চেতনায় বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদের সুর দেখে দিল্লিতে বসে হুঙ্কার দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা আত্মসমর্পণ করার হুংকার দিচ্ছেন, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে তাঁদের আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগ থাকবে না। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বাংলাদেশের সীমানায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হবেন। এটা সরকারের অঙ্গীকার।

বিচারে গড়িমসি জাতি সহ্য করবে নাঃ জামায়াত আমির : জুলাই যোদ্ধাদের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবি জানান বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, বিচারের ব্যাপারে কোনো গড়িমসি জাতি সহ্য করবে না। বিচার হতেই হবে, তবে বিচারটা যেন ন্যায়বিচার হয়। শফিকুর রহমান বলেন, সীমান্তে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে। সরকার এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। তিনি অভিযোগ করেন, সবাই না হলেও বেশির ভাগ মিডিয়া স্বৈরাচারকে ভয়ংকর স্বৈরাচার হতে সাহায্য করেছে। তারা এখন আবার পানি ঘোলা করার জন্য ময়দানে নেমে পড়েছে। সরকার এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তিনি বলেন, 'কোন শক্তির বলে তারা এটা করে আমরা জানতে চাই সরকারের কাছে। তাদের ব্যাপারে দুর্বলতাটা কোথায়?' সংস্কার বাস্তবায়নে গণভোটের প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'গণভোটে জনগণ হ্যাঁএর পক্ষে, সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছিল। কী এখানে হয়ে গেল, আমরা ঠিক বুঝতে পারি নাই।' আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার দাবি করে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেন, যেই দল ইতিহাসে দুই দুইবার সুযোগ পেয়ে এ দেশে গণহত্যা করেছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে এবং সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে, লুটপাট করেছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডে সঙ্গে জড়িত, তার বিচার করতে হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্র্যাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরকে সরিয়ে দেওয়ার কথা তুলে ধরে নাহিদ বলেন, নতুন করে কোনো মামলার তদন্তপ্রক্রিয়া বর্তমান প্রসিকিউশন এগিয়ে নিতে পারেনি। প্রসিকিউশন টিমে দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ এবং ট্রাইব্যুনাল বাড়ানো নিয়ে সরকারের কী পরিকল্পনা, তা তিনি জানতে চান। জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যা, যারা জুলাইয়ে হত্যা করেছিল, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল তাদের শাস্তি এখনো কার্যকর হয়নি। এখন পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করা যায়নি। তিনি শেখ হাসিনাসহ সাজাপ্রাপ্তদের দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি কার্যকর এবং আওয়ামী লীগের বিচারের পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। গণ অধিকার পরিষদের সংসদ সদস্য প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক বলেন, একটি রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিচার নিষ্পত্তির প্রশ্নে ঐকমত্য হতে হবে। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের প্রশ্নে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কী হবেড়এই বিষয়ে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের একটি নীতিগত সমঝোতা রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন।

দীর্ঘ হচ্ছে আওয়ামী মন্ত্রী-এমপিদের কারাজীবন

(৩৬ পাতার পর)

আছেন। কারা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বর্তমানে যেসব হেভিওয়েট মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কারাগারে রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনড়সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক মন্ত্রী ও ওয়ার্কার্স পার্টির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সাবেক গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন, উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়, সাবেক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম, সাবেক পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, সাবেক নৌমন্ত্রী শাহজাহান খান, সাবেক দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান, সাবেক পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক শামীম, সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, সাবেক রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন, সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী, সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শহীদুজ্জামান সরকার, সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, পার্বত্যবিষয়ক সাবেক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার এবং সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ। তারা সবাই কারাগারে ডিভিশনপ্রাপ্ত (বিশেষ সুবিধা) কয়েদি। তাদের প্রায় সবাইকে নিরাপত্তা ও বিশেষ নজরদারির জন্য কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতর বিশেষ কারাগারে রাখা হয়েছে এবং দেশের সব কারাগার থেকে চৌকস কারারক্ষী বাছাই করে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে।

এ ছাড়া কারাগারে থাকা অন্য শীর্ষ এমপিদের মধ্যে রয়েছেনড়সাবেক এমপি ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক হুইপ আ স ম ফিরোজ, আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ও সাবেক এমপি আবদুস সোবহান গোলাপ, সাবেক এমপি সাদেক খান, ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন, হাজী সেলিম, সোলাইমান সেলিম, আব্দুর রহমান বদি, ইকরামুল করিম চৌধুরী, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, আলী আজম মুকুল, কাজী জাফর উল্যাহ, শাহজাহান ওমর, আব্দুস সালাম মুর্শেদী, শাহে আলম তালুকদার, নাসিমুল আলম, শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, কামরুল আশরাফ খান পোটন, গোলাম কিবরিয়া টিপু, আব্দুল্লাহ আল জ্যাকব, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, মোরশেদ আলম ও সিরাজুল ইসলাম মোল্লা। তারা প্রায় সবাই কারাগারে ডিভিশন সুবিধা পেয়েছেন। নারী এমপি ও মন্ত্রীদের ভেতর সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি মুন্সীগঞ্জ কারাগারে এবং সাবেক এমপি মমতাজ বেগম, মাসুদা সিদ্দিক রোজী ও সাফিয়া খাতুন কাশিমপুর মহিলা কারাগারে বন্দি রয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় কারাগারে মারা যান সাবেক দুই হেভিওয়েট মন্ত্রী। গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর কারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। সর্বশেষ ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন দিনাজপুর জেলা কারাগারে অসুস্থ হওয়ার পর দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সাবেক এমপি ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সম্প্রতি বক্তব্য দিয়েছেন সে দেশের এমপি জেমি চ্যাফি। ব্যারিস্টার সুমনের আইনজীবী লিটন আহমেদ জানান, 'পার্লামেন্টে ব্যারিস্টার সুমনসহ ২০২৪ সালের পর থেকে আটক থাকা কয়েকজন রাজনীতিবিদের কারাবন্দি অবস্থায় খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার পাবেন।' আইনজীবী লিটন আরও জানান, ব্যারিস্টার সুমনের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ৮টি মামলা দায়ের হয়েছে। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির বিরুদ্ধে ৬০টিরও বেশি মামলা রয়েছে। গত বছরের ৬ অক্টোবর ঢাকার সিএমএম আদালতে মামলায় হাজিরা দিতে এসে তিনি কারাগারে চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ৬০টির বেশি মামলা। সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন। এখন আমাদের কী মরিয়া প্রমাণ করতে হবে আমরা অসুস্থ ছিলাম?' দীপু মনির মামলার সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে তার আইনজীবী গাজী ফয়সাল ইসলাম জানান, 'তার বিরুদ্ধে ৭০টির মতো মামলা দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে ৩৮টি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। নিম্ন আদালত থেকে জামিন মিলছে না। ২০টি মামলায় জামিন চেয়ে আমরা হাইকোর্টে গেছি, যার মধ্যে তিনটিতে জামিন দিলেও পরে দুটি স্থগিত হয়েছে এবং বাকি ১৭টি রুল পর্যায়ে আছে।' এই আইনজীবী দাবি করেন, 'মামলার বিচারের আগে (চার্জ গঠন) এত দীর্ঘ কারাবাস কোনো নারী মন্ত্রীর নেই। তিনি গুরুতর অসুস্থ এবং কারান্তরীণ থেকে হাসপাতালেও চিকিৎসা নিয়েছেন। কিন্তু এত মামলার জামিন হবে কবে? সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তিনি দ্রুত মুক্ত হবেন।' কারাগারের ভেতরে সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের অবস্থা বেশ নাজুক। ৮০টিরও বেশি মামলার আসামি পলককে কারাগারে অঝোরে কাঁদতে দেখা গেছে এবং তিনি সবার কাছে হাত তুলে দোয়াও চেয়েছেন। পলকসহ সাবেক মন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ও টিপু মুনশির আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখী বলেন, 'প্রায় দুই বছর ধরে তিনিসহ আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীরা কারাগারে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পলকের বিরুদ্ধে ৮৬/৮৭টি মামলা দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে হেনস্তা করার জন্য। ঘটনার সঙ্গে তারা কেউ সম্পৃক্ত নন। আমরা আসামিদের জামিন চাইলেও তা মিলছে না। আশা করছি দ্রুতই সব মামলায় জামিন পাবেন ও ন্যায়বিচার পাবেন।' আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মন্ত্রী ও এমপির পক্ষে আইনি লড়াই চালানো আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন বলেন, 'সাবের হোসেন চৌধুরী, শিরীন শারমীন চৌধুরী ও মেয়র আইভীর কারামুক্তির মতো আমরা আশা করেছিলাম বাকি বন্দিরাও জামিন পাবেন। কিন্তু কয়েকজন জামিন পেলেও একই ধরনের মামলায় বাকি সবাই এখনো কারাগারে আছেন। সহসা তারা জামিন পাবেন বলেও মনে হচ্ছে না। এতে তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং মানবাধিকার লজ্জিত হচ্ছে।' তবে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী জানিয়েছেন, জুলাই আন্দোলনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, 'জুলাই আন্দোলনের মামলাগুলো সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তদন্ত কর্মকর্তারা সবগুলো মামলার সুষ্ঠু তদন্ত করে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতে চার্জশিট জমা দিচ্ছেন। জুলাই আন্দোলনের এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত আসামিদের কোনো ছাড় নেই।' জুলাই মামলাগুলোর বর্তমান বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়ে তিনি বলেন, 'আদালতে ৪২টির মতো মামলার চার্জশিট জমা হয়েছে বলে জেনেছি। মামলাগুলোর সবগুলোই এখন চার্জ গঠন শুনানি বা আনুষ্ঠানিক বিচারের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। আর একটি মামলার চার্জ গঠন শুনানি বর্তমানে চলছে।' একই মামলায় 'কোনো এমপি-মন্ত্রী জামিনে মুক্ত, আবার বাকিরা কারাগারে'ড়আইনজীবীদের এমন বৈষম্যের অভিযোগের জবাবে রাষ্ট্রপক্ষের এই শীর্ষ আইনজীবী বলেন, 'জামিন পাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আদালতের ওপর নির্ভর করে। বিচারক যাদের মনে করছেন জামিন দেওয়া উচিত, তাদের জামিন দিচ্ছেন। আর যাদের মনে করছেন জামিন দেওয়া উচিত নয়, তাদের জামিন দিচ্ছেন না। এই বিচারিক প্রক্রিয়ায় সরকারের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ নেই।' একই ধরনের মামলায় কেউ জামিন পাচ্ছে, আবার কেউ থাকছে কারাগারে। এ বিষয়ে আইনে কী আছেড়জানতে চাইলে সাবেক জেলা জজ ও জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব মো. শাহজাহান সাজু কালবেলাকে বলেন, '১৮৬০ সালের পেনাল কোড ও ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিসহ অন্যান্য আইনানুসারে, একটি হত্যা বা হত্যাচেষ্টা মামলার সব আসামির সমান অংশগ্রহণ থাকে না। কারও বেশি অংশগ্রহণ থাকে, কারও কম অংশগ্রহণ থাকে। জামিনের ক্ষেত্রে এসব বিষয় বিবেচনা করে দেখেন আদালত। এ ছাড়া জামিন দেওয়ার আগে মামলার অন্য আসামিদের ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে সংশ্লিষ্টতা, তদন্ত কর্মকর্তার প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ, ঘটনার তথ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে আদালত কাউকে জামিন দেন, আবার একই মামলায় কারও জামিন নামঞ্জুর করেন। অন্যদিকে সাক্ষীদের সাক্ষ্য, আইনজীবীদের যুক্তি-তর্ক, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং সব তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে মামলার রায় দেওয়া হয়। এতে কারাগারে থাকা কেউ নির্দোষ প্রমাণিত হন, আবার কেউ সাজাপ্রাপ্ত হন। অনেকে রায়ের আগে জামিন পেয়ে গেলে তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই জামিন দেওয়া হয় না। এগুলো সবই বিচারের প্রক্রিয়া। আদালত এগুলো দেখে বিচার করে থাকেন।'

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ATTORNEY
M. MOSTAFA

(A Full Service Law Firm)
LL.B Honors (1st Class)
LL.M. (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSONAL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & Dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and Abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and Injury
- Taxi, Bus-Subway and Train Accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 to EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration H1B, L1, E2
- Green Card Replacement/Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green Card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada & UK

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-487-4873 | Text: 917-285-6247
Email: abmostafa1@gmail.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal
আপিল এবং ওয়েভারসহ সকল প্রকার ইমিগ্রেশন এসাইলাম ও কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York
1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

সরকারের সুবিধাজনক অবস্থার অসুবিধা

(প্রথম পাতার পর)

পেয়েছে। রাজপথ ও জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের মতো একটি অঘটনপটীয়সী বড় দলের বিরোধিতার মুখোমুখি তাদের হতে হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত সংসদে বিরোধীদলীয় সদস্যসংখ্যা ৭৭ হওয়া সত্ত্বেও পারফরম্যান্সের দিক থেকে বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্বল বিরোধী দলকে কাবু করতে বিএনপিকে তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না।কিন্তু এ ধরনের একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বিএনপি সরকার যদি অতি-আত্মপ্রসাদের মধ্যে থাকে, তাহলে এখন আওয়ামী লীগকে যে বেকায়দায় পড়তে হয়েছে, বিএনপিকেও সেই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে, এই উপলব্ধি মাথায় রেখে কাজ করলে বিএনপির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনা করা তেমন জটিল হবে বলে মনে হয় না। সুবিধাজনক এবং অনুকূল অবস্থার কিছু অসুবিধা ও প্রতিকূল অবস্থা থাকে। বিএনপি সরকারে এসেছে, এখনো ছয় মাস পূর্ণ হয়নি। কিন্তু 'সকাল দেখে বোঝা যায়, সারা দিন কেমন কাটবে', বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, তা ভাবনায় রেখে কারও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আদৌ ভালো নয়।

দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার পর কোনো রাজনৈতিক দল যদি ততোধিক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষমতার বাইরে থাকতে বাধ্য হয়ে অথবা শীতনিদ্রায় কাটিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হয়, তাহলে সেই দলের সরকারকে যে সংকটগুলোর মুখে পড়তে হয়, বিএনপি সরকারকে ইতোমধ্যে অনুরূপ সংকটে পড়তে হয়েছে।

বিএনপি ২০০৬ সালে ক্ষমতা ছাড়ার পর ২০২৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। সময়ের বিচারে প্রায় এক প্রজন্মের ব্যবধান। এ সময়ের মধ্যে বদলে গেছে মানুষের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচার-আচরণ। দ্রুততর গতিতে পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও কৌশল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিন্ন এক রূপ দিয়েছে। দীর্ঘকাল জনগণের ওপর চেপে থাকা ফ্যাসিবাদী মনোভাব পোষণকারী একটি দলের পতনে জনগণের মাঝে যে নবতর প্রত্যাশা ও আকাংখার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণে ব্যর্থ হলে সমাজে অসন্তোষ বেড়ে রাজনীতিকে টালমাটাল করে তুলতে যে খুব বেশি সময় লাগে না, ২০২৪-এ ক্ষমতা ও রাজনীতি থেকে সমূলে উৎপাটিত হওয়া আওয়ামী লীগ সরকারই এর বড় প্রমাণ।

২০০৮ সালে ওই সময়ের কেয়ারটেকার সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর যৌথ রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনি অন্যায় ও জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানোর আন্দোলন শুরু করা তো সম্ভবই হয়নি, এমনকি দল দুটি তাদের রুটিন রাজনৈতিক কর্মসূচি পর্যন্ত পালন করতে পারেনি।

বিএনপি সরকারের নিজেদের দলীয় ও প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দোদুল্যমানতার কারণে আওয়ামী লীগ অদূরভবিষ্যতে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হলে সরকারে থাকাকালে তারা যে নিপীড়নমূলক কৌশল প্রয়োগ করে বিএনপি ও জামায়াতকে যেভাবে রাজনৈতিক মাঠ থেকে অপসারণ করেছিল, বিএনপি সরকারের পক্ষে আওয়ামী লীগের ওপর তা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে কি না, সে ব্যাপারে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সন্দিহান।

তদুপরি বিএনপি-জামায়াতের মানসিক দূরত্ব দিনদিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে বিপদের সময়ে বিএনপি জামায়াতকে কাছে পাবে, এমন আশা করা যায় না। অনুরূপ পরিস্থিতিতে সংসদে বিএনপির ২১২ সদস্যের বিপুল শক্তির পক্ষে ফলপ্রসূ কিছু করা সম্ভব হবে না। ২০২৪ সালে তো সংসদে আওয়ামী লীগের ২২৪ সদস্যের অপ্রতিরোধ্য শক্তি ছিল। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ইতিহাসে অমিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, সবচেয়ে দাম্ভিক ও বেপরোয়া শাসক শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকারকে মাত্র ২০ দিনের আন্দোলনে বিদায় নিতে হয়েছে। বিএনপির নীতিনির্ধারকরা বিষয়গুলো মাথায় রাখলে ভালো করবেন।

চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে জনগণের আশা-আকাক্সক্ষা পর্বতসম উঁচু ছিল না। অভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে আগত ড. ইউনূসের অধীনে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বরং প্রত্যাশা বেশি ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং আশা পূরণের দায়িত্ব বর্তেছে বিএনপি সরকারের ওপর। খুবই সাধারণ এসব প্রত্যাশা বা জন-আকাক্সক্ষা- হত্যা-ধর্ষণ-চাঁদাবাজি-অবৈধ দখল কার্যকরভাবে বন্ধ করা, খাদ্যসামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, মূল্যবৃদ্ধি না করে বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ জরুরি সেবাগুলোর মান বৃদ্ধি করা। কিন্তু সরকার এসবের কোনোটাই নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজ করছে। ধর্ষণ-হত্যা-চাঁদাবাজি নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা গেছে যে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অপরাধ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নতুন এক গোষ্ঠীর হাতে এসেছে। যেহেতু তারা আওয়ামী লীগের দীর্ঘ মেয়াদে অপরাধ জগতে ঠাঁই পায়নি, অতএব তারা শূন্যস্থান পূরণ করেছে অধিক উৎসাহে। অপরাধীদের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে মাত্র, অপরাধের মাত্রা বেড়েছে। নতুন অপরাধীদের রাজনৈতিক পরিচয় আড়ালে ছিল না। বিএনপি অনেক ক্ষেত্রে এসব অপরাধীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। কিন্তু সরকারে আসার পরও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুপস্থিতি অথবা 'নিজেদের লোকদের' বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণে 'লজ্জাবোধ' জনমনে চরম হতাশার দৃষ্টি হয়েছে। তারা পথেঘাটে, এমনকি নিজ বাড়িতে নিরাপদবোধ করতে পারছে না।

দীর্ঘকাল পর ক্ষমতায় আসীন বিএনপির মাঝে সরকার পরিচালনার অনভিজ্ঞতাজনিত জড়তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু বিএনপি যদি তার দলীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তির ওপর অটল থাকতে চায় তাহলে অপরাধী নিজ দলের হলেও তাদের দায়মুক্তভাবে অপরাধ সংঘটনের লাইসেন্স দিতে পারে না। শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের পতনের অনেক কারণের মধ্যে একটি ছিল দলীয় নেতা-কর্মীদের দায়মুক্ত অপরাধ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া। শেখ হাসিনা আত্মতুষ্ট ছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে সারা দেশে শত শত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। কিন্তু এসবের আড়ালে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজি ও দখলবাণিজ্য ছিল অপরাধের দায়মুক্ত কাণ্ডকারবার।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ইতোমধ্যে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন গড়ে না তোলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন, যা প্রশংসিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউ-দ্দিন আহমদ অপরাধের বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা বলেছেন। বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না, অপরাধ বেড়েই চলেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, গত মে মাস পর্যন্ত তিন মাসে সারা দেশে ৯১৫টি হত্যাকাণ্ডের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১০টিরও বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এর মধ্যে মার্চ মাসে ৩১৭টি, বিএনপি দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক পরপর, এপ্রিলে ২৮৮টি এবং মে মাসে ৩১০টি হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার ৬৪টি ঘটনায় ৫ জন নিহত এবং ২৮৯ জন আহত হন, যার মধ্যে ১১ জন গুলিবিদ্ধ। এপ্রিলে ৯৮টি ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ৫৩৩ জন আহত হন, যার মধ্যে ৩৭ জন গুলিবিদ্ধ। মার্চে ১১৩টি ঘটনায় অন্তত ১৮ জন নিহত এবং ৯১২ জন আহত হন, যার মধ্যে ১৫ জন গুলিবিদ্ধ।

বাংলাদেশের অপরাধবিষয়ক বিশ্লেষকদের মতে, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি, দুর্বল পুলিশিব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর শীর্ষ অপরাধীরা পর্দার আড়াল থেকে প্রকাশ্যে ফিরে আসাই সহিংসতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। তাদের মতে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দলীয় কোন্দল এখন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। দিনদুপুরে একের পর এক হত্যা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সামগ্রিকভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপি সরকার সম্ভবত এখনো নিরুদ্বিগ্ন যে আওয়ামী লীগপ্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ও তাঁর দলের নেতাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ মানবতাবিরোধী মামলাগুলো দায়ের করেছে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার। শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে একটি মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ডের রায়ও ঘোষণা করা হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে। চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের পর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৪৫৩টি হত্যা মামলাসহ মোট ৬৬৩টি মামলাও দায়ের হয়েছে ২০২৪ ও ২০২৫ সালে।

দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে। অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করেছে এবং স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে জাতীয় পর্যায়ের কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। এক অর্থে ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার বিএনপি সরকারের রাজনৈতিক পথের প্রধান কাঁটা অপসারণ করে দেওয়ায় তারা গা-ঝাড়া দিয়ে বলছে, 'আমরা তো কিছু করিনি' এবং তারা অসত্য কিছু বলছে না।

গণ অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পতন হয়েছে, নিপাত হয়েছে, নির্মূল হয়েছে, দাফন হয়ে গেছে দিল্লিতে। তারা আর বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারবে না। শিগগিরই দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার হবে।' সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ, সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং আই-সিটি অ্যাক্টের আওতায় রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার করার আইনি সুযোগ রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন যে, খুব শিগগির তাদের বিচারের কাঠগড়ায় তোলা হবে। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকার বিএনপিকে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা-মুক্ত করার কাজ যেখানে শেষ করেছে, বিএনপি সরকার সেখান থেকে আওয়ামী লীগকে অকার্যকর রাজনৈতিক দলে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে রয়টার্সের সঙ্গে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে আগামী ডিসেম্বরে তাঁর নেতা-কর্মীদের নিয়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এক উপদেষ্টা বলেছেন, শেখ হাসিনা এবং ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের নেতারা দেশে ফিরবেন কী ফিরবেন না, বা তাঁরা কী করবেন সেটি তাঁদের দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয়। তবে তিনি তাঁদের অপরাধের বিচার নিশ্চিত করার পক্ষে বিএনপি সরকারের অবস্থানের কথাও জানান।

আওয়ামী লীগপ্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নিজ দেশে ফিরে আসবেন, এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ইতোমধ্যে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছে। অনেকগুলো মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। অতএব আইনের শাসন নিশ্চিত করার স্বার্থে বিএনপি সরকার শেখ হাসিনা ও তাঁর দলের অন্যান্য সাজাপ্রাপ্ত বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আওতায় থাকা নেতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। দৃশ্যত সরকার নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন ভাবলেও তার এগিয়ে যাওয়ার পথ তেমন নির্ঝঞ্ঝাট হবে না। বিএনপি ও বিএনপি সরকারের ওপর যে জনআস্থা ছিল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে জনগণের সেই আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারলে রাজনৈতিক ফ্রন্টে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার সংগ্রামে জনগণই সরকারের পাশে থাকবে।

দীর্ঘ হচ্ছে আওয়ামী মন্ত্রী-এমপিদের কারাজীবন

(প্রথম পাতার পর)

শীর্ষপর্যায়ের নেতাকর্মীরা। শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নন, বিগত ১৬ বছরের তৎকালীন সরকারের নিয়োজিত শীর্ষ পর্যায়ের পুলিশ, আমলা, স্পিকার এবং প্রধান বিচারপতিও গ্রেপ্তারের তালিকায় যুক্ত হন। এরই মধ্যে পূর্ণ হয়েছে জুলাই আন্দোলনের দুই বছর। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত দুই বছরে গ্রেপ্তার হওয়া দলটির এমপি, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার

জেল, জামিন ও সাজার হালচাল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, তাদের কারাজীবন ক্রমেই দীর্ঘ হতে চলেছে। এরই মধ্যে জুলাই হত্যাকাণ্ডে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ৬টি মামলায় রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এসব রায়ের ফলে কারাগারে থাকা সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ চারজন মন্ত্রী-এমপি ও তৎকালীন নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তাদের ঘাড়ে ঝুলছে সাজার বোঝা। তাছাড়া ১৬ বছরের গুম, খুন ও জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আরও বহু মামলা বিচারাধীন। ঢাকার নিম্ন আদালতে বিচারাধীন কয়েকশ মামলার মধ্যে ইতিমধ্যে ৪৩টি মামলার চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করা হয়েছে। চার্জগঠনের মাধ্যমে এই মামলাগুলো এখন আনুষ্ঠানিক বিচার শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। কারা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিগত দুই বছরে জামিন পেয়ে মুক্ত হতে পেরেছেন মাত্র ১১ জন মন্ত্রী-এমপি। অন্যদিকে, কারাগারে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন সাবেক দুই হেভিওয়েট মন্ত্রী। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আওয়ামী লীগের শুধু এমপি, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মিলেই আটকে রয়েছেন মোট ১০৭ জন। বন্দিদের অনেকেই অর্ধশতাধিক, আবার কেউ কেউ শতকের কাছাকাছি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। সাবেক পরিবেশ ও জলবায়ুমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, সাবেক স্পিকার শিরীন শারমীন চৌধুরী ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীর কারামুক্তির পর অন্য বন্দিদের আইনজীবীরাও আশার আলো দেখেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হচ্ছে বলে তারা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'জুলাই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কোনো ছাড় নয়' এবং সরকার জুলাইয়ের মামলাগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে।

কারা অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম) জান্নাত-উল ফরহাদের কাছে কারাগারে থাকা ও জামিনে মুক্ত হওয়া এমপি, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের তথ্য জানতে চেয়েছিল কালবেলা। তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন কারাগারে আওয়ামী লীগের এমপি, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মিলে ১০৭ জন আটক রয়েছেন। তাদের মধ্যে এমপি ৭৩ জন, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন ৩৪ জন। এই তিন শ্রেণির বন্দির মধ্যে ১১ জন জামিন পেয়ে কারামুক্ত হয়েছেন। তিনি জানান, কারাগারে থাকা বন্দিদের মধ্যে ৭১ জনকে নিরাপত্তা ও সহজ ব্যবস্থাপনার জন্য কেরানীগঞ্জের বিশেষ কারাগারে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪১ জন এমপি ও ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এই বিশেষ কারাগারে আটক আছেন। বাকি আসামিরা গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারসহ কয়েকজন দেশের বিভিন্ন জেলায় মামলা থাকায় আটক রয়েছেন। জামিনপ্রাপ্ত ১১ জনের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২৪ সালের ৮ অক্টোবর গ্রেপ্তারের মাত্র দুদিনের মাথায় ঢাকার সিএমএম আদালত থেকে চার মামলায় জামিন পেয়ে কারামুক্ত হন সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। জুলাই আন্দোলনের পর গ্রেপ্তার হওয়া প্রথম কোনো এমপি বা মন্ত্রী হিসেবে তিনি জামিন পান, যা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। কথিত আছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় বাইরের একটি দেশের প্রেসিডেন্টের 'সুপারিশে' তিনি জামিনে কারামুক্ত হন। এরপর থেকে 'সাবেরের জামিন'-এর উদাহরণ টেনে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন এমপি-মন্ত্রীদের আইনজীবীরা আদালতে তাদের মক্কেলদের জামিন চাইতে থাকেন। সাবের হোসেন চৌধুরীর জামিনের পর দুদিনের মাথায় জুলাই আন্দোলনের একটি মামলায় সুনামগঞ্জ আদালত থেকে জামিন পান সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। ২০ দিন কারাভোগের পর ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর তিনি কারামুক্ত হন। এর এক মাস পর ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বর আওয়ামী লীগের সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক এমপি মুহিবুর রহমান মানিক সুনামগঞ্জ কারাগার থেকে মুক্তি পান। মূলত অসুস্থতা ও বয়স বিবেচনায় তাকে জামিন দেন সুনামগঞ্জের একটি আদালত। এরপর ২০২৪ সালের ২৪ নভেম্বর ঝিনাইদহ-১ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি নায়েব আলী জোয়ারদার ও ঝিনাইদহ-২ আসনের এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে জেলা কারামুক্ত হন। ১২টি মামলায় জামিন পেয়ে ২০২৫ সালের ১৪ আগস্ট কারামুক্ত হন সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। তিন মাস কারাগারে থাকার পর ২০২৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মুক্ত হন সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম। অন্যদিকে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আড়াই মাস কারাগারে থাকার পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে মুক্ত হন আওয়ামী লীগের সাবেক পাটমন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী। চলতি বছরের ৭ এপ্রিল জুলাই গণঅভ্যুত্থানের একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার হন সাবেক স্পিকার শিরীন শারমীন চৌধুরী। হাই প্রটোকলে থাকা একজন স্পিকার কীভাবে আন্দোলনে জনতার ওপর গুলি চালালেন, তা নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা। গ্রেপ্তারের পাঁচ দিন পর ১২ এপ্রিল 'শারীরিক অসুস্থতা' বিবেচনায় জামিন পেয়ে কারামুক্ত হন দেশের প্রথম এই নারী স্পিকার। এছাড়া সর্বশেষ গত ১৬ জুন সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারামুক্ত হন। তথ্য অনুযায়ী, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জুলাই আন্দোলনের মামলায় জামিন পেয়ে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ অর্থাৎ ৮ জন এমপি-মন্ত্রী কারামুক্ত হয়েছেন। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ২০২৫ সালের ৯ মে গ্রেপ্তার নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী বিএনপি সরকারের আমলে গত মাসের ৩ জুন হাইকোর্ট থেকে ১০ মামলায় জামিন পান এবং কারামুক্ত হন। এ ঘটনার পর আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীদের জামিনের বিষয়ে তাদের আইনজীবীরা পুনরায় আশা দেখতে শুরু করলেও নিম্ন আদালত থেকে অধিকাংশ জামিন আবেদনই নামঞ্জুর হচ্ছে। ফলে জামিনের জন্য আইনজীবীরা এখন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন। জুলাই আন্দোলন ঘিরে হওয়া মামলাগুলো বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত হত্যার অনেক মামলার চার্জশিট প্রস্তুত হয়ে আছে। ঢাকা মহানগরের নিম্ন আদালতে ৪৩টি মামলার চার্জশিট দাখিল হয়েছে, যা এখন শুধু চার্জ গঠন করে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে এখন পর্যন্ত ছয়টি মামলায় রায় ঘোষণা করেছেন, যার প্রথম রায়টি আসে ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর। ওই রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে মৃত্যুদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল-১; তবে তারা দুজনই বর্তমানে আইনের দৃষ্টিতে পলাতক। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সাভারের আশুলিয়ায় ছয়জনের লাশ পোড়ানোসহ সাতজনকে হত্যার ঘটনায় সাবেক এমপি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামসহ ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সর্বশেষ গত ৩০ জুন জুলাই আন্দোলন দমন করতে নির্যাতন, ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল। এমপি-মন্ত্রী ছাড়াও পলাতক ডিএমপি পুলিশের সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ অনেকে সাজার আসামি হলেও, সাজার বোঝা মাথায় নিয়ে হাসানুল হক ইনুই একমাত্র সাবেক মন্ত্রী, যিনি বর্তমানে কারাগারে বন্দি *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

এক ক্লিকেই বন্ধ হবে সদস্যপদ লুকানো ফি ঠেকাতে নিউইয়র্কের নতুন নিয়ম

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। লুকানো অতিরিক্ত ফি এবং জটিলভাবে সদস্যপদ বাতিলের সুযোগ বন্ধে নতুন নিয়ম চালু করছে নগর কর্তৃপক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সিটিতে এই ধরনের ব্যবস্থা এবারই প্রথম কার্যকর হতে যাচ্ছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিভিন্ন সেবার সদস্যপদ বাতিল করা হবে অনেক সহজ। ব্যায়ামাগার, অনলাইন বিনোদনসেবা এবং অন্যান্য সদস্যপদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে আর দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। মাত্র একটি ক্লিকের মাধ্যমেই সদস্যপদ বাতিলের সুযোগ দিতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে।নগর কর্তৃপক্ষের হিসাব বলছে, এই উদ্যোগের ফলে নিউইয়র্কবাসীর বছরে প্রায় ১৬ কোটি ২৫ লাখ ডলার সাশ্রয় হবে। বিশেষ করে আর্থিক চাপের মধ্যে থাকা পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। এরপর কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ম লঙ্ঘন করলে প্রতিটি ঘটনার জন্য ৫২৫ ডলার জরিমানা দিতে হবে। একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেয়া হবে। নতুন নিয়ম কীভাবে কার্যকর হবে, তা জানিয়ে ইতোমধ্যে একটি ব্যাখ্যামূলক ভিডিও প্রকাশ করেছে নগরের ভোক্তা ও কর্মী সুরক্ষা বিভাগ। গত ১০ জুলাই ম্যানহাটনের অ্যাসের লেভি বিনোদন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগের ঘোষণা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি, ভোক্তা ও কর্মী সুরক্ষা বিভাগের কমিশনার স্যামুয়েল এ. এ. লেভিন, অর্থনৈতিক বিচারবিষয়ক ডেপুটি মেয়র জুলি সু, সিনেটর ক্রিস্টেন গঞ্জালেজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল বাণিজ্য কমিশনের সাবেক কমিশনার লীনা খান। উদ্বোধনী বক্তব্যে জুলি সু বলেন, বর্তমানে কোনো প্রতিষ্ঠানের সেবায় যুক্ত হওয়া খুবই সহজ। কিন্তু সেই সেবা বন্ধ করতে গেলে গ্রাহকদের অসংখ্য বাধার মুখে পড়তে হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনে এক ধরনের মূল্য দেখায়, অথচ পরে নানা অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। এতে গ্রাহক প্রতারিত হন।

মেয়র জোহরান মামদানি তাঁর বক্তব্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে ২০০৬ সালের জনপ্রিয় কৌতুকধর্মী চলচ্চিত্র ‘ক্লিক’-এর একটি দৃশ্যের উদাহরণ টানেন। তিনি অভিনেতা ক্রিস্টোফার ওয়াকেন অভিনীত ‘মর্টি’ চরিত্রের একটি সংলাপ উল্লেখ করে বলেন, লোককথার সেই বামনের মতো অনেক মানুষ সারাজীবন সোনার হাঁড়ির খোঁজে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে তারা পায় কেবল সাধারণ ভুট্টার খাবার। অর্থাৎ যা দেখানো হয়, বাস্তবে তার মূল্য ততটা নয়।

এই উদাহরণ টেনে মেয়র বলেন, ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক ব্যায়ামাগার– অনেক প্রতিষ্ঠান সাধারণ সেবাকেই বিশেষ সুবিধা হিসেবে উপস্থাপন করে গ্রাহকদের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ আদায় করছে।

তিনি আরো বলেন, বিমান সংস্থা, ঋণপত্র প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, আবাসন বুকিং সেবা কিংবা অনলাইন বিনোদনসেবার মতো বিভিন্ন খাতে এমন সব লুকানো ফি যুক্ত করা হয়, যার কথা গ্রাহক আগে জানতেই পারেন না। পরে সেই সদস্যপদ বা সেবা বাতিল করাও হয়ে ওঠে অত্যন্ত কঠিন। ফলে সাধারণ মানুষের ব্যয় অযৌক্তিকভাবে বাড়তেই থাকে।

নগর কর্তৃপক্ষের আশা, নতুন এই নিয়ম কার্যকর হলে লুকানো ফি আদায়ের প্রবণতা কমবে। একই সঙ্গে গ্রাহকের অধিকার আরো শক্তিশালী হবে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো স্বচ্ছভাবে সেবা দিতে বাধ্য করা যাবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট
- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes
Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters
718-545-2600, 917-834-9269
21-83, Steinway St. Astoria, NY 11105

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম
Northwell Health
আমরা
ইমিগ্রেশন
সেবা প্রদান করি
• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Root canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
হাসপাতালে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি
করে থাকি
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills &
New Hyde Park
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
CALL 917 930 1170
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
168-40 Highland Ave., Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেভার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
We Accept all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda

Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী
কৌশলী ইমা
যোগাযোগ
পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কানেকটিকাট (যুক্তরাষ্ট্র)
ফোন : ৮৬০-৭৯৩-৯২৮৫
kousholyema@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

এশিয়ান কমিউনিটি মিডিয়ার সাথে সিটি স্পিকারের গোলটেবিল বৈঠক

(শেষ পাতার পর)

ওপর মতবিনিময় করেন। সিটি হলের রেডরুমে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে ডেপুটি লিডার সান্ড্রা উং, ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ার লিন্ডা লি, ওভারসাইট তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান শেখর কৃষ্ণান, বার্ধক্য কমিটির চেয়ার সুসান ঝুয়াং এবং কাউন্সিল সদস্য ফিল ওং উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নি-উইয়র্ক সিটির ২০২৭ আর্থিক বছরের বাজেটে এশীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিনিয়োগ, ইমিগ্রান্টদের সহায়তা এবং আইনি পরিষেবা, এশিয়ান-আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্সদের ওপর বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে লড়াই করা, সিটিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, আবাসন সমস্যা দূর করার ব্যাপারে পদক্ষেপ আরও জোরদার করার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

স্পিকার জুলি মেনিন বলেন, সিটি কাউন্সিল জননিরাপত্তা থেকে শিক্ষা পর্যন্ত সকল বিষয়ে নিউইয়র্কবাসীদের বক্তব্য জানতে আগ্রহী এবং এক্ষেত্রে এশিয়ান কমিউনিটি মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার সহকর্মীরা জনসাধারণের কল্যাণে সিটি কাউ-ন্সিলকে জোরালো ভূমিকায় দেখার আশা করেন। সিটির পাঁচটি বরো জুড়ে এশিয়ান আমেরিকান সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের পক্ষে কথা বলে তারা কাউন্সিলকে সহায়তা করেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। স্পিকার মেনিন নিউইয়র্ক সিটিকে নিরাপদ এবং আরও সাশ্রয়ী করতে, ছোট ব্যবসার বিকাশে সহায়তা করতে, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে এবং আবাসন সংকট মোকাবিলায় কাউন্সিলের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মেনিন জানান, ২০২৭ অর্থবছরের বাজেটে ইয়র্কসিটির এশিয়ান কমিউনিটি, বিশেষ করে এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স কমিউনিটি অন্তর্ভূক্ত, যাদের সহায়তা উদ্যোগের জন্য প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার, এশিয়ান আমেরিকান শিক্ষা প্রকল্পের জন্য প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার, কিউনিন এশিয়ান ও এশিয়ান-আমেরিকান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য প্রায় ১ মিলিয়ন, এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স কমিউনিটির জন্য আইনি সহায়তা হিসেবে ২ মিলিয়ন ডলারের বেশি এবং কমিউনিটি সাপোর্ট ইনিশিয়েটিভের জন্য প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যা যুব কর্মসূচি, মান-সিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত পরিষেবা সহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করবে। তিনি আরও বলেন, সিটির পাবলিক স্কুলগুলোর জন্য এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স স্টাডিজ পাঠ্যক্রম তৈরি করছে এমন 'এ-শিয়ান আমেরিকান এডুকেশন প্রজেক্ট' এর জন্য প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার এবং এশিয়ান আমেরিকান ইতিহাস ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে কিউনির 'এশিয়ান আমেরিকান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের' জন্য প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স অভিবাসীদের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও ভাষাগতভাবে সহজলভ্য আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য ২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বরাদ্দ থাকবে।

অভিবাসী সহায়তার জন্য নিউইয়র্ক সিটির সার্ভিস ও বিভিন্ন ভাষায় তথ্য সেবা দিতে নি-উইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের সাথে চলমান অংশীদারিত্ব নিউইয়র্ক সিটি কমিউনিটি ইন্টারপ্রেটার ব্যাংকের সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য প্রায় ১.৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। অভিবাসন আইনি সেবা দানকারীদের সহায়তা করতে ৮৬.৪ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল পুনরুদ্ধারের উদ্যোগও রয়েছে বলে স্পিকান মেনিন জানান।

তিনি জানান, এশিয়ান আমেরিকান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার্স সিটিতে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ১.২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে, যা বিদ্বেষমূলক অপরাধ প্রতিরোধ ও তা মোকাবিলায় কমিউনিটি-ভিত্তিক কাজকে সহায়তা করতে সিটির বিভিন্ন নেইবারহুডে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের কোয়ালিশনের মাধ্যমে এ উদ্যোগের সমন্বয় করা হবে। এসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে: এশিয়ান আমেরিকানস ফর ইকুয়েলিটি, এশিয়ান আমেরিকান ফেডারেশন এবং কোরিয়ান আমেরিকান ফ্যামিলি সার্ভিস সেন্টার ইত্যাদি। তিনি বলেন, সিটিবাসীর যাতায়াতে গণপরিবহনে ন্যায্য ভাড়া ব্যবস্থা রক্ষা করার যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ইতোমধ্যে প্রায় ১৩ লাখ নিউইয়র্কবাসী সাবওয়ে, বাস ও প্যারা-ট্রানজিট সার্ভিসে যাত্রীরা অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ পাচ্ছেন। শিশু বিকাশের কর্মসূচি প্রসঙ্গে স্পিকার বলেন, 'এনওয়াইসি কিডস রাইজ প্রোগ্রাম' সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাবলিক স্কুলের কিন্ডারগার্টেনের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি কলেজ সেভিংস অ্যাকাউন্টে ১,০০০ ডলার প্রদান করা হবে।

স্পিকার মেনিন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোর মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে বিভিন্ন দোকানে গ্রাহকের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য আদায় এবং যখন তখন মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা প্রতিরোধের মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বস্তি দিতে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ও জনশক্তি উন্নয়নে ৩৩ মি-লিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সার্ভিস সহজ করা, অপ্রয়োজনীয় জরিমানা ও ফি বাতিল করে প্রবৃদ্ধি সহায়তা করার কথাও তিনি বলেন। আবাসন সম্পর্কে স্পিকার মেনিন বলেন, সিটির পাঁচ বরোতে প্রায় ৩,০০০ ছোট, খালি বা অব্যবহৃত প্লটে ৩৫,০০০ পর্যন্ত আবাসন ইউনিট নির্মাণের লক্ষ্যে পুরোনো নির্মাণ বিধিমালা সংস্কার করা হচ্ছে।

ঊনবাঙাল আয়োজিত রেজা কামালের একক সঙ্গীত

নিউইয়র্ক: গত ১১ জুলাই শনিবার ছিল শিল্পী রেজা কামালের একক সঙ্গীত সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যার আয়োজন করে 'শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা' স্লোগানকে সামনে রেখে গত ১৪ বছর ধরে নিউইয়র্কে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করা সংগঠন ঊনবাঙাল। রেজা কামাল ঊনবাঙালের নিজস্ব শিল্পী। তিনি গত অর্ধ শতাব্দী ধরে গান করেন। ইউটিউবে তার গাওয়া প্রায় আড়াই'শ গান আছে। রেজা কামাল প্রায় দুই ঘন্টা গান করে দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শুরু করেন, এরপর নজরুল সঙ্গীত ও পরে অন্যান্য ধ্রুপদী গানের পাশাপাশি আধুনিক, ফোক এবং সুফী ধারার গান পরিবেশন করেন। শিল্পীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও অন্যান্য উপহার প্রদান করা হয়। শিল্পীর হাতে উপহার তুলে দেন কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, ঊনবাঙালের সভাপতি মুক্তি জহির এবং সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক মিতা হোসেন।

নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষা জোরদারের আহ্বান

(শেষ পাতার পর)

জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পন-াবিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

১৫ জুলাই বুধবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব ও ইউএন উইমেনের উপনির্বাহী পরিচালক নিয়ারাডজাই গুম্বোনজ-ভান্ডার সঙ্গে বৈঠকে ড. তিতুমীর বলেন, বাংলাদেশ মানবিক বিবেচনায় বর্তমানে ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করেছে। তিনি রোহিঙ্গাদের দ্রুত তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে এবং প্রত্যাবাসনের পর বিশেষ করে নারী ও কন্যাশিশুরা যেন নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারে, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায় এবং তাদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে ইউএন উইমেনের আরও সক্রিয়, কার্যকর ও জোরালো ভূমিকা প্রত্যাশা করেন।

উপদেষ্টা বলেন, চলমান বৈশ্বিক সংকটের বহুমাত্রিক প্রভাব বাংলাদেশের ওপর উল্লেখযোগ্য আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সরকারের ফিস্কাল স্পেস ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কঠোর শর্ত ও নীতিমালার কারণে অনুদান ও সহজ শর্তের ঋণপ্রাপ্তি সীমিত হয়ে পড়ছে এবং অনেক স্বল্পোন্নত দেশ ঋণচাপের মুখোমুখি হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে তিনি নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আরও জোরদারে ইউএন উইমেনের কার্যকর ও সম্প্রসারিত সহযোগিতার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকারের নারী-কেন্দ্রিক উন্নয়ন উদ্যোগগুলোর কথা তুলে ধরে ড. তিতুমীর বলেন, পরিবারের নারীপ্রধানের নামে ফ্যামিলি কার্ড চালু, মেয়েদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, প্রজনন ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং সর্বজনীন জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

উপনির্বাহী পরিচালক নিয়ারাডজাই গুম্বোনজ-ভান্ডা নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং ফ্যামিলি কার্ড উদ্যোগকে একটি উদ্ভাবনী ও নারী-কেন্দ্রিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি হিসেবে অভিহিত করেন। কক্সবাজার সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বাংলাদেশের মানবিক ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলা, লিঙ্গসমতা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সঙ্গে ইউএন উইমেনের সহযোগিতা আরও জোরদারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

এলডিসি থেকে উত্তরণে তিন বছর সময় প্রয়োজন: উপদেষ্টা তিতুমীর

প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেছেন, নজিরবিহীন রাজনৈতিক, সামষ্টিক অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও বৈশ্বিক অভিঘাতের কারণে বাংলাদেশ ও নেপাল স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের সময় আরও তিন বছর, অর্থাৎ ২০২৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে। উপদেষ্টা বলেন, জটিল অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর জন্য এই অতিরিক্ত সময় কোনো বিলাসিতা নয়; বরং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, সুষ্ঠু উত্তরণ কৌশল বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার জোরদারের জন্য কৌশলগত কারণে এ সময় প্রয়োজন। তিনি জানান, বর্তমানে ১৪টি এলডিসি বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক সহায়তা অপরিহার্য। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এ কথা বলেন। তিনি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) গ্রুপের পক্ষ এই বক্তব্য দেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৩ জুলাই সোমবার জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এই অধিবেশন শুরু হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন ইকোসকের প্রেসিডেন্ট লোক বাহাদুর থাপা।

উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, এলডিসি গ্রুপ টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা এবং দোহা কর্মসূচির প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। এই দুটি কাঠামো *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

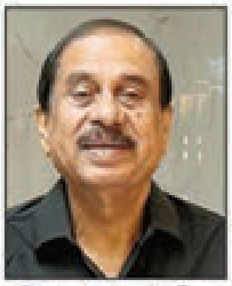
মতিউর রহমান চৌধুরী

মাহবুবা চৌধুরী

এম এম শাহীন

মুহম্মদ ফজলুর রহমান

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু

ডা. ওয়াজেদ খান

আবু তাহের

মনোয়ারুল ইসলাম

বাংলাদেশের রাজনীতি ঠিক করেন অন্যরা

(শেষ পাতার পর)

না। আমরাও সঠিক বাংলাদেশ পাব না, বলে এ মন্তব্য করেন দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী ।

ফিফা বিশ্বকাপের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফররত মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ঠিক নেই। সরকার বদলায়, বদলে যায় ইতিহাস। এটা হতে পারে না। ইতিহাস ঠিক করতে হলে আমাদেরও ঠিক হতে হবে। ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করবে না। তিনি বলেন, আমরা প্রাপ্তির কাছে নিজেদের সমর্পণ করছি। আমাদের সর্বনাশের মূল এই প্রাপ্তি। ১৪ জুলাই, মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে একটি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে নিউইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ মন্তব্য করেন মতিউর রহমান চৌধুরী। মতবিনিময় সভায় আলোচনা হয় বাংলাদেশের বর্তমান গণমাধ্যম পরিস্থিতি, প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, ডিজিটাল যুগে সংবাদমাধ্যমের পরিবর্তন, সাংবাদিকতার পেশাগত মান এবং ফিফা বিশ্বকাপকে ঘিরে বৈশ্বিক গণমাধ্যমের প্রস্তুতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে।

মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, একজন সাংবাদিকের আসল পরিচয় তিনি সাংবাদিক। কিন্তু অনেকে রাজনৈতিক দলের পরিচয় দিচ্ছেন সাংবাদিক পরিচয় গোপন রেখে। এটা কাম্য নয়। সভায় সাংবাদিককের জেলে রাখা প্রসঙ্গ উঠলে, মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এর বিরুদ্ধে আমিই প্রথম বলেছি- বিচার করতে হয় বিচার করেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে- আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ঠেলে দিয়েছি এই অবস্থার দিকে। একজন সাংবাদিককে আগে সাংবাদিক এবং পরে রাজনীতির পরিচয় তুলে ধরার পরামর্শ দেন মতিউর রহমান চৌধুরী।

সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মানবজমিন প্রধান সম্পাদক বলেন, আমাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই। রাজনীতিবিদরা যেমন তিন-চার ভাগে বিভাজিত, আমরাও বিভক্ত। রাজনীতি আমাদের পেটের মধ্যে। আগে আমরা রাজনীতির পরিচয় দেই অমুক দলের লোক বলে। এই পরিস্থিতি পাল্টাতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিকল্প কোনো পথ নেই। কারো পেশা যদি হয় সাংবাদিকতা, তাহলে বাদ দিতে হবে রাজনীতি তিনি প্রশ্ন রাখেন, আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি, দেশটা কোথায় যাচ্ছে? আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? আমরা কী কিছু রেখে যাচ্ছি?

মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, ‘আমরা আমরা শুধু পেছনে দেখি। টানাটানি করি অতীত নিয়ে। তিনি বলেন, যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দিতে হবে। আজ না হোক, কাল না হোক, পরশু দিতে হবে। এটা না দিলে বার বার ওলট-পালট হবে ইতিহাস। তিনি বলেন, ৫৫ বছরের বাংলাদেশ। এই সময়ে পৃথিবীতে স্বাধীন হয়েছে অন্তত ৩৭টি দেশ। তারা পেছনে নেই। আমরা পেছনে যাচ্ছি। আমরা একে অপরকে পেছন থেকে টানছি যেন উপরে উঠতে না পারে।

বাংলাদেশে বিশ্বকাপ উন্মাদনা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বকাপে নেই, নিজেরাও খেলছে না। তারপরও অন্য দেশকে সমর্থন করতে গিয়ে বিরোধে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। তিনি বলেন, যেদিন নিজের খেলা খেলতে পারবো, সেদিন বাংলাদেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবো। নিউইয়র্কের সংবাদমাধ্যম ‘ঠিকানা’র সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা ও স্মৃতিচারণ করে মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, একসময় বছরের পর বছর ঠিকানায় লিড নিউজ লিখেছি। তিনি ইতিহাস লেখার পরামর্শ দেন প্রবাসের সাংবাদিকতা টিকিয়ে রাখতে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মানবজমিন ও বাংলাবাজার পত্রিকার সাবেক সাংবাদিকসহ নিউইয়র্কে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, টেলিভিশন, অনলাইন ও ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীরা ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন, মানবজমিন সম্পাদক মাহবুবা চৌধুরী, ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম. এম. শাহীন, প্রবীণ সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, মঈনুদ্দীন নাসের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, আজকাল সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব ্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, প্রবীণ সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সিনিয়র সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, অধ ্যাপিকা হুসনে আরা, ঠিকানার বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, এনটিভি উত্তর আমেরিকা ব ্যুরো প্রধান ফরিদ আলম, সিনিয়র সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী নিহার সিদ্দিকী, দৈনিক আজকের পত্রিকার সাবেক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম লুতু, সিনিয়র সাংবাদিক দর্পণ কবীর, শওকত ওসমান রচি, মুজাহিদ আনসারী, ঠিকানার সিনিয়র সাংবাদিক নাশরাত আর্শিয়ানা চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখিকা মনিজা রহমান, প্রথম আলোর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি তোফাজ্জল লিটন, ঠিকানা টিভির সিনিয়র রিপোর্টার আপেল মাহমুদ, সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, এনওয়াই কাগজের সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, মানবজমিনের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান সুমন, মূলধারার রাজনীতিক মেরি জোবাইদা, নাসিমা আক্তার শাহানা, আজকালের ব ্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, সিটি এডিটর অনিক রাজ, সিনিয়র সাংবাদিক হাসান মাহমুদ, সায়েম আহমেদ, ব ্যবস্থাপক আবু বকর সিদ্দিক প্রমুখ।

অন্যান্যরা তাদের বক্তব্যে মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, দেশে সংবাদপত্রগুলোতে যখন সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে, তখন মতিউর রহমান চৌধুরী তা টিকিয়ে রেখেছেন পেশার প্রতি তার প্রতিশ্রুতির স্থান থেকে। স্বাধীন সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তিনি প্রতিটি সরকারের হুমকির মুখে পড়েছেন, তাকে দেশ ছেড়ে বাইরে কাটাতে হয়েছে, সহকর্মীদের স্বার্থ রক্ষা করতে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। তারা আরও বলেন, মতিউর রহমান চৌধুরী নবীনদের উৎসাহিত করেছেন সাংবাদিকতায় আসতে, তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। তার ভক্ত-অনুরক্ত সাংবাদিকরা আজ শুধু দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমেই নয়, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তারা তার সুস্থ ও কর্মময় দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

মতবিনিময় সভা যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন- আজকালের কন্ট্রিবিউটিং এডিটর মনোয়ারুল ইসলাম এবং মানবজমিনের সাবেক মহাব ্যবস্থাপক আশরাফুল হোসেন নওশাদ। অনুষ্ঠানটি নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, পেশাগত সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেন উপস্থিত সাংবাদিকরা।

মতবিনিময় সভায় মতিউর রহমান চৌধুরী ও মাহবুবা চৌধুরীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। উল্লেখ্য, মতিউর রহমান চৌধুরী দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনি দেশের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনাবলি নিয়ে সংবাদ ও বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমানে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক হিসেবে।তাঁর সহধর্মিনী মাহবুবা চৌধুরী মানবজমিনের সম্পাদক এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংবাদ উপস্থাপক। তিনি একজন বিশিষ্ট ছড়াকারও।

নিউইয়র্কে জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী ৮ আগস্ট

(শেষ পাতার পর)

অনুষ্ঠান। আয়োজকদের দাবি, এটি হবে আন্তর্জাতিক পরিসরে জুলাই বিপ্লবের ইতিহাস, আত্মত্যাগ এবং গণতান্ত্রিক চেতনা তুলে ধরার একটি উদ্যোগ ।এই আয়োজনকে সামনে রেখে গত ৮ জুলাই জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেস্তোরাঁয় সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ‘প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ’ এবং ‘বাংলাদেশি-আমেরিকান প্যাট্রিয়টস’। সংবাদ সম্মেলনা পরিচালনা করেন এ. কে. আব্দুল কাদের।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, শিক্ষাবিদ ড. শেখ মিজানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন ড. আবিদ বাহার, ডা. জুনুন চৌধুরী, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, রহমত উল্লাহ, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, এমদাদ চৌধুরী দীপু, মিসবাহ উদ্দিন আহমদ, এ. কে. আব্দুল কাদের, আবুল কালাম আজাদ, রেজাউল করিম, নূরুল হক চৌধুরী, জাবেদ আহমদ, আব্দুল আলীম এবং দীপন গাজী। বক্তারা বলেন, জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁদের ভাষ্য, এই আয়োজনের উদ্দেশ্য শুধু স্মরণ নয়, নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা।

৮ আগস্ট শনিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে‘জান দেবো, কিন্তু জুলাই দেবো না’। এটি জুলাই বিপ্লবের শহীদ ওসমান বিন হাদির স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে বলে আয়োজকেরা জানান। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, বিশেষ দোয়া, শহীদদের স্মরণ, দেশাত্মবোধক গান, ইসলামী সংগীত, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং ‘ভয়াবহতা থেকে বিজয়: জুলাই বিপ্লব’ শীর্ষক শিল্পকর্ম ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন থাকবে। এ ছাড়া উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণসংগীত, আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক কবিতা পরিবেশন এবং বিপ্লবভিত্তিক পরিবেশনারও আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক্
Yellow Society New York Inc.

Y S Estd. 1994

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

তারিখ : 19 July 2026 Sunday

স্থান : Heckscher State Park
Long Island, New York
Taylor Pavilion

নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক
রিটার্ন টিকিট
(১২০০ ডলার)
টিভি, ল্যাপটপ, এয়ারকন্ডিশন
সহ আরো ১৬টি
আকর্ষণীয় পুরস্কার

সম্মানিত সুধী,
উত্তর আমেরিকার অন্যতম পেশাজীবি সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক এর ৩২তম বার্ষিক বনভোজন Heckscher State Park, এর মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত।

সংগীত পরিবেশনায়
রোকসানা মির্জা
অমিত কুমার দে ও তানজীর শাহীন
সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনায়: মো: আরিফ হোসেন

চাঁদার পরিমাণঃ
- পরিবার ঃ ১৬০ ডলার
- একক ঃ ৮০ ডলার

আমন্ত্রণে:
মোহাম্মদ মামুন খান-আহবায়ক, ৯১৭-৩০২-৬৩০৬

যুগ্ম আহবায়ক:
মো: এমদাদুল হক মিজান ৩৪৭ ২৭৯ ৮৭৩৪
মো: হোসেন আহমেদ ভূঁইয়া ৬৪৬ ২৫৫ ৪৮৭২
মো: আজিজুল হক ৩৪৭ ৮৫১ ০১৭৯
মো: জাহাঙ্গীর আলম ৩৪৭ ৭০৭ ৪২৫৪
মো: আবুল বাসার খান ৩৪৭ ২৭৯ ৮২১৫
রবুউল নূর রানা ৩৪৭ ৫০২ ৩৮৩৪

অর্থ বিভাগ
মো: আল মমিনুর রশীদ, ৩৪৭-৯৪৯-৯১০৮
শেখ সেকান্দর আলী, ৩৪৭-৪৩১-৫৮৮০
সাইফুল্লাহ আল সুমন ভূঁইয়া, ৯২৯-২৬১-৯৭১৪
হাবিবুর রহমান তুহিন, ৩৪৭ ৬৫৬ ৫২০৭

খাদ্য বিভাগ
সালমান জাহিদ জুয়েল
মাহবুব হোসেন
জহির উদ্দিন
মো: সিদ্দিকুর রহমান
মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া

ম্যাগাজিন/ স্মরনিকা
সাইফুল্লাহ আল সুমন ভূঁইয়া

প্রোসারী কেনাকাটা
গোলাম মহিউদ্দিন
আলতাফ হোসেন
মাহবুবুল বারী ফেরদৌস
জহির উদ্দিন
হাসেম আলী
মো: আল মমিনুর রশিদ
কেএম মুজাদের হোসেন শামীম
মো: নিজার হোসেন
মো: মুবারক
মো: বিপুল মিয়া

খেলাধুলায়
মো: ইকবাল হোসেন চৌধুরী
মো: আবু তাহের
মোর্শেদ খান শিবলী
কেএম মুজাদের হোসেন শামীম
শামীম চৌধুরী

রাফেল ড্র
আব্দুল আউয়াল ভূঁইয়া
বেলাল শিকদার
শামীম গফুর

ঝালমুড়ি/আইসক্রিম
আবওয়াবুল চৌধুরী আরবাব
অদেব চন্দ্র হালদার
শামীম চৌধুরী

বিজ্ঞাপন
আলী আক্কাস
গোলাম মহিউদ্দিন
আলতাফ হোসেন
মো: সাখাওয়াত বিশ্বাস

চা/পান পর্ব
মো: মঞ্জুর আলম
টি হোসেন তোফা
রেজাউল ইসলাম রুমি

সাংস্কৃতিক পর্ব
মো: আরিফ হোসেন
অমিত কুমার দে
একেএম এম রশিদ
মো: মনিরুজ্জামান
তানজীর শাহীন

অভ্যর্থনা/আপ্যায়ন
মোহাম্মদ হোসেন ফরিদ, আনোয়ার হোসেন লিপু, এম রহমান টিটু, ফয়েজ খান, মো: ওমর ফারুক মিথা, মাহবুব হোসেন, আবিদ চৌধুরী আকাশ, মোর্শেদ খান শিবলী, মাহবুবুল বারী ফেরদৌস, সুভাস কে সাহা, নাসির ইউ মালিক, টিপু খান, আনিস রহমান ফরিদ, মো: হারুন রশীদ, মোর্শেদ জামিল, মো: শামসুদ্দুউল্যা, মো: এ ওয়াহাব, ফিরোজ আহমেদ, মো: ফরহাদ উদ্দিন ফরহাদ, দেলোয়ার হোসাইন ভূঁইয়া শিপু, সানজারি করিম খান শাওন, মোহাম্মাদ এম রহমান, মোহাম্মদ মোবারক, মো: মাসিউর রহমান, মো: ইছহাক মোল্লা, শীষ রবিন।

সহযোগিতায়
মো শাহ আলম, তালুকদার আহমেদ সানু, আব্দুল আউয়াল ভূঁইয়া, শহীদুল্লাহ খান মানিক, কুলু মিয়া, রাশেদ মামুন, গোলাম মহিউদ্দিন, আখলাকুর রহমান আপন, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, মো: আব্দুস সালাম, মো: জহিরুল ইসলাম, আলী আক্কাস, আলতাফ হোসেন, সালমান জাহিদ জুয়েল, শেখ ইলিয়াস হাবিব, মো: মাসুদ রানা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে- কার্যকরী কমিটি ২০২৬ ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক

শুভেচ্ছান্তে

মাসুদ চৌধুরী
সভাপতি, ৬৪৬-৭৩২-৫৪০৯

শাহেদুল হক (রওশন)
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৮৮৫-৫৪৭১

প্রচার সম্পাদক মো: নিজার হোসেন কর্তৃক প্রচারিত

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

মিড-টার্মের আগে তিন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

কমিশনের শেষ তিন কমিশনারকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। হোয়াইট হাউস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।'ইলেকশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিশন' নামের প্রতিষ্ঠানটি দেশজুড়ে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করে থাকে। চার সদস্যের দ্বিদলীয় এ কমিশনের একজন কমিশনার গত এপ্রিলে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। আর অপর তিন কমিশনারকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পদ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি এবং এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে ব্রিফিং পাওয়া আরও দুই ব্যক্তি বলেছেন, ওই তিনজনের মধ্যে রিপাবলিকান মনোনীত একমাত্র কমিশনার পদত্যাগ করেছেন। আর ডেমোক্র্যাট মনোনীত বাকি দুই কমিশনারকে হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেনশিয়াল পার্সোনেল অফিস থেকে পাঠানো একটি ই-মেইলের মাধ্যমে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ের পর এ বরখাস্তের ঘটনা ঘটেছে। ওই রায়ে প্রেসিডেন্টকে স্বাধীন সরকারি সংস্থাগুলোর সদস্যদের অপসারণের ক্ষেত্রে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে ভোটের প্রক্রিয়ায় ফেডারেল সরকারের ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। তবে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপরই থাকে।

কমিশনের কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত জানিয়ে পাঠানো ই-মেইল দেখেছে রয়টার্স। এতে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, ইলেকশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিশনের কমিশনার হিসেবে আপনার দায়িত্ব অবিলম্বে শেষ করা হলো। আপনার সেবার জন্য ধন্যবাদ।' রয়টার্স এ খবর প্রকাশ করার পর হোয়াইট হাউসও কমিশনারদের বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা এক বিবৃতিতে বলেন, 'যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিরাপদ রাখা এবং প্রতিটি বৈধ ভোট গণনা নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজে পুরোপুরি একমত নন বলে মনে হবে, তাঁদের অপসারণের অধিকার প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাহী বিভাগের প্রধানের আছে।' ওই কর্মকর্তা সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন নির্বাচনকে জালিয়াতি ও অনিয়ম থেকে সুরক্ষিত রাখতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে। পাশাপাশি, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে এ কাজে শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তুলতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। কমিশনের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সংস্থাটি নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত তথ্যের জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এর লক্ষ্য, ভালোভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করা এবং মার্কিন নাগরিকদের ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সাহায্য করা। ১৯৯৩ সালের ন্যাশনাল ভোটার রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীন চালু করা 'জাতীয় ডাকযোগে ভোটার নিবন্ধন ফরম'এর তত্ত্বাবধানও করে সংস্থাটি। মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার নিয়মে পরিবর্তন আনার জন্য ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রচারের পরই এ বরখাস্তের ঘটনা ঘটল। একই সঙ্গে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল নিয়েও তদন্ত চলছে। ওই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন ট্রাম্প।

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পরও ট্রাম্প বারবার কোনো প্রমাণ ছাড়াই দাবি করে আসছেন, ২০২০ সালের নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কমিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা : ২০০২ সালে হেল্প আমেরিকা ভোট অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে কংগ্রেস ইলেকশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিশন গঠন করে। চার সদস্যের এ কমিশনের সদস্যদের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেন। আইন অনুযায়ী, কমিশনে দুজন ডেমোক্র্যাট ও দুজন রিপাবলিকান সদস্য থাকতে হবে এবং তাঁদের নিয়োগ কার্যকর হতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অনুমোদনও লাগবে। যাঁদের এবার কমিশন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেনড্থমাস হিকস, বেঞ্জামিন হোভল্যান্ড ও ক্রিস্টি ম্যাককরমিক। তাঁদের প্রত্যেককে সিনেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দিয়েছিল। ২০০২ সালের আইন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট কমিশনে নতুন সদস্য নিয়োগ দিতে পারেন। তবে ট্রাম্প এখন কমিশনটি কীভাবে পরিচালনা করবেন বা নতুন সদস্য নিয়োগের প্রক্রিয়া কী হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ভার্জিনিয়ার ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক ওয়ার্নার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, এই বরখাস্তের ঘটনাটি দলমত নির্বিশেষে সব মার্কিন নাগরিকের উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত।

কারা হচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী

(১৭ পাতার পর)

রিপাবলিকানদের আঙিনায় দাঁড়িয়ে তাদের কড়া সমালোচনা করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না।

দুর্বল দিক: ২০২০ সালের নির্বাচনী প্রচারে ডেমোক্রেটিক দলের সবচেয়ে বড় ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মন জয় করতে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ছাড়া বড় কোনো প্রশাসনিক পদ সামলানোর অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। মন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ছোট শহর সাউথ বেন্ডের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

কমলা হ্যারিস : ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হওয়ার পর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসই আবারও নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট সংকেত দিয়েছেন। গত এপ্রিলে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি আবারও লড়তে পারি। হ্যাঁ, আমি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছি।'

সবল দিক: সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ায় দেশজুড়ে কমলা হ্যারিসের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। এ ছাড়া ২০২৬ সালের শুরুর দিকের প্রাথমিক জনমত জরিপগুলোতেও ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে তিনি বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছেন।

দুর্বল দিক: কমলা হ্যারিস যদি ২০২৮ সালে আবারও নির্বাচনে দাঁড়ান, তবে এটি হবে হোয়াইট হাউসের জন্য তাঁর তৃতীয় চেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সাধারণত যেসব প্রার্থী আগে নির্বাচন করে হেরে গেছেন, প্রাথমিক বাছাইয়ের ভোটাররা তাঁদের সহজে মেনে নিতে চান না। এ ছাড়া জো বাইডেনের সঙ্গে কমলার অতি ঘনিষ্ঠতাও বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। কারণ, ডেমোক্র্যাটদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে বাইডেন অনেক দেরিতে সরে দাঁড়ানোর কারণেই দলটির জয়ের সম্ভাবনা মাটি হয়ে গিয়েছিল।

মার্কিন সিনেটররা : ডেমোক্রেটিক দলের বেশ কয়েকজন সিনেটরকে নিয়ে ২০২৮ সালের নির্বাচনের গুঞ্জন চলছে। তবে তাঁদের মধ্যে অ্যারিজোনার সিনেটর মার্ক কেলিকে নিয়েই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের এই তালিকায় আরও রয়েছেন অ্যারিজোনার রুবেন গালেগো, কানেকটিকাটের ক্রিস মারফি, জর্জিয়ার জন অসফ এবং নিউজার্সির কোরি বুকার।

মার্ক কেলি : নাসার সাবেক নভোচারী ও মার্কিন নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত পাইলট মার্ক কেলির পকেটে এই মুহূর্তে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নির্বাচনী তহবিল রয়েছে। ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর প্রধান সংসদীয় কমিটির তহবিলে ২ কোটি ২০ লাখ ডলারের বেশি নগদ অর্থ জমা রয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি সাউথ ক্যারোলাইনা, নেভাডা ও আইওয়া সফর করেছেন এবং ২০২৮ সালের নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি।

সবল দিক : তিনি অ্যারিজোনার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান রাজ্য থেকে নির্বাচনে জিতে সিনেটর হয়েছেন। এ ছাড়া ২০১১ সালে তাঁর স্ত্রী ও সাবেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য গ্যাবি গিফোর্ডস একটি প্রাণঘাতী বন্দুক হামলা থেকে বেঁচে ফেরেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বহুল আলোচিত 'গান রিফর্ম' বা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে মার্কিন সমাজে কেলির একধরনের বাড়তি গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে।

দুর্বল দিক : ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক বাছাইপর্বে সাধারণত কট্টর ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ভোটারদের উপস্থিতি বেশি থাকে। কেলি রাজনৈতিকভাবে কিছুটা মধ্যপন্থী হওয়ায় সেই সব ভোটারের ভোট পাওয়া তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে।

প্রগতিশীল অংশ : আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্তেজ : নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত এই মার্কিন কংগ্রেস সদস্য নিজেকে একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনীতির অন্যতম শীর্ষ প্রগতিশীল মুখ। মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স তাঁর দুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, ওকাসিও-কোর্তেজকে সেই আন্দোলনের সবচেয়ে যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গত মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে নিজের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে জানতে চাওয়া হলে ওকাসিও নির্বাচনে লড়ার সম্ভাবনা নাকচ করেননি। তিনি বলেন, 'আমার মূল লক্ষ্য হলো এই দেশটাকে বদলে দেওয়া।'

সবল দিক : রাজনৈতিক অঙ্গনে 'এওসি' নামে পরিচিত এই নেত্রী ডেমোক্রেটিক দলের তরুণ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। যেকোনো জনসভায় তাঁর উপস্থিতি মানেই সেখানে উপচে পড়া উৎসাহী জনতার ভিড়।

দুর্বল দিক : রিপাবলিকানরা প্রায়ই তাঁকে ডেমোক্রেটিক দলের কট্টর বামপন্থী বা উগ্র অংশটির প্রধান মুখ হিসেবে তুলে ধরে আক্রমণ করেন। ধনীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ এবং সরকারের অর্থায়নে সব সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালানোর পক্ষে তাঁর অনড় অবস্থানকে বিরোধীরা তাঁর প্রধান ব্যর্থতা হিসেবে প্রচার করেন। এই প্রগতিশীল শিবিরের বাইরে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নির্বাচিত আরেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্নার নামও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে শোনা যাচ্ছে। গত মার্চ মাসে তিনি জানান, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরেই তিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

অন্যান্য প্রার্থী : রাম ইমানুয়েল : যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাম ইমানুয়েল ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ এবং ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত শিকাগো শহরের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত জাপানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ইমানুয়েল। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের জুনে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার আভাস দেন। এর পর থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বারবার দাবি করে আসছেন, ডেমোক্রেটিক দলের ভেতর মধ্যপন্থী অংশটিকে নতুন করে শক্তিশালী করা দরকার। তবে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের প্রাথমিক জনমত জরিপগুলোতে বর্তমানে তাঁর পক্ষে মাত্র ১ শতাংশের মতো সমর্থন রয়েছে।

চমক দেখানো প্রার্থী : যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ইতিহাস বলেড্শুরুর দিকের জনমত জরিপ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আগাম ধারণা অনেক সময়ই ভুল প্রমাণিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ২০১৬ সালের নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন রিপাবলিকান ভোটারদের মধ্যে তাঁর জনসমর্থন ছিল মাত্র ১ শতাংশ। একইভাবে ১৯৯২ সালের ডেমোক্রেটিক দলের শুরুর দিকের জরিপগুলোতে বিল ক্লিনটনের জনপ্রিয়তাও ছিল ১ শতাংশের নিচে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই দুজনেই প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তাই ১ শতাংশ সমর্থন থাকা রাম ইমানুয়েল কিংবা অন্য কোনো অচেনা মুখও শেষ মুহূর্তে চমক হিসেবে মূল লড়াইয়ে চলে আসতে পারেন।

সংবিধানে আবারও কেয়ারটেকার সরকার ও গণভোট

(প্রথম পাতার পর)

গণভোট বহাল থাকল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা। পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তিনটি আপিল হয়। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ চার ব্যক্তি একটি এবং নওগাঁর বাসিন্দা মো. মোফাজ্জল হোসেন পৃথক আপিল করেন। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পর-ওয়ার একটি আপিল করেন। পৃথক আপিলের ওপর গত সোমবার শুনানি শুরু হয়। পরে মঙ্গল ও বুধবার শুনানি শেষে আপিল বিভাগ রায় ঘোষণার জন্য গতকালের দিন ধার্য করেন। আদালতে সুজন সম্পাদকসহ চার ব্যক্তির পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী কারিশমা জাহান ও রিদুয়ানুল করিম। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেলের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানি করেন। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ইমরান এ সিদ্দিক। অপর আ-পিলকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির। এ মামলায় ইন্টারভেনার (তৃতীয় পক্ষ) হিসেবে যুক্ত একটি সংগঠনের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এহসান এ সিদ্দিক শুনানি করেন। ইন্টারভেনার হিসেবে আইনজীবী হামিদুল মিসবাহ শুনানিতে অংশ নেন। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাসুদ শুনানিতে ছিলেন।

রায়ের পর অ্যাটর্নি জেনারেল : রায়ের পরপরই অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল সাংবাদিকদের বলেন, হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিলগুলো খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। অর্থাৎ হাই কোর্টের রায়টি বহাল থাকল। পঞ্চদশ সংশোধনী চ্যালেঞ্জ করে যখন রিট করা হয়, তখন হাই কোর্ট চারটি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা সংবিধানে ফিরে আসা, গণভোট ফিরে আসা এবং সংবিধানে ৭ক, ৭খ বাতিলের রায় বহাল থাকল। শেষ পর্যন্ত হাই কোর্টের রায়টি বহাল থাকল। কেয়ারটেকার সরকার আগের কাঠামোতেই ফিরবে নাকি নতুন রূপ পাবে, এমন প্রশ্নের জবাবে রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, আদালতের রায়ে শুধু কেয়ারটেকার সরকার বাতিলের সংশোধনীটি বাতিলই করা হয়নি, হাই কোর্টের রায়ের মাধ্যমে সেটি পুনর্বহালও করা হয়েছে। সুতরাং আপিল বিভাগের এই রায়টি পূর্ণাঙ্গভাবে দেখলে এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পার্লামেন্টে আসার কথা। তিনি বলেন, 'আমাদের বর্তমান সংসদ অত্যন্ত প্রাণবন্ত। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ আছে, নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা আমাদের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হওয়ার পর সংসদ যদি মনে করে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আগের কাঠামোটি আবারও পুনর্নির্ধারণ করবে, সেই ক্ষমতা তো পার্লামেন্টের আছেই। তবে পার্লামেন্টের কোনো সিদ্ধান্তই আদালতের রায়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না, এটাই প্রত্যাশিত।'

কেয়ারটেকার ব্যবস্থা ফিরতে বাধা থাকল না : রায়ের পর এক ব্রিফিংয়ে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেলের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে হাই কোর্ট বিভাগে যে রায় হয়েছিল, সেটি বহাল রাখা হয়েছে। এর অর্থ হলো, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে হাই কোর্ট বিভাগ যে চারটি বিষয়কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিলেন, সেই বিষয়গুলো অসাংবিধানিক ঘোষিত থাকবে। এ ছাড়া বাকি যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো সংসদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যে চারটি বিষয় হাই কোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিলেন, তার মধ্যে ১ নম্বর ছিল বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) ও ৭(খ)। ৭(ক) ও ৭(খ) ছিল এমন- এই সংবিধানের কতগুলো বিষয় আছে, যেগুলো পরিবর্তন করা যাবে না। যদি কেউ পরিবর্তন করে, তাহলে সেটা হবে সাংবিধানিক রাষ্ট্রদ্রোহ। হাই কোর্ট বিভাগ এই অনুচ্ছেদকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিলেন। আপিল বিভাগে এই অনুচ্ছেদ অসাংবিধানিক থেকে গেল। দ্বিতীয়ত হাই কোর্ট বিভাগ গণভোটের যে বিধান ছিল, সেই গণভোটের বিধানকে পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে গণভোটের বিধান পুনঃপ্রবর্তিত হলো। তৃতীয়ত বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪(২) অনু-যায়ী নিম্ন আদালতকে রিটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। হাই কোর্ট বিভাগ এই রিটের ক্ষমতা প্রদানকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিলেন। আপিল বিভাগ এই অসাংবিধানিক ঘোষণা করার জায়গাটিকে অসাংবিধানিক রেখেছেন। অর্থাৎ হাই কোর্ট বিভাগ ছাড়া আর কোনো আদালতে রিট আবেদন করার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। চতুর্থ বিষয়টি সম্পর্কে শিশির মনির বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকারের বিধানকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। হাই কোর্ট বিভাগ এই বাতিলটা অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিলেন। আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে হাই কোর্ট বিভাগ যে বাতিল করেছেন, সে বিষয় বহাল থাকবে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরে আসতে আর কোনো বাধা থাকল না। শিশির মনির বলেন, রাষ্ট্রের পলিসি, রাষ্ট্রের নীতি, যেমন সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১১, ১২ ও ২৫-এগুলোসহ যেগুলো নীতিকথা, এই নীতির বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে সংসদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

রায় ঐতিহাসিক, জটিলতাও রয়েছে : রায়ের পর সুজন সম্পাদকসহ চার ব্যক্তির পক্ষের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. শরীফ ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেন, হাই কোর্টের রায়ে কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। আপিল বিভাগের রায়টি ঐতিহাসিক। তবে এ রায়ের ফলে সংবিধানে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা নিয়ে কিছু আইনি ও টেকনিক্যাল জটি-লতা বা স্ববিরোধিতা তৈরি হয়েছে, যার সুরাহা সংসদকেই করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে এবং প্রয়োজনে রিভিউ আবেদন করা হতে পারে বলেও জানান এ আইনজীবী। রায়ের বিশ্লেষণ করে শরীফ ভূঁইয়া বলেন, হাই কোর্টের রায়ে যেগুলো বাতিল হয়েছিল, সেগুলোই আপিল বিভাগের রায়ে বহাল থাকল। আপিল বিভাগ নতুন করে আর কোনো কিছুকে বাতিল করেননি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা বাতিলের বিধানগুলো বাতিল হয়েছে। তবে এখানে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা আছে। তিনি বলেন, হাই কোর্টের রায়ে সবগুলো বিধান বাতিল হয়নি, কিছু বিধান আরও বাতিল করা প্রয়োজন ছিল। যেমন উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণসংক্রান্ত বিধান সংবিধানে ফিরে আসেনি। বিচারপতিরা উপদেষ্টা বা প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে পারবেন, এ বিষয়ে একটি বিধান ছিল, সেটিও ফিরে আসেনি। সবচেয়ে বড় আইনি জটিলতার জায়গাটি তুলে ধরে শরীফ ভূঁইয়া বলেন, সংসদ ভেঙে যাওয়ার ৯০ দিন আগেই নির্বাচন করতে হবে, পঞ্চদশ সংশোধনীর এ বিধান যদি বহাল থাকে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না।

মামলার পূর্বাপর : নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা মূল সংবিধানে (১৯৭২) না থাকলেও একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের অভিপ্রায়ে ১৯৯৬ সালে তা সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছিল। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা যুক্ত করা হয় সংবিধানে। পরে এই সংশোধনী চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম সলিমউল্লাহসহ অন্যরা ১৯৯৯ সালে একটি রিট করেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট হাই কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ রায় দেন। সেই রায়ে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা বহাল থাকে। এই রায়ের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে আপিল করে রিট আবেদনকারী পক্ষ। এই আপিল মঞ্জুর করে ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগ রায় ঘোষণা করেন। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে (৪: ৩) ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে রায় দেন। এই রায়ের পর কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা বাতিল করে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংবিধানের পঞ্চদশ *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের অবদান

(১০ পাতার পর)

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অনন্য অবদান : ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মুসলিম পণ্ডিতদের অবদান শুধু প্রভাবশালীই নয়, বরং যুগান্তকারী। তাঁরা এমন সব জ্ঞান ও আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন, যা পাশ্চাত্য বিশ্বের পণ্ডিতদের প্রশংসা ও বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। পশ্চিমা গবেষকরা আজও স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞানের বহু শাখায় মুসলিম ও আরব পণ্ডিতদের ভিত্তি স্থাপন ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান এত দূর এগোতে পারত না। বিশেষ করে গণিত বিজ্ঞানের কথা বললে, মুসলিম পণ্ডিতরা এতে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও জ্যামিতির মতো শাখাগুলো তাঁদেরই অবদান। তাঁরা শুধু বিদ্যমান সূত্র ও জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করেননি, বরং সেগুলোকে উন্নত করে নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতির সৃষ্টি করেন।
এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খোয়ারিজমি, যাঁকে আধুনিক কম্পিউটিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী এবং 'কম্পিউটারের জনক' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। তিনি নবম শতাব্দীতে গণিতের বিভিন্ন শাখায় যুগান্তকারী কাজ করেন। তাঁর লেখা বই 'আল-জাবর ওয়াল মুকাবালাহ' থেকে 'অ্যালজেব্রা' (বীজগণিত) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর উদ্ভাবিত গাণিতিক পদ্ধতিগুলোই পরে 'অ্যালগরিদম' নামে পরিচিতি পায়, যা বর্তমান কম্পিউটার-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এভাবেই ইসলামের স্বর্ণযুগে অসংখ্য মুসলিম পণ্ডিত বিভিন্ন শাখায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। যেমনভূগোল ও মানচিত্রাঙ্কনে মাসউদি, ইদরিসি; স্থাপত্য ও শিল্পকলায় সিনান পাশা, আন্দালুসিয়ার মুসলিম স্থপতিরা; জ্যোতির্বিদ্যায় আল-বিরুনি, আল-ফারগানি; রসায়নে জাবির ইবনে হাইয়ানের মতো ব্যক্তিরা। তাঁদের গবেষণা, সৃষ্টি ও চিন্তাধারা শুধু মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চার দ্বার খুলে দেয়নি, বরং আধুনিক সভ্যতার অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছে। বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির অনেক স্তম্ভ আজও এসব মুসলিম মনীষীর মৌলিক অবদানের ওপর নির্ভরশীল।

দীনকে আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করুন

(১০ পাতার পর)

এবং দুনিয়ার মানুষ যেসব বাঁকা পথে চলেছে সেসব পথের দিকে একবার ভুল করেও তাকাবে না।
দীনকে আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করার আরো ব্যখ্যা এই যে, যারা আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবল, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না। এ অন্য কেউ তারা নিজেরাও হতে পারে অর্থাৎ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা যাবে না আবার অন্য কোন মানুষ, মানবগোষ্ঠী, কোন আত্মা, জিন, ফেরেশতা অথবা কোন বস্তুগত, কাল্পনিক বা আনুমানিক সত্তাও হতে পারে । কাজেই পূর্ণ অবিচলতা সহকারে নির্ভেজাল তাওহিদের পথ অনুসরণ করতে হবে। ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় অবস্থায় তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে যারা কোন না কোন প্রকারে শিরক করে থাকে। শুধু আকিদা বিশ্বসেই নয় কাজে কর্মে ও ব্যক্তি জীবন ধারায়ই নয় সামষ্টিক জবিন বিধানের ক্ষেত্রেও, ইবাদাতগাহ ও উপাসনালয়েই নয় শিক্ষায়তনেও, আদালত,গৃহে, আইন প্রণয়ন পরিষদে, রাজনৈতিক, মঞ্চে, অর্থনৈতিক বাজারে সর্বত্রই যারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থাই আল্লাহর আনুগত্য ও গায়রুল্লাহর আনুগত্যের মিশ্রনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সব জায়গাই তাদের পদ্ধতি থেকে নিজেদের পদ্ধতি আলাদা করে নাও। তাওহীদের অনুসারীরা জীবনের কোন ক্ষেত্র ও বিভাগেও শিরকের অনুসারীদের অনুসৃত পথে পায়ের পথে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের শিরকের অনুসারীদের পেছনে চলার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং এভাবে পেছনে চলার পরও তাদের তাওহীদবাদের দাবী ও চাহিদা নিশ্চিন্ত পূরণ হতে থাকবে এ কথা কল্পনাই করা যায় না।
তারপর শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শিরক (শিরকে জলী) থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং অস্পষ্ট শিরক(শিরকে খফী) থেকেও পুরোপুরি ও কঠোরভাবে দূরে থাকারও আদেশ দেয়া হয়েছে। বরং অস্পষ্ট শিরক আরো বেশী বিপদজনক এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আরো অনেক বেশী। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অস্পষ্ট শিরককে হালকা শিরক মনে করে থাকেন। তারা ধারনা করেন, এ ধরনের শিরকের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট শিরকের মত অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ অস্পষ্ট মানে হালকা নয় বরং গুপ্ত ও গোপনে লুকিয়ে থাকা। এখন চিন্তা করার ব্যাপার হচ্ছে, যে শত্রু দিন-দুপুরে চেহেরা উন্মুক্ত করে সামনে এসে যায় সেই বেশী বিপদজনক, না যে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে বা বন্ধু ছদ্মাবরণে এসে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করছে সে-ই বেশী বিপদজনক। যে রোগের আলামত একেবাওে পরিস্কার দেখা যায় সেটি বেশী ধ্বংসকারক, না যেটি দীর্ঘকাল সুস্থতার ছদ্মাবরণে ভেতরে ভেতরে স্বাস্থ্যকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে সে-ই বেশী ধ্বংসকর। যে শিরককে প্রত্যেক ব্যক্তি এক নজর দেখেই বলে দেয় এটি শিরক তার সাথে তাওহীদী দীনের সংঘাত একেবারে মুখোমুখি। কিন্তু যে শিরককে বুঝতে হলে গভীর দৃষ্টি ও তাওহীদের দাবীসমূহের নিবিড় ও অতলস্পর্শী উপলব্ধি প্রয়োজন সে তার অদৃশ্য শিকড়গুলো দীনের ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ তাওহীদবাদীরা তা ঘুর্ণাক্ষরেও টের পায় না তারপর ধীরে ধীরে অবচেতন পদ্ধতিতে সে দীনের সার পদার্থসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, কেথাও কোন বিপদ-ঘন্টা বাজাবার সুযোগই আসে না।
দীনকে আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করার এ হুকুম সারা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাঃ বিভিন্ন দু'আতেও এ কথা বলেছেন। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসিনা লাহুদ দীন ওলাও কারিহাল কাফিরুন।"সহীহ হাদীসে বর্ণিতএকটি প্রসিদ্ধ দু'আ, রাসলুল্লাহ সাঃ প্রতিটি ফরয সালাতের পর এ দু'আটি পড়তেন।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করছে বিমানের নিউইয়র্ক ফ্লাইট

(প্রথম পাতার পর)

ঢাকা-নিউ ইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট চালু হওয়া এখন নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইকাও) নিরাপত্তা মূল্যায়নের ওপর। সংস্থাটির সিগনিফিক্যান্ট সেফটি কনসার্ন (এসএসসি)-সংক্রান্ত মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ক্যাটাগরি ওয়ানে উন্নীত হতে পারলেই নিউ ইয়র্ক রুটে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার পথ খুলবে। এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছে সিভিল অ্যাভিয়েশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অডিট। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ক্যাটাগরি ওয়ান অর্জন শুধু নিউ ইয়র্ক ফ্লাইট চালুর জন্যই নয়, আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল খাতে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা) জানিয়েছেন, নতুন বোয়িং উড়োজাহাজ বহরে যুক্ত হওয়া, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান অর্জনসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করতে সময় লাগবে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ২০২৮ সালের শুরুতে ঢাকা-নিউ ইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর সবকিছুই নির্ভর করছে আইকাওর অডিটের ওপর।
২০২৬ সালে প্রি-অডিট, ২০২৭ সালে চূড়ান্ত পরীক্ষা : সূত্র জানায়, আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত আইকাওর সার্বজনীন নিরাপত্তা নিরীক্ষা কর্মসূচি 'অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি' অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর বিমানবন্দর এবং বিমান চলাচলের নিরাপত্তাব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কতটা নিরাপদ তা এককালীন না দেখে, বরং ধাপে ধাপে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। তারা একটি প্রি-অডিট মিশন হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করবে। সেই মূল্যায়ন থেকেই বোঝা যাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা তদারকি মান পূরণে বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত। একই সঙ্গে এটি ইঙ্গিত দেবে দেশটি এসএসসি বা গুরুতর নিরাপত্তা উদ্বেগের ঝুঁকিতে রয়েছে কি না। এরপর ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হবে আইকাওর চূড়ান্ত যাচাই পরীক্ষা। এর ওপরই নির্ভর করবে বাংলাদেশের ক্যাটাগরি ওয়ান অর্জন এবং বিমানের ঢাকা-নিউ ইয়র্ক ফ্লাইটের ভবিষ্যৎ।
প্রস্তুতির ৮০ শতাংশ সম্পন্ন : সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে সার্বিক প্রস্তুতির প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন নিরাপত্তা অবকাঠামো শক্তিশালী করতে অত্যাধুনিক এক্স-রে মেশিন, উন্নত স্ক্যান-ারসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের ফ্যাক্টরি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট (এফএটি) ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সরঞ্জামগুলো আগস্টে দেশে পৌঁছাবে এবং ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বেবিচক সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের আইকাও নিরাপত্তা অডিটে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৬৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ, যেখানে আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ছিল ৬৫ শতাংশ। এবার লক্ষ্য ৭৫ শতাংশের বেশি স্কোর অর্জন। এদিকে সর্বশেষ ডিএফটি অডিটে বাংলাদেশ কার্গো নিরাপত্তায় ১০০ শতাংশ এবং যাত্রী নিরাপত্তায় ৯৩-৯৪ শতাংশ স্কোর পেয়েছিল।
কাজ করছে তিনটি কমিটি : গত বছরের নভেম্বর থেকে আইকাও অডিটের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার ৯টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ তদারকির জন্য তিনটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। নিয়মিত গ্যাপ অ্যানালাইসিস, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ঘাটতি পূরণের কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক অডিটের আগে আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বেবিচক নিজস্ব উদ্যোগে প্রি-অডিট পরিচালনা করবে। এতে সম্ভাব্য দুর্বলতা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শুধু অডিট নয়, সক্ষমতারও পরীক্ষা : আইকাও অডিটকে সাধারণ পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এখানে দেখা হয় কোনো দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে বিমান নিরাপত্তা তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ক্ষমতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, প্রশিক্ষিত জনবল এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা কাঠামো আছে কি না। অডিটে আইন, বিধিমালা, সাংগঠনিক কাঠামো, কারিগরি নির্দেশনা, জনবলের দক্ষতা, সনদ প্রদান ব্যবস্থা, তদারকি কার্যক্রম এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতাসহ আটটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র মূল্যায়ন করা হয়। এদিকে আইকাও বাংলাদেশের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা তদারকি অডিট ২০২৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ায় কিছুটা সময় পেয়েছে বেবিচক। তবে বিমান চলাচল খাতের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই অতিরিক্ত সময় সমস্যার সম-াধান নয়; বরং খাতটির দুর্বলতাগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাবেক বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মফিদুর রহমান বলেন, অডিট পিছিয়েছে মানেই বাংলাদেশ বেশি প্রস্তুত হয়ে যাবেড় এমন ধারণা ঠিক নয়। আইকাওর মানদণ্ডও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে অতিরিক্ত সময় পেয়েও কাঙ্ক্ষিত ফল মিলবে না। তিনি আরো জানান, আইকাও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে। কিন্তু অনেক সময় প্রশাসনিক পর্যায় থেকে বিষয়টির প্রয়োজনী-য়তা যথাযথভাবে বোঝা হয় না। তার মতে, এই মানসিকতাই এখন অন্যতম বড় বাধা।
পরিদর্শক সংকট বড় চ্যালেঞ্জ : সংশ্লিষ্টদের মতে, বেবিচকের বড় চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম হলো ফ্লাইট অপারেশনস ইন্সপেক্টর (এফও-আই) সংকট। অন্তত আটজন পরিদর্শক প্রয়োজন হলেও বর্তমানে দায়িত্বে রয়েছেন মাত্র দুজন। কারণ হিসেবে কর্মকর্তারা বলছেন, একজন অভিজ্ঞ পাইলট বাণিজ্যিক এয়ারলাইনসে চাকরি করে মাসে পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা আয় করতে পারেন। অথচ বেবিচকে পরিদর্শক হিসেবে ভাতা মাত্র এক লাখ ২৫ হাজার টাকা। ফলে দক্ষ পাইলটরা এ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হন না। বেবিচকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, এটি নতুন কোনো সমস্যা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই আমরা যোগ্য পরিদর্শক নিয়োগ এবং তাদের ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছি। অ্যাভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন ফ্লাইট পরিদর্শক তৈরি করতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাই এই ধরনের জনবল গড়ে তোলার পরিকল্পনাও দীর্ঘমেয়াদি হওয়া উচিত।
আইনি স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন : জনবল ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অডিট প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বেবিচকের যে মাত্রার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, বর্তমান আইনে তা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি। আইনের কিছু ধারা নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখে। অথচ আইকাও চায় নিরাপত্তা ও কারিগরি সিদ্ধান্তগুলো বাহ্যিক প্রভাবমুক্তভাবে নেওয়া হোক। এসএসসি হলো আইকাওর সবচেয়ে গুরুতর নিরাপত্তা সতর্কতার একটি। কোনো দেশ কার্যকর নিরাপত্তা তদারকিতে ব্যর্থ হলে এই পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় না। তবে এর প্রভাব ব্যাপক হতে পারে। এর ফলে নতুন কোডশেয়ার বা বাণিজ্যিক অংশীদারত্ব কঠিন হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি বীমা প্রতিষ্ঠান ও উড়োজাহাজ লিজদাতারাও ঝুঁকি পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। সাবেক বেবিচক চেয়ারম্যান মফিদুর রহমানের মতে, বাংলাদেশ ব্যর্থ হলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে দেশের ভাবমূর্তির। এতে বিদেশি এয়ারলাইনস বাংলাদেশের বাজার নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে পারে এবং আঞ্চলিক অ্যাভিয়েশন হাব হওয়ার লক্ষ্যও বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান : অ্যাভিয়েশন বিশ্লেষক এটিএম নজরুল ইসলাম বলেন, আইকাও কাউকে ফেল করাতে আসে না; তারা দেখে একটি দেশ নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থা কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করছে। তাই দ্রুত জনবল সংকট দূর, প্রয়োজনীয় পরামর্শক নিয়োগ, অভ্যন্তরীণ অডিট জোরদার এবং এয়ারলাইনসসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। বেবিচকের মুখপাত্র কাউছার মাহমুদ এ বিষয়ে বলেন, ডিএফটি ও আইকাও অডিট সামনে রেখে জোর প্রস্তুতি চলছে। প্রস্তুতির অগ্রগতি প্রায় ৮০ শতাংশ। প্রতি মাসে সদস্যের (সিকিউরিটি) নেতৃত্বে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এবং প্রতি দুই মাস অন্তর চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে নিয়ে সমন্বয় সভা হচ্ছে। যেখানে প্রস্তুতির অগ্রগতি মূল্যায়ন, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এই দুটি অডিটকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা) নিয়মিতভাবে প্রস্তুতির অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময় পরপর মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে সমন্বয় সভা অনু-ষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে প্রস্তুতির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, চলমান প্রস্তুতি, আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংযোজন এবং নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের তদারকির ফলে আসন্ন ডিএফটি ও আইকাও অডিটে বাংলাদেশ ভালো ফল করবে। এতে দেশের বিমানবন্দরগুলোর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং বৈশ্বিক বিমান নিরাপত্তাব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান আরো শক্তিশালী হবে।

সংবিধানে আবারও কেয়ারটেকার সরকার ও গণভোট

(৪২ পাতার পর)

সংশোধনী (২০১১ সাল) আনা হয়। ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে দেশে সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থার অধীন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। আর ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে। সেই সরকারের প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। তখন তিনি প্রধান বিচারপতির পদ ছেড়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা বাতিল করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১ সাল) পর দেশে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে দলীয় সরকারের (তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার) অধীনে তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ২০১৪ ও ২০২৪ সালের নির্বাচন দেশের বড় রাজনৈতিক দল বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল বর্জন করে। কেবল তখনকার সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও এর সমমনাদলগুলো এই দুটি নির্বাচনে অংশ নেয়। তবে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি ও ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট অংশ নিয়েছিল। ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনী আইন সংসদে পাস হয়। সংশোধনীতে সংবিধানে ৫৪টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান, জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বীকৃতির পাশাপাশি সংবিধানে জাতীয় চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়। চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পঞ্চদশ সংশোধনীর পুরো আইন ও আইনের কয়েকটি ধারার বৈধতা নিয়ে ২০২৪ সালে হাই কোর্টে আলাদা দুটি রিট হয়। চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর হাই কোর্ট রায় দেন। রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ও গণভোট বাদ দেওয়াসংক্রান্ত সেই সংবিধান আইনের ২০ ও ২১ ধারা বাতিল ঘোষণা করা হয়। ওই দুটিসহ পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত ৭(ক), ৭(খ), ৪৪(২) অনুচ্ছেদ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করেন হাই কোর্ট। হাই কোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় গত বছরের ৮ জুলাই প্রকাশিত হয়। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুজন সম্পাদকসহ চার বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অন্যরা পৃথক লিভ টু আপিল (আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন) করেন। এরপর আপিল বিভাগ গত বছরের ১৩ নভেম্বর লিভ মঞ্জুর (আপিল করার অনুমতি) করে আদেশ দেন। এরপর হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি আপিল করা হয়, যা খারিজ হলো।
রাতের ভোট হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ : কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা ফিরে আসায় ভবিষ্যতে নির্বাচনের ভোট রাতে হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ বলে মন্তব্য করেছেন সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়ে হাই কোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এমন মন্তব্য করেন। তিনি হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন। তিনি বলেন, 'পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পাওয়ার পর আমরা বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করব। রায়ের কোনো অংশে অসন্তুষ্টির জায়গা আছে কি না বা সংসদকে কোনো বিষয়ে সুরাহা করতে হবে কি না, তা দেখে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

শামসুল হক ৭ ভোটে হারলেন

(শেষ পাতার পর)

শেষে মার্টিনেজ ২,৭৮৪ ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রগতিশীল নেতা ও সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক পেয়েছেন ২,৭৭৭ ভোট। অন্যদিকে নেপালি কমিউনিটি সংগঠক সমনাথ ঘিমিরে পান ৭১৮ ভোট।
শামসুল হকের প্রচারণা দলের আইনজীবী আলী নাজমি গণমাধ্যমকে জানান, দুটি ব্যালট নিয়ে তাদের আপত্তি থাকলেও তা নির্বাচনের ফল পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়। নির্বাচন বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রত্যয়নের পর বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।
প্রাইমারিতে জয়ের ফলে মার্টিনেজ আগামী নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ব্র্যান্ডন কাস্ত্রোর মুখোমুখি হবেন। নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী বর্তমান অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগার স্থলাভিষিক্ত হবেন, যিনি সম্প্রতি স্টেট সিনেট নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।
বিজয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্টিনেজ বলেন, প্রতিটি ভোটের সুষ্ঠু গণনার পর ডিস্ট্রিক্ট-৩০-এর ডেমোক্রেটিক মনোনয়ন পেয়ে আমি সম্মানিত ও কৃতজ্ঞ।
তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী শামসুল হক ও সমনাথ ঘিমিরের প্রশংসা করে বলেন, তারা ইতিবাচক ও জনগণের স্বার্থভিত্তিক প্রচারণা চালিয়েছেন, যা প্রতিযোগিতাকে আরও অর্থবহ করেছে।
মার্টিনেজ কুইন্স কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থন পেয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন শ্রমিক ইউ-নিয়ন এবং অবসরপ্রাপ্ত কংগ্রেসওম্যান নাইডিয়া ভেলাজকেজের সমর্থনও ছিল তার পক্ষে।
অন্যদিকে শামসুল হক সমর্থক ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এটি আমার প্রত্যাশিত ফল নয়, তবে আমি এই প্রচারণা থেকে অসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। যা হওয়ার, তাই হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত মাসে নির্বাচনের রাতে মার্টিনেজ মাত্র ১৩ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। এত কম ব্যবধানের কারণে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় পুনর্গণনা অনুষ্ঠিত হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

রেমিট্যান্সের হিসাব আছে

(৮ পাতার পর)

ভালোবাসার প্রকাশ নয়, বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। ফলে সামান্য দেরি হলেই অভিযোগ, অভিমান বা চাপ তৈরি হয়, অথচ খুব কম মানুষই ভাবেনড়হয়তো ওই মাসে কাজ কম ছিল, বেতন আটকে গেছে, কিংবা তিনি নিজেই অসুস্থ ছিলেন। অতিরিক্ত প্রত্যাশা তাই একজন প্রবাসীর ওপর শুধু অর্থনৈতিক নয়, গভীর মানসিক চাপও সৃষ্টি করে।

সম্পদের সঙ্গে বাড়ে সম্পত্তির বিরোধও

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের বড় অংশ বিনিয়োগ হয় জমি কেনা বা বাড়ি নির্মাণে। কিন্তু সেই সম্পত্তির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলোড়এর মালিক বেশির ভাগ সময় দেশে থাকেন না। এই অনুপস্থিতির সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেয় জমি দখল, কাগজপত্রে জালিয়াতি, সীমানাবিরোধ, উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব কিংবা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা। বেদনাদায়ক হলো অনেক সময় প্রতিপক্ষ কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন; বরং নিকটাত্মীয়। কখনো নিজের ভাই, কখনো চাচা বা চাচাতো ভাই, কখনো দূরসম্পর্কের আত্মীয়ড়যাঁদের ওপর সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস ছিল, তাঁদের সঙ্গেই আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়।

প্রবাসী তখন একই সঙ্গে দুটি যুদ্ধ করেনড়একটি বিদেশের কর্মস্থলে, অন্যটি নিজের জন্মভূমির আদালতে। বিদেশে বসে আদালতের মামলা পরিচালনা করা, আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ফলে বছরের পর বছর কষ্টের উপার্জনে কেনা সম্পত্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অনেক প্রবাসী দেশে ফিরে দেখেন, যে জমির জন্য জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়টি বিদেশে কাটিয়েছেন, সেই জমিই এখন পারিবারিক শত্রুতার কারণ।

অদৃশ্য মানসিক চাপ : প্রবাসী শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা আমরা খুব কমই বলি। অনেক প্রবাসী নিজের কষ্ট কাউকে বলতে পারেন না। পরিবারকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চান না, আবার কর্মস্থলেও ব্যক্তিগত সংকট প্রকাশের সুযোগ থাকে না। দীর্ঘ একাকিত্ব, পারিবারিক সমস্যা, সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনেককে গভীর হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। অনেকে বছরের পর বছর নিজের কষ্ট কাউকে বলতে পারেন না। কারণ, সমাজে একটি ধারণা আছেড়বিদেশে আছেন মানেই ভালো আছেন। ধীরে ধীরে উদ্বেগ, বিষণ্নতা, অনিদ্রা, আত্মসম্মানবোধের সংকট কিংবা সম্পর্কহীনতার অনুভূতি তাঁদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে।

বাস্তবে অনেক প্রবাসী প্রতিদিন মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে গভীর বিষণ্নতা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার হার সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় বিষয়টি এখনো নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে আসেনি।

সমাধান কোথায়?

একজন মানুষকে বিদেশে পাঠানোই রাষ্ট্রের দায়িত্বের শেষ নয়, বরং সেখান থেকেই শুরু হয় প্রকৃত দায়িত্ব। বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদান তখনই পূর্ণ অর্থ পাবে, যখন রেমিট্যান্সের পাশাপাশি তাঁদের পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক মর্যাদা ও মানসিক সুস্থতাও সুরক্ষিত থাকবে। প্রবাসীদের সংকট কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক নয়; এটি একটি জাতীয় নীতিগত প্রশ্ন। দেশের অর্থনীতিতে যাঁদের অবদান এত গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক্-প্রস্থান প্রশিক্ষণে ভাষা ও পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি আর্থিক পরিকল্পনা, পারিবারিক যোগাযোগ এবং মানসিক সুস্থতা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। একই সঙ্গে দেশে থাকা পরিবারের জন্য আর্থিক সচেতনতা, দাম্পত্য সম্পর্ক, সন্তান প্রতিপালন এবং দায়িত্ব ভাগাভাগি নিয়ে কমিউনিটি-ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি, সহজলভ্য আইনি সহায়তা, ডিজিটাল সেবা এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আরও শক্তিশালী করতে হবে। সবশেষে আমাদের নিজেদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখা জরুরিড় প্রবাসীদের কাছ থেকে আমরা কতটা নিচ্ছি, আর তাঁদের জন্য কতটা ফিরিয়ে দিচ্ছি? একজন প্রবাসী শুধু রেমিট্যান্সের উৎস নন; একজন মানুষ। তাঁর শ্রমের যেমন মূল্য আছে, তেমনি মূল্য আছে তাঁর অনুভূতি, সম্পর্ক ও জীবনের। আমরা বহু বছর ধরে রেমিট্যান্সের হিসাব করেছি; এখন সময় এসেছে রেমিট্যান্সের পেছনে থাকা মানুষটির হিসাব করার। কারণ, একটি দেশের প্রকৃত সম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা নয়ড়তার মানুষ।

ড. সেলিম রেজা, সহযোগী অধ্যাপক ও সমন্বয়ক, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।

দেশে ঢুকতে এত অস্থির হলে পালালেন কেন?

(৪ পাতার পর)

উঠেছে–আসলে কি তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এভাবে রায় দেওয়া হয়েছে, নাকি আপাতত তাঁকে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে।

বিদেশে 'পলাতক' মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি দেশে ফিরে এসে আদালতে হাজির হবেন এবং ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলে পড়বেন, এটা কষ্টকল্পনা মনে হয়। এ ধরনের অভিযুক্তরা বরং গোপনে একটা রফা করে দেশে ফিরে আসে এবং 'আইনি প্রক্রিয়ায়' খালাস পেয়ে যায়। হাসিনার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তটা যে কী, বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া তিনি দেশে ফিরে আসতে চান কি না, সেটিও একটি প্রশ্ন।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনার লাল পাসপোর্ট পরবর্তী ইউনূস সরকার বাতিল করে দেয়। এই মুহূর্তে তাঁর কাছে বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট নেই। ফলে দেশে ফিরতে হলে তাঁর ট্রাভেল পাস লাগবে। তিনি ট্রাভেল পাস চাইলে সেটি দেওয়ার এখতিয়ার সরকারের। এটি নিতে হবে নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে। সরকার ট্রাভেল পাস দিলে দেশে আসতে পারবেন তিনি। যেহেতু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে, তাই ট্রাভেল পাস পেয়ে শেখ হাসিনা দেশে ফিরলেই তিনি গ্রেপ্তার হবেন। এটা হলো আইনের কথা।

আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট রুলস অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল না করে কেন দেরিতে করেছেন, সেই ব্যাপারে একটি 'কনডোনেশন অ্যাপ্লিকেশন' দিয়ে তিনি আপিল করতে পারবেন। নিরাপত্তার কারণে তিনি বিদেশে আছেন, আসতে পারেননি, আপিল দেরিতে করার কারণ হিসেবে এসব গ্রাউন্ড যুক্তিযুক্ত হবে। আদালত আপিল শোনার পরে প্রথমেই তো শেখ হাসিনার আইনজীবীরা 'স্টে' চাইবেন। 'স্টে' হবে। তারপর মূল আপিলের শুনানি হবে। শেখ হাসিনা আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড 'স্টে' বা স্থগিত হয়ে যাবে।

শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফিরিয়ে এনে আদালতের রায় কার্যকর করার দাবি, হুমকি, মাতম সবই চলছে। কিন্তু তা কীভাবে বাস্তবায়ন হবে তা পরিষ্কার নয়। বোঝা যায় এ নিয়ে বেশ কিছুদিন রাজনীতি হবে।

শেখ হাসিনা তখনই ফিরবেন, যখন তিনি নিজের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন। তার মানে, এখনকার ক্ষমতার সমীকরণটি তখন বদলে যাবে। প্রশ্ন হলো, এটি হতে কত দিন, কত বছর লাগবে?

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

ভোগ্যবস্তুতে পরিণত কেন নারী-শিশু

(৫ পাতার পর)

পালিয়ে যায়। মানিকগঞ্জের খবর, সেখানে ষাট-পেরোনো এক বৃদ্ধ ভিখারিনীক দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। ভুক্তভোগী মহিলা থানায় গিয়ে দুই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। যুবক দুটি গ্রেপ্তার হয়েছে। পরিপূরক খবরও পাওয়া যাচ্ছে। সেটির মর্মবাণী এই যে শিশুর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার মামলার অভিযুক্তদের শতকরা ৯৮ জনের কোনো শাস্তি হয় না। সংলগ্ন অন্য একটি তথ্য, পানিতে ডুবে দেশে প্রতিদিন গড়ে ১২টি শিশুর মৃত্যু ঘটে।

শিশু ধর্ষণের সংখ্যা যে বাড়ছে সে ব্যাপারটা মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। একটি দৈনিক পত্রিকা সাম্প্রতিক ৬৮০টি ধর্ষণের ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখেছে, ধর্ষিতাদের ভিতর শিশুদের সংখ্যাই অধিক। বুঝতে অসুবিধা নেই যে দুর্বলের ওপর সবলের নিষ্ঠুরতা অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে এবং ভোগবাদিতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে দেখা যাচ্ছে ধর্ষকদের কাছে শিশুরা এখন আর শিশু নেই, ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। গোটা ব্যবস্থাটা যে পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক তার বহু প্রমাণ ও নিদর্শনের মধ্যে এটিও একটি। পর্যালোচনায় এটাও ধরা পড়েছে যে ধর্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ষিতাদের পূর্বপরিচিত। অর্থাৎ কাছের এবং দূরের ভিতর কোনো ব্যবধান নেই। নির্বিচারে ভোগ করা সম্ভব এবং পরিচিতজনদেরই শিকারে পরিণত করা সহজতর, কারণ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে আক্রান্তরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এটাও দেখা গেছে যে বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে তাদের বাসগৃহেই। অর্থাৎ মেয়েদের জন্য কোনো স্থানই এখন নিরাপদ নয়। মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের বিপদের দৃষ্টান্ত তো বিশ্বে রেকর্ড করেছে, পর্যবেক্ষণও সে কথা বলেছে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জুলাই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ : রাজনৈতিক শক্তির দ্বন্দ্ব

(৬ পাতার পর)

রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সম্পন্ন করবে এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হবে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং অর্থনীতিতে গতি আসবে।

২. অচলাবস্থার পথ : যদি সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন মতবিরোধ চলতে থাকে, তবে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং জনআস্থার সঙ্কট আরো গভীর হবে। ফ্যাসিবাদী প্রভাব প্রক্রিয়া আবার ফেরত আসতে পারে।

৩. তীব্র মেরুকরণের পথ : যেখানে দলাদলি ও ক্ষমতার লড়াই এতটাই উগ্র রূপ নেবে যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো আবারো দলীয় প্রতিযোগিতার বলি হবে। এতে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহি পুরোপুরি ভেঙে পড়তে পারে।

এর মধ্যে কোন পথ বাস্তবে রূপ নেবে, তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের আন্তরিকতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আকাক্সক্ষাকে কতটা সম্মান করা হয় তার ওপর।

জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বাঁক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। তবে এর চূড়ান্ত সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হবে আগামী কয়েক বছরের রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন দেখে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি হিংসাত্মক প্রতিযোগিতা ভুলে একটি ন্যূনতম জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের রায়কে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে, তবেই এই বিপ্লব একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের প্রকৃত মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

কিন্তু যদি পুরনো দিনের মতো প্রতিশোধমূলক রাজনীতি, দলীয়করণ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতার লড়াই আবারো ফিরে আসে, তবে শহীদদের রক্ত ও তরুণদের এই মহান ত্যাগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার চরম ঝুঁকি থেকে যাবে। জুলাই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে এমন একটি রাষ্ট্র গঠনের ওপর- যেখানে আইন সবার জন্য সমান হবে, ক্ষমতা নয়; বরং জবাবদিহিতাই হবে শাসনের মূল ভিত্তি এবং দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান পাবে বাংলাদেশের সার্বভৌম ও জাতীয় স্বার্থ।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, নয়া দিগন্ত।

চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ করিডর

(৭ পাতার পর)

বাংলাদেশের জন্য অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা। সম্ভাব্য করিডরের একটি অংশ রাখাইন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, যেখানে বর্তমানে আরাকান আর্মির উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। একই সঙ্গে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে চলমান রোহিঙ্গা সংকটও একটি বড় বাস্তবতা। ফলে এ অঞ্চলে যেকোনো বড় অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এখানে চীনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, মিয়ানমারের সামরিক সরকার এবং দেশটির বিভিন্ন প্রভাবশালী সশস্ত্র গোষ্ঠীর ওপর চীনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। ফলে রাখাইন অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে বেইজিং ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পাশাপাশি ঝুঁকির বিষয়ও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় নেওয়া কিছু প্রকল্পে ঋণের বোঝা, ব্যয় বৃদ্ধি, স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফলে বাংলাদেশকে যেকোনো নতুন প্রকল্প গ্রহণের আগে অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা, পরিবেশগত প্রভাব, স্থানীয় জনগণের স্বার্থ এবং জাতীয় নিরাপত্তাড়সব দিক সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম ভিত্তি হলো ভারসাম্য বজায় রাখা। চীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার, আবার ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী এবং নিরাপত্তা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ান দেশগুলোর সঙ্গেও বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমেই গভীর হচ্ছে। তাই কোনো একক শক্তির কৌশলগত প্রতিযোগিতার অংশ না হয়ে নিজের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়াই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে যৌক্তিক পথ।

এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা।

দাম্পত্যে শরীরের নৈকট্য নয়

(৯ পাতার পর)

আছে, কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলার সময় নেই। দাম্পত্যে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার অনেক সময় অর্থ বা বাহ্যিক আয়োজন নয়; বরং মনোযোগ।

যখন একজন মানুষ অনুভব করে, 'আমার কথা কেউ মন দিয়ে শুনছে'ড়তখন তার ভেতরে নিরাপত্তা জন্মায়। আর যখন সে অনুভব করেড়'আমার কথা শোনার মতো সময় কারও নেই'ড় তখন একই ঘরের ভেতর থেকেও তার একাকীত্ব শুরু হয়। একটি ছোট প্রশ্ন কখনো কখনো একটি সম্পর্ককে নতুন জীবন দিতে পারে, 'আজ তোমার মনটা কেমন?' এই প্রশ্নের মধ্যে থাকে যত্ন, ভালোবাসা এবং একজন মানুষকে গুরুত্ব দেওয়ার স্বীকৃতি। দাম্পত্যে বন্ধুত্বের গুরুত্ব এখানেই। যে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বন্ধু হতে পারেন, তাদের সম্পর্ক শুধু দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা আনন্দ ভাগ করেন, স্বপ্ন ভাগ করেন, ভয় ভাগ করেন, এমনকি নীরবতাও ভাগ করেন।

বন্ধুত্বহীন সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে, কিন্তু গভীরতা পায় না। দার্শনিক মার্টিন বুবারের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে বলা যায়, সত্যিকারের সম্পর্ক তখনই তৈরি হয়, যখন আমরা অপর মানুষটিকে কোনো প্রয়োজনের বস্তু হিসেবে নয়, একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গ্রহণ করি। স্বামী বা স্ত্রী হওয়ার আগে তিনি একজন মানুষ। তাঁর নিজস্ব স্বপ্ন আছে, ক্লান্তি আছে, ভয় আছে, নীরবতার প্রয়োজন আছে। এই মানুষটিকে সম্মান করতে না পারলে ভালোবাসা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে পরিণত হয়।

সুস্থ দাম্পত্যে মতভেদ থাকবে। দুটি ভিন্ন মানুষ একসঙ্গে চললে চিন্তার পার্থক্য স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা মতভেদে নয়; সমস্যা হলো মতভেদের সময় সম্মান হারিয়ে ফেলা। যে সম্পর্কের প্রশ্ন থাকে, 'কে জিতবে?' সেখানে দূরত্ব বাড়ে। আর যে সম্পর্কের প্রশ্ন থাকে, 'আমরা কীভাবে আবার কাছাকাছি আসতে পারি?' সেখানে ভালোবাসা বেঁচে থাকে। ভালোবাসা শুধু অনুভূতি নয়; এটি একটি সিদ্ধান্তও। কঠিন সময়ে, ক্লান্তির দিনে, ভুল বোঝাবুঝির মুহূর্তে একজন আরেকজনের পাশে থাকার যে সিদ্ধান্ত, সেটিই সম্পর্কের প্রকৃত শক্তি। দাম্পত্যে ক্ষমা একটি অপরিহার্য গুণ। কারণ দুটি মানুষ কখনোই নিখুঁত নয়। ভুল হবে, প্রত্যাশা ভাঙবে, কথায় আঘাত লাগবে। কিন্তু ক্ষমা মানে ভুলকে সমর্থন করা নয়; বরং সম্পর্ককে অহংকারের চেয়ে বড় করে দেখা। যে সংসারে 'আমি' জয়ী হতে চায়, সেখানে 'আমরা' ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'প্রেমের আনন্দ থাকে স্বল্পক্ষণ, প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।'

প্রেম যদি শুধু আবেগে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। কিন্তু প্রেম যখন দায়িত্ব, শ্রদ্ধা ও আত্মিক বন্ধনে রূপ নেয়, তখন তা জীবনের দীর্ঘ পথের সঙ্গী হয়ে ওঠে। সত্যিকারের ভালোবাসা কাউকে নিজের মতো বানাতে চায় না; বরং তাকে তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে বিকশিত হতে সাহায্য করে। সংসার তাই কোনো কারাগার নয়, যেখানে দুটি মানুষ বাধ্য হয়ে থাকে। এটি এমন একটি বাগান, যেখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বেড়ে ওঠে।দিনের শেষে মানুষ নিখুঁত কাউকে খোঁজে না। মানুষ খোঁজে একজন আন্তরিক মানুষকে, যার কাছে নিজের অসম্পূর্ণতাও গ্রহণযোগ্য। কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষ শুধু একটি ঘর চায় না; সে চায় এমন একটি হৃদয়, যেখানে ফিরে এসে সমস্ত ক্লান্তি নামিয়ে রাখা যায়। ভালোবাসার চূড়ান্ত অর্থ তাই শরীরের উষ্ণতায় নয়, হৃদয়ের উষ্ণতায়। সত্যিকারের ভালোবাসা সেই স্পর্শ, যেখানে কামনা নয়, করুণা থাকে; অধিকার নয়, আস্থা থাকে; প্রদর্শন নয়, প্রার্থনা থাকে।দাম্পত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য হলো, দুটি মানুষ একই ছাদের নিচে শুধু বসবাস করে না, তারা একই হৃদয়ের ভেতর একটি নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে। কারণ সত্যিকারের সংসার হলো সেই স্থান, যেখানে একজন মানুষ পৃথিবীর সব ক্লান্তি শেষে ফিরে এসে বলতে পারে,'এখানে আমি নিরাপদ।' আর অপর মানুষটির নীরব উপস্থিতি উত্তর দেয়, 'আমি আছি।'

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন www.weeklybangladeshusa.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ
- ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
- সাইনবোর্ড - মগ
- ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
- ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
- ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
- মেন্যু - টি-শার্ট
- পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
- বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
- পোস্টার - লেমিনেশন
- ক্রেস্ট - ফোল্ডার

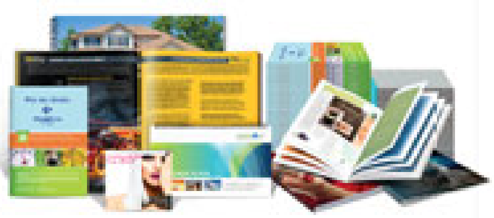

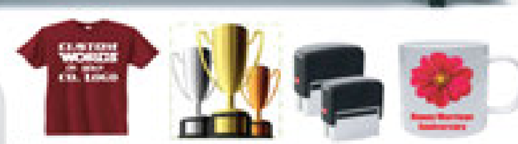

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৮৪ ১৬৫ স্ট্রিট, দোতলায় ৩ বেডরুম, ১ বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। ফোন করুন বা টেক্সট মেসেজ রাখুন: ৩৪৭-৮৯১-২২৪৬ বি-০৬-০৮

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২০১ স্ট্রিটে বড় দুই বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। প্রবেশপথ সম্পূর্ণ আলাদা। মসজিদ আর-রাইয়ান, সুপারমার্কেট ও হিলসাইড এভিনিউ এর খুব কাছে। যোগাযোগ: 347-364-4944
বি-০৫-০৭

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেশ মেডোসে সম্পূর্ণ নতুনভাবে রেনোভেটেড ২ বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ফোন: ৭১৮-৪৪০-২৫১৪ নম্বরে কল করুন, অথবা টেক্সট দিন। বি-০৫-০৭

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭
বি-০৫-০৭

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ আগস্ট থেকে জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং পারসন্স বুলেভার্ড 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৫-৫৬৪৬, ৩৪৭-২৬৪-৭৩২২। বি-০৩-০৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউনিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-০৬-০৮

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে 718-322-1488 ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: 917-365-1401

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার ম ধ্যে)
বি-০৪-০৬

Separate Rooms for Rent in Jamaica

155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 3 separate rooms. 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen room with dining place, monthly rent $2300. included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at 718-322-1488. Please Call between 10am to 10pm. বি-০৪-০৬

কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ফোন অথবা টেক্সট : 718-600-0923 বি-০৬-১১

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

House for Rent

- Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & North-ern Ave.
- 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hill-side Ave. $2000
- 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Elec-tric bill
- 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- Ozone Park 3bd 1 bath, living
- 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Lib-erty Ave
- Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:

Mohsinpatwary51@gmail.com

B-05-07

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm

or call to see anytime.

Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

'এম' ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।

যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472

Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury CBR

347-200-0567

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খণ্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন **৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০** বি-০৪-০৬

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনুর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর 'সাবস্টিটিউট টিচার' পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com

বি-৫২-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**

বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন আহসান ৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : ৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের। ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**

বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।

যোগাযোগ

917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT

74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372

CALL : ISP AT:

718-426-2700

For further information.

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]

হাফেজ মওলানা শামসুল আলম

৯২৯-২৪২-৪৬৯২

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:

JIBON SONGI

evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023

অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।
যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোন: 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।
কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422
168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package	Premium Package	Sagar Box Package
$13	$15	$6
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.	Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.	Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28 Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।
News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্‌ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ক্লাসিফাইড — Classified — ক্লাসিফাইড

আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়।

১০ শব্দের ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

যোগাযোগ

Help Wanted

বাংলাদেশ

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্‌ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৮-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

পর্যটকের চাপ সামলাতে ‘প্রস্থান কর’ তিন গুণ করল জাপান

বাংলাদেশ ডেস্ক : পর্যটকের ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলা এবং পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশি ভ্রমণকারীদের ওপর আরোপিত ‘ইন্টারন্যাশনাল টুরিস্ট ট্যাক্স’ বা প্রস্থান কর তিনগুণ বাড়িয়েছে জাপান। ১ জুলাই থেকে দেশটি ত্যাগকারী সব যাত্রীর জন্য এই কর ১ হাজার ইয়েন থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার ইয়েন করা হয়েছে। বুধবার (১৫ জুলাই) ইকোনমিক টাইমস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছেড়জাপানের আরোপিত নতুন কর বিদেশি পর্যটক ও জাপানি নাগরিক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে বিমান বা ক্রুজের টিকিটের মূল্যেই করটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে। ফলে বিমানবন্দর বা সমুদ্রবন্দরে আলাদাভাবে অর্থ পরিশোধ করতে হবে না। ১ জুলাইয়ের আগে বুকিং করা টিকিটের ক্ষেত্রে অবশ্য আগের হারই কার্যকর থাকবে। জাপান ২০১৯ সালে প্রথম এই প্রস্থান কর চালু করেছিল। সরকারের মতে, বাড়তি রাজস্ব পর্যটকের অতিরিক্ত চাপ বা ‘ওভারট্যুরিজম’ মোকাবিলা, পরিবহন ও পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দর্শনার্থীদের জন্য আরও উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে ব্যয় করা হবে। বর্তমানে এই কর থেকে বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি ইয়েন রাজস্ব আসে। কর বৃদ্ধির ফলে তা বেড়ে প্রায় ১২ হাজার কোটি ইয়েনে পৌঁছাবে বলে সরকার আশা করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপানে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা রেকর্ড হারে বেড়েছে। ২০২৫ সালে দেশটিতে প্রায় ৪ কোটি ২৪ লাখ আন্তর্জাতিক পর্যটক ভ্রমণ করেছেন, যা দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ৬ কোটি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে টোকিও। এদিকে একই দিন থেকে স্বল্পমেয়াদি পর্যটক ভিসার ফিও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। একবার প্রবেশের (সিঙ্গেল-এন্ট্রি) ভিসার ফি ৩ হাজার ইয়েন থেকে ১৫ হাজার ইয়েন এবং একাধিকবার প্রবেশের (মাল্টিপল-এন্ট্রি) ভিসার ফি ৬ হাজার ইয়েন থেকে ৩০ হাজার ইয়েন করা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়াসহ ৭৪টি দেশ ও অঞ্চলের নাগরিকেরা আগের মতোই স্বল্পমেয়াদি ভিসামুক্ত সুবিধা পাবেন। অন্যদিকে ভারত, চীন, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের নাগরিকদের ভ্রমণের আগে ভিসা নিতে হবে। প্রস্থান কর বৃদ্ধির প্রভাব কিছুটা কমাতে জাপানি নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট আবেদন ফি কমিয়েছে সরকার। ১ জুলাই থেকে অনলাইনে ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের আবেদন ফি ১৫ হাজার ৯০০ ইয়েন থেকে কমিয়ে ৮ হাজার ৯০০ ইয়েন করা হয়েছে। সরাসরি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও ফি ৭ হাজার ইয়েন কমানো হয়েছে।

মৃত সিনেটর লিন্ডসি গ্রাহামের স্থলাভিষিক্ত হলেন তার বোন ডারলাইন গ্রাহাম নরডোন

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন সিনেটর লিন্ডসি গ্রাহামের মৃত্যুর পর তার শূন্য হওয়া সিনেট আসনে অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করবেন তার ছোট বোন ডারলাইন গ্রাহাম নরডোন। সোমবার দক্ষিণ ক্যারোলিনার গভর্নর হেনরি প্রয়াত সিনেটরের প্রতি সম্মান জানানোর একটি উদ্যোগ হিসেবে বর্ণনা করেন।

গভর্নর জানান, ২০২৭ সালে বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত নরডোন সিনেটরের দায়িত্ব পালন করবেন।

ম্যাকমাস্টার আনুষ্ঠানিকভাবে তার নাম ঘোষণা করেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর নরডোন বলেন, “এটি আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের। লিন্ডসি সবসময় আমার পাশে ছিলেন, এখন তার হয়ে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি।”

গভর্নর ম্যাকমাস্টার বলেন, “লিন্ডসি সবসময় তার ছোট বোনের যত্ন নিয়েছেন। এখন তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার দায়িত্ব ডারলাইন পালন করবেন।”

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ রিপাবলিকান দলের শীর্ষ নেতারাও নরডোনকে অস্থায়ী উত্তরসূরি হিসেবে নিয়োগের পক্ষে মত দেন। তারা একে গত শনিবার ৭১ বছর বয়সে লিন্ডসি গ্রাহাম মারা যান। প্রাথমিক মেডিকেল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হৃদ্‌ রোগ-জনিত জটিলতায় তার মহাধমনীর দেয়াল ছিঁড়ে যাওয়ায় (অর্টিক ডিসেকশন) মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর আগে তিনি আসন্ন নির্বাচনে পুনর্নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর দলটির কয়েকজন নেতা ইতোমধ্যে সিনেট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

লিন্ডসি গ্রাহাম ও ডারলাইন নরডোন ছোটবেলাতেই বাবা-মাকে হারান। মাত্র ১৫ মাসের ব্যবধানে তাদের দুজনেরই মৃত্যু হয়। তখন গ্রাহামের বয়স ছিল ২২ বছর, আর ডারলাইনের বয়স ১৩। পরে গ্রাহাম আইন বিষয়ে পড়াশোনা এবং বিমান বাহিনীতে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ছোট বোনের দেখভাল করেন। তিনি আইনিভাবেও ডারলাইনকে দত্তক নেন, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে তার সামরিক সুবিধাগুলো বোন পেতে পারেন।

২০১৫ সালে নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নরডোন বলেছিলেন, “লিন্ডসি আমার কাছে একই সঙ্গে ভাই, বাবা ও মায়ের মতো।”

দুই সন্তানের জননী ডারলাইন নরডোন পেশায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানে সহায়তাকারী একজন কর্মী। এর আগে তিনি কখনো কোনো নির্বাচিত সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করেননি।

তবে ভাইয়ের পুরো রাজনৈতিক জীবনজুড়েই তিনি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। এমনকি একসময় লিন্ডসি গ্রাহাম মজা করে বলেছিলেন, তিনি যদি কখনো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে তার বোনই ‘ফার্স্ট লেডি’র দায়িত্ব পালন করবেন।

নরডোন ভবিষ্যতে পূর্ণ ছয় বছরের সিনেট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো মার্কিন সিনেটে নির্বাচিত হন লিন্ডসি গ্রাহাম। পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রভাবশালী রিপাবলিকান নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র এক দিন আগে তিনি ইউক্রেন সফরে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগের রাতেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল।

চালু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা গর্ডি হাউ আন্তর্জাতিক সেতু

বাংলাদেশ ডেস্ক : চলতি বছরের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আপত্তির মুখে পড়া কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রতীক্ষিত নতুন নির্মিত গর্ডি হাউ আন্তর্জাতিক সেতু আগামী ২৭ জুলাই জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে বলে গত ১০ জুলাই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। কানাডার অবকাঠামো মন্ত্রণালয় গত ১০ জুলাই এক বিবৃতিতে জানায়, ‘যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতায় কানাডা ও মিশিগান আগামী ২৭ জুলাই গর্ডি হাউ আন্তর্জাতিক সেতুটি উদ্বোধনের বিষয়ে একমত হয়েছে।’ মন্ত্রণালয় আরো বলেছে, সেতুটি ‘কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সংযোগ হিসেবে কাজ করবে এবং আগামীতে দশকের পর দশক ধরে দুই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিলিয়ন ডলারের অবদান রাখবে।’

৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার (৬৪০ কোটি কানাডীয় ডলার) ব্যয়ে নির্মিত এই ‘গর্ডি হাউ আন্তর্জাতিক সেতু’ যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট শহরের সঙ্গে কানাডার অন্টারিও প্রদেশের উইন্ডসর সিটিকে সংযুক্ত করবে। গত ২০১৮ সাল থেকে সেতুটির নির্মাণকাজ চলছিল। গত ১০ জুলাই উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণার আগে গত জুন মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে কারিগরি জটিলতার কারণে সেতুটির উদ্বোধন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প সেতুটির উদ্বোধন ও কার্যক্রম পুরোপুরি আটকে দেয়ার হুমকি দেন। তাঁর দাবি ছিল, সেতু নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রকে ন্যায্য সুবিধা দেয়া হয়নি এবং এর মালিকানার ‘অন্তত অর্ধেক’ যুক্তরাষ্ট্রের হওয়া উচিত।

উইন্ডসর-ডেট্রয়েট ব্রিজ অথরিটির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, সেতুটির নির্মাণ ব্যয় পুরোপুরি কানাডা বহন করেছে। তবে সেতুটির মালিকানা যৌথভাবে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হাতে থাকবে।প্রয়াত কানাডীয় বংশোদ্ভূত ন্যাশনাল হকি লিগের (এনএইচএল) কিংবদন্তি খেলোয়াড় এবং ডেট্রয়েট রেড উইংসের তারকা গর্ডি হাউয়ের নামে সেতুটির নামকরণ করা হয়েছে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে এটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION Maa USA

এশিয়ান কমিউনিটি মিডিয়ার সাথে সিটি স্পিকারের গোলটেবিল বৈঠক

বাংলাদেশ রিপোর্ট : গত ১৪ জুলাই মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের স্পিকার জুলি মেনিন এশিয়ান কমিউনিটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে সিটিতে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

নিউইয়র্কে দুই শত নির্মাণশ্রমিক নিয়োগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে নির্মাণ খাতে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। রাজ্যের শ্রম বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০০ জন দক্ষ নির্মাণশ্রমিক শিক্ষানবিশ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে। তবে *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

চিপভিত্তিক ইবিটি কার্ড চালু করবে নিউইয়র্ক

বাংলাদেশ ডেস্ক : স্ন্যাপ (SNAP) সুবিধাভোগীদের ভাতা চুরি ও জালিয়াতি ঠেকাতে ২০২৭ সালের প্রথম প্রান্তিক থেকে চিপযুক্ত ইলেকট্রনিক বেনিফিট ট্রান্সফার (ইবিটি) কার্ড চালু করবে নিউইয়র্ক স্টেট। গভর্নর ক্যাথি *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী।

নিউইয়র্কে মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনীতি ঠিক করেন অন্যরা

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশের রাজনীতি এখনো অস্থির। আমাদের রাজনীতি আমরা ঠিক করি না। বাংলাদেশের রাজনীতি ঠিক করেন অন্যরা। আমরা নিয়ন্ত্রিত হই। আগামীতে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আছে বাংলাদেশের সামনে। নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বর্তমান নতুন সরকার। কারণ রাজ-নীতি ঠিক হয়নি এখনো। অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হতে না পারলে বাংলাদেশ সঠিক পথে যাবে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

নিউইয়র্ক অ্যাসেম্বলি প্রাইমারিতে

শামসুল হক ৭ ভোটে হারলেন

প্যাট্রিক মার্টিনেজ

শামসুল হক

বাংলাদেশ ডেস্ক : কুইন্সের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩০-এর ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে মাত্র ৭ ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামসুল হক। দীর্ঘ পুনর্গণনার পর মাত্র সাত ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট নেতা এবং সাবেক কংগ্রেসম্যান জো ক্রাউলির ভাতিজা প্যাট্রিক মার্টিনেজ। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) ও বুধবার (১৫ জুলাই) অনুষ্ঠিত স্বয়ংক্রিয় পুনর্গণন *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

ইউএন উইমেন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর ও প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি।

ইউএন উইমেনের সঙ্গে বৈঠকে ড. তিতুমীর

নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষা জোরদারের আহ্বান

বাংলাদেশ ডেস্ক : বৈশ্বিক সংঘাত, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অস্থিরতা, পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন এবং জ্বালানি সংকটের কারণে সৃষ্ট বহুমাত্রিক চাপের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ নারী সংস্থা (ইউএন উইমেন)-এর আরও জোরালো সহযোগিতার আহ্বান *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

নিউইয়র্কে সাশ্রয়ী মূল্যে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সুযোগ

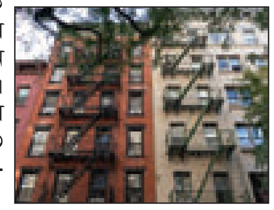

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে তুলনামূলক কম দামে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সুযোগ এনে দিয়েছে নতুন একটি হাউজিং লটারি। আপার ম্যানহাটনের ইনউড গার্ডেনস (Inwood Gardens) নামে ২৩ তলা মিচেল-লামা (Mitchell-Lama) *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

(পর্ব -১৭) আমার একটি নতুন টিউশনি হয়েছে। মধ্য বাড্ডা স্কুল-রোডের ওপর একটি নামকরা টেইলর হাউস ছিল, প্রফিসি টেইলার্স, ওখান *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

উড়ন্ত বিমানের জানালা দিয়ে ছিটকে পড়তে যাওয়া স্বামীকে যেভাবে বাঁচালেন স্ত্রী

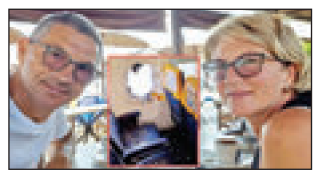

বাংলাদেশ ডেস্ক : স্বামী লিউবিশা কারোভিচকে নিয়ে গ্রিসের থেসালোনিকি থেকে বিমানযোগে জার্মানির মেমিংগেনে যাচ্ছিলেন স্ভেতলানা গ্রকোভিচ *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

নিউইয়র্কে জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী ৮ আগস্ট

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ৮ আগস্ট দিনব্যাপী স্মরণ ও সংহতি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনু-ষ্ঠিত হবে এই *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফ্লোরিডায় শ্যালিকা মনিকা ইসলাম হত্যা মামলায় বাংলাদেশি নাগরিক শাহিদুল ইসলামের *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

বাতিল হচ্ছে বছরে দুইবার ঘড়ির সময় পরিবর্তনের নিয়ম

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বছরে দুইবার ঘড়ির সময় পরিবর্তনের প্রচলিত নিয়ম বাতিলের পথে *(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)*

নিউইয়র্কে বিনামূল্যে শিশু দেখাশোনার উদ্যোগ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ব্যস্ত কর্মজীবন, সংসারের দায়িত্ব আর *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

নিউইয়র্ক সিটিতে ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বৃহত্তর নোয়াখালীর

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে সকল ধর্মাবলম্বীর উপযোগী ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক্। ১০ জুলাই শুক্রবার *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com